উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

জনগণনা মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাষ্ট্রপতির ১৬

মেঘের লুকোচুরির মাঝেই গলে গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ ১৭

আজ শ্রীলঙ্কা বনাম ভারত

২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 15 August 2026 Saturday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 89

ছুটিতেও ছুটি নয়

আজ স্বাধীনতা দিবস

সেই উপলক্ষ্যে রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। প্রিয় পাঠক, উত্তরবঙ্গ ও দেশ-বিদেশের টাটকা খবর পেতে চোখ রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টালে www.uttarbangasambad.com

নেতাজি কোনও এক গোষ্ঠীর নন, কোনও এক অঞ্চলের নন। তিনি গোটা ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁকে নিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবেই, কিন্তু সেই স্বাধীনতা যেন বিদ্বেষ, অপমান কিংবা জাতিগত বিভাজনের হাতিয়ার না হয়। ইতিহাসকে রাজনৈতিক সুবিধার মাপে নয়, তার মর্যাদা ও সত্যের আলোয় দেখা জরুরি। স্বাধীনতা দিবসে তাই আমাদের আহ্বান, নেতাজিকে ঘিরে আর নতুন বিতর্ক না হোক। বিভাজনের ভাষা নয়, ঐক্যের ভারতই হোক আমাদের উত্তরাধিকার। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই দায়বদ্ধতার পক্ষেই।

স্বাধীনতা তোমার আমার সবার

দেশপ্রেমের কোনও ঠিকানা নেই, কোনও শ্রেণি নেই; ভারত সবার হৃদয়ে। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

চাপে পড়ে ঝুঁকলেন নগেন্দ্র

দুঃখপ্রকাশ ইতিবাচক : শুভেন্দু

নিউজ ব্যুরো

১৪ অগাস্ট : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে তাঁর অপমানজনক মন্তব্যে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় অবশেষে নিজের কৃতকর্মের জন্য 'ঝুঁকলেন'। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সমাজমাধ্যমে নিজের মন্তব্যের জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। যদিও শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নতুন করে কোনও হুঁশিয়ারি না দিলেও সাফ জানিয়ে দেন, নগেন্দ্রর কাজ ক্ষমার অযোগ্য। এর মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরি, নাগরিক অনুভূতিতে আঘাত, ভুয়ো তথ্য ছড়ানো সহ নানা অভিযোগে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারায় কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় নগেন্দ্রর বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। নেতাজির প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবারই রাজ্য সরকার তাঁর বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রত্যাহার করে। এরপরই নিজের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসে ফেসবুক পেজে ভিডিও পোস্ট করে নগেন্দ্র বলেন, 'নেতাজির প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি,

এরপর বারোর পাতায়

নেতাজির প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি, নেতাজি সম্পর্কে আমার অনিচ্ছাকৃত কিছু বক্তব্যের জন্য কেউ যদি আঘাত পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

-নগেন্দ্র রায়

নিজেকে মহারাজ বলে দাবি করা নগেন্দ্র রায়কে নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে। ধর্ষণের অভিযোগ তার মধ্যে অন্যতম। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে প্রভাব খাটানোর অভিযোগও রয়েছে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত 'মহারাজ'

অনন্ত বিড়ম্বনা ৪

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বিলাসবহুল প্রাসাদ বানিয়ে মাথায় পাগড়ি দিয়ে মহারাজ সেজে বসা নগেন্দ্র রায় গুরুগিরিও করেন। এলাকায় এলাকায় ঘুরে তিনি নাকি দীক্ষা দেন। নিম্ন অসম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর প্রচুর শিষ্য রয়েছে। একেই মহারাজ তার ওপর গুরু- এই ভাবনা থেকে গ্রামের সহজসরল ধর্মপ্রাণ মানুষজন নগেন্দ্রকে কার্যত মাথায় তুলে রাখেন। অভিযোগ, সেই সুযোগ নিয়ে এক শিষ্যের স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন নগেন্দ্র। অসমের চিরাং আদালতে এখনও সেই মামলা চলছে। ২০২৩ সালের ২৮ জুন আদালতে সেই মামলার শেষ শুনানি হয়। তাতে নতুন তদন্তকারী নিয়োগ করে পুনরায় গোটা ঘটনার তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন বিচারক। সেইমতো কাজালগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে কেস ডায়েরি সহ অন্যান্য নথিপত্রও পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। তবে অভিযোগকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, প্রভাব খাটিয়ে সেই তদন্ত কার্যত ধামাচাপা দিয়ে রেখেছেন নগেন্দ্র।

স্বঘোষিত মহারাজের হাস্যকর দাবি তিনিই নাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এহেন নগেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। অভিযোগকারী গৃহবধূ দিনহাটা মহকুমার বাসিন্দা। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী নগেন্দ্রর শিষ্য। সেই সূত্রেই অসমের ঢালিগাঁওতে স্বামীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। তখনই সুযোগ বুঝে তাকে ধর্ষণ করেন নগেন্দ্র। ঘটনাটি ২০১২ সালের জুন মাসের। তারপর দফায় দফায় অসম ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ওই গৃহবধূ। তারপরও প্রভাবশালী মহারাজের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি। পরবর্তীতে ২০২০ সালে জাতীয় মহিলা কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। তারপর মহিলা কমিশনের নির্দেশে ঢালিগাঁও থানায় এফআইআর হয় এবং মামলা চিরাং আদালতে যায়। নির্যাতিতার বক্তব্য, 'অনন্ত ভণ্ড মহারাজ।

এরপর বারোর পাতায়

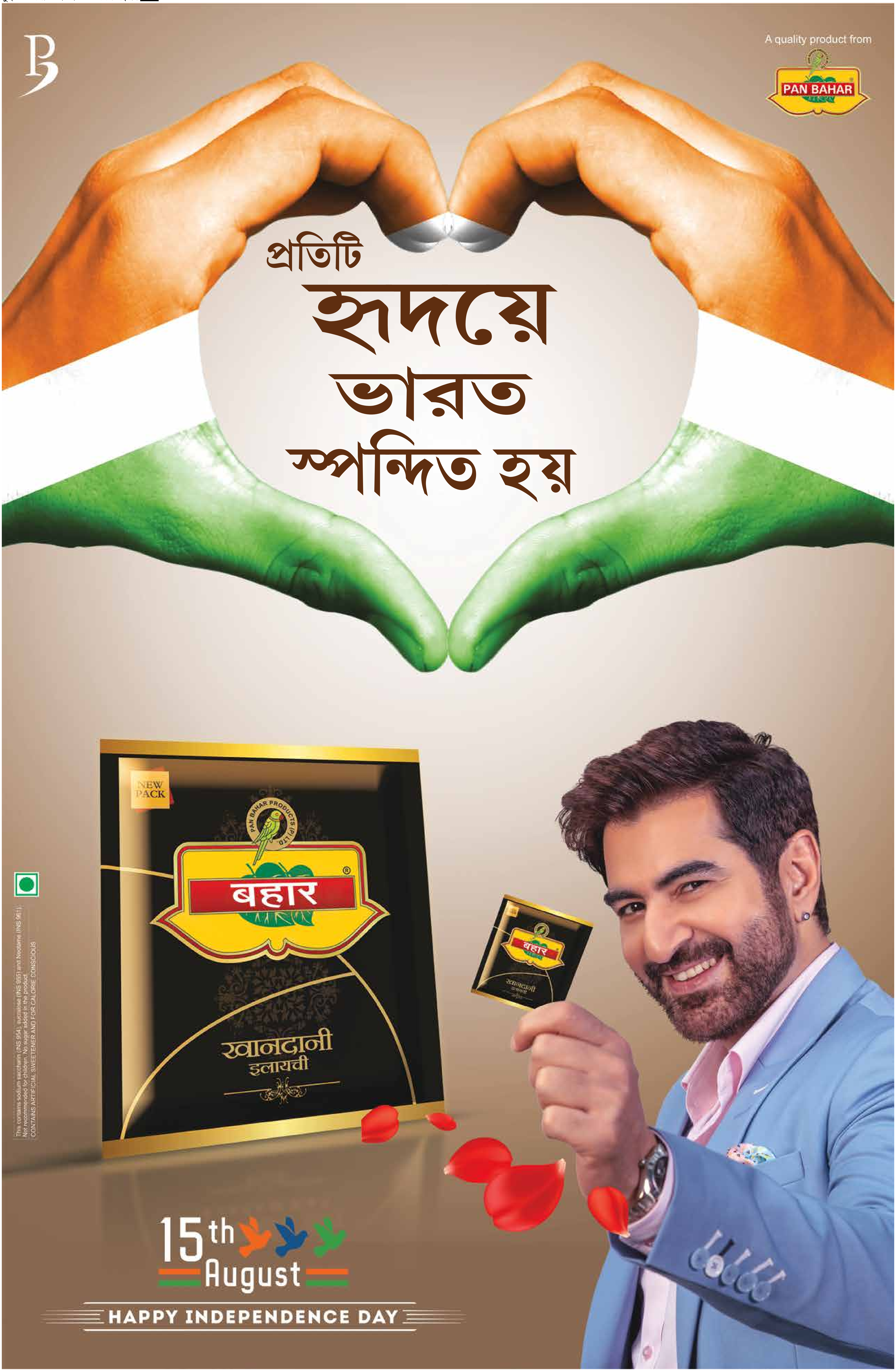
A quality product from
PAN BAHAR
প্রতিটি
হৃদয়ে
ভারত
স্পন্দিত হয়
NEW PACK
PAN BAHAR PRODUCTS (P) LTD.
बहार
खानदानी
इलायची
15th
August
HAPPY INDEPENDENCE DAY

সবুজ বাগিচায় অধরা স্বাধীনতা

অনুষ্কা বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বেলা তখন প্রায় ১টা। গনগনে রোদ পিছু ছাড়ছে না আকাশের। সোলারচালিত ট্যাংক ঘিরে জমছে কলসি, ড্রাম, বালতি। কখন জল বন্ধ হয়, কেউ জানে না। উঠোনে গাছের ছায়ায় বসে কার্জি আর সাধনা (দুজনেরই নাম পরিবর্তিত) জীবনের অন্ধকার সময়ের কথা শোনাচ্ছিলেন। পাচারের 'ফাঁদ পাতা ভুবন' পেরিয়ে কার্জির স্বপ্ন, 'বাবা মারা যাওয়ার পর সংসার সামলাতে আমি যে স্কুলে পড়াশোনা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, আমার মেয়ে সেই স্কুলেই পড়ুক।' চার মাসের মেয়ে প্রাচীর দিকে তাকিয়ে সেই স্বপ্নই বুনছিলেন তিনি।

চারদিকে তেরঙা, মাইকে এআর রহমানের 'বন্দে মাতরম'। অথচ স্বাধীনতার আট দশকেও দার্জিলিংয়ের পাকদিণ্ড থেকে ডুয়ার্সের চা বলয়, অধিকাংশ শ্রমিক লাইনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও বাসস্থানের ন্যূনতম অধিকার অধরা। রাষ্ট্রের চোখে এঁরা যেন এক হারানো ভূগোলের বাসিন্দা। কাকভোরে ফাটা গোড়ালিতে ভর করে রোজনামচা শুরু হয়। সবুজ বাগিচায় শ্রমিকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলেন। ২৫০ টাকার হাজিরায় হাঁড়িতে চাল ফোটানো দায়। সংবিধান স্বীকৃত অধিকার পেটের খিদের কাছে মাথা নোয়ায়।

দালালচক্র এই অভাবেরই সুযোগ নেয়। উন্নত জীবন, শহরে ভালো মাইনের কাজ, নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ বা ভালো বিয়ের মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে বাগানের অভাবী মেয়েদের নিশানা করা হয়। মুক্তির স্বপ্নের আড়ালে অনেকেই দিল্লির বদ্ধ ফ্ল্যাট বা ভিনরাজ্যের অন্ধকার গলিতে আধুনিক 'ক্রীতদাসে' পরিণত হন। নকশালবাড়ির অটল চা বাগানের সাধনা বলে চলেন, 'সালটা ২০২২। আমার তখন ১৮-ও হয়নি। দাদু দিল্লিতে মাসিক ভালো টাকার বিনিময়ে কাজের খোঁজ দিলেন। অভাবের সংসারে সেখান থেকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে পারব। এর পিছনে কী চক্রান্ত লুকিয়ে তখনও বুঝিনি।' দিল্লিতে সারাদিন ঘরে আটকে রেখে তিন-চারদিনের খোরাক হিসেবে এক গ্লাস জল ও একটি পাউরুটি দেওয়া হত। ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। পরে এক সংস্থার উদ্যোগে নকশালবাড়ি ও দিল্লি পুলিশের সাহায্যে সাধনা ও কার্জির বাড়ি ফেরা।

মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের মহিলা শ্রমিক। -ফাইল চিত্র

> সালটা ২০২২। আমার তখন ১৮-ও হয়নি। দাদু দিল্লিতে মাসিক ভালো টাকার বিনিময়ে কাজের খোঁজ দিলেন। অভাবের সংসারে সেখান থেকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে পারব। এর পিছনে কী চক্রান্ত লুকিয়ে তখনও বুঝিনি।
>
> **সাধনা (নাম পরিবর্তিত)**
> বাগানকন্যা

নাগরাকাটার এক বাগানের ন'বছরের মেয়েও একই প্রলোভনে বাড়ি ছেড়েছিল। ১৫ বছর পর অমৃতসর ও নাগরাকাটা পুলিশের সহযোগিতায় সম্প্রতি ওই তরুণী মা-বাবার কাছে ফিরেছেন। শৈশব হারিয়েছে, মা-বাবা মেয়ের বেড়ে ওঠা দেখেননি। এমন বহু বাবা-মাই আজও মেয়ের ফেরার অপেক্ষায়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সাম্প্রতিক রিপোর্টে উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যক্লিষ্ট চা বাগানগুলিকে পাচারকারীদের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহিলা শ্রমিকদের শারীরিক যন্ত্রণাও উপেক্ষিত। সকালে চার ঘণ্টা বাগানে কাজ, বাড়ির কাজ সেরে দুপুরে ফের বাগানে ফেরা। ঋতুকালীন যন্ত্রণা, কোমর ও পায়ের ব্যথার মধ্যেই দিন কাটে তাঁদের। সুনীতা মান্ডি বলেন, 'আমাদের জীবনটা এমনই। বাড়ির লোক এই কষ্ট বুঝলে ভালো, না বুঝলে আর...। মাতৃত্বকালীন ছুটি তিন মাসেই শেষ। তারপর বাচ্চা আর পিঠে চা-এর ঝুড়ি নিয়ে কাটে সারাদিন। রোদ, ঝড়-বৃষ্টি? পরোয়া করলে আমাদের অন্তত চলে না।' দীপঙ্কর লোহার এই বাগানেরই বাসিন্দা। তাঁর আক্ষেপ, 'এই ক'টা টাকা হাজিরায় মা-বাবা কীভাবে পড়াবে। অনেকদিন সবজি-তেল কেনার টাকাই থাকে না। বাগানে দু'একটা মাধ্যমিক স্কুল থাকলে উপকার হত। পড়ার জেদটা পায় না বলেই অনেকে না বুঝে ভুল পথে পা বাড়ায়।'

তবুও এরই মাঝে জীবন প্রাণভরে শ্বাস নেয়। হাতি-চিতাবাঘের ভয়, ভাঙা রাস্তা ও অনুন্নয়নের মধ্যেও মোহরগাঁও-গুলমার দশম শ্রেণির মুন্নি, প্রীতিরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ও আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখে। বাতাসে ভেসে আসে, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে...'

অ্যালেনে শুরু 'রিপিটার' ব্যাচ

কোটা, ১৪ অগাস্ট : নিট-ইউজি পরীক্ষার ফলপ্রকাশ ও কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হতেই ফের রাজস্থানের কোটায় ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার মেডিকেল পড়ুয়া। যাঁরা এবছর সরকারি মেডিকেল কলেজে সুযোগ পাননি, ২০২৭ সালের পরীক্ষাকে পাখির চোখ করে তাঁরা জোরকদমে নতুন প্রস্তুতি শুরু করেছেন। পড়ুয়াদের জন্য অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট নিয়ে এসেছে বিশেষ 'লিডার', 'অ্যাচিভার' এবং 'আলফা অ্যাচিভার' ব্যাচ।

১৭ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে লিডার ব্যাচ। ১৮ ও ২৫ অগাস্ট অ্যাচিভার ব্যাচ এবং ১৯ অগাস্ট ও ২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে আলফা অ্যাচিভার ব্যাচ। প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে ভর্তির ফি-তে ছাড়ও দিচ্ছে সংস্থা। রিপিটার ব্যাচে পড়ে অসমের অভিষেক আগরওয়াল বা উত্তরপ্রদেশের আলতাফ আনসারির মতো অনেকেই এর আগে ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন। চলতি বছরেও দেশের শীর্ষ ১০ জনের মধ্যে ৫ জন এবং প্রথম ১০০ জনের মধ্যে ৪৭ জনই অ্যালেনের ছাত্র।

WANTED

MOTOR REWINDING TECHNICIAN
For Assam Tea Garden
Experienced person
minimum 8 to 9 years
required.
Salary : Negotiable.
Contact No. : 8723811072

গ্রেপ্তার ১

ফালাকাটা, ১৪ অগাস্ট : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে এবার ফালাকাটাতেও গ্রেপ্তার হলেন এক তরুণ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিতর্কিত মন্তব্য করায় ফালাকাটার গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়চাঁদপুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বর্মনের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তার ভিত্তিতে শুক্রবার ফালাকাটা থানার পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি নেতাজিকে নিয়ে নানা বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি।

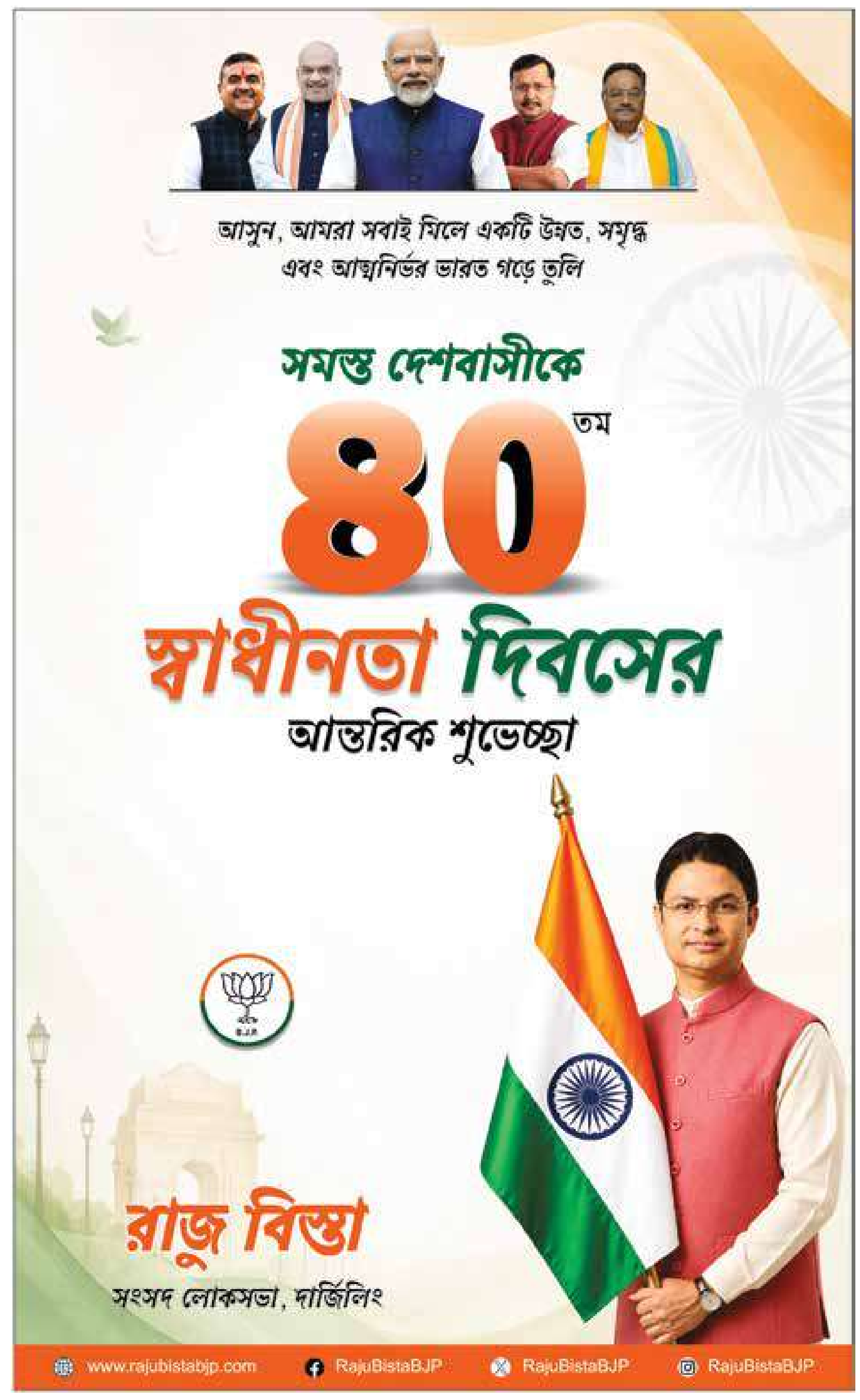

সেজে উঠছে বিভিন্ন রিসর্ট। লাটাগুড়িতে।

পুজোয় ১২ দিনের সরকারি ছুটি

পর্যটকের অপেক্ষায় ডুয়ার্স

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : টানা ১২ দিন সরকারি ছুটি। ফলে, এবার পুজোয় উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞরা। শেষবার ২০২৩ সালে এমনই টানা ১২ দিনের সরকারি পুজোর ছুটি ছিল রাজ্যে। করোনা অতিমারির মার কাটিয়ে সেবার দেদার ব্যবসা হয়েছিল। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সে উপচে পড়েছিল ভ্রমণপ্রিয়দের ভিড়। এবছরও তার পুনরাবৃত্তির সব রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এখনও অবশ্য সেভাবে পুজোর বুকিং শুরু হয়নি। ইতিমধ্যে পর্যটকদের মধ্যে ডুয়ার্স ঘিরে আগ্রহের ছবি স্পষ্ট। ট্যুর অপারেটর, রিসর্ট সংগঠন ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতিদিন খোঁজ করে আসছে ফোন। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে-র বক্তব্য, 'ডুয়ার্সের পাশাপাশি পাহাড় নিয়েও পর্যটকদের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে। তবে, জঙ্গল খোলার সময়টা পুজোর মরশুমের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় ডুয়ার্স বাড়তি সুবিধা পেতে পারে।'

এদিকে, পুজোর দিনগুলোর জন্য এখনও ট্রেনের টিকিট কাটা যাচ্ছে না। সাধারণত ৬০ দিন আগে থেকে অনলাইনে রিজার্ভড টিকিট কাটার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে, এখনও দুই-তিনদিন রয়েছে হাতে। ব্যবসায়ীদের আশা, পুজোর সময়কার রেলের টিকিট কাটা শুরু হলেই ডুয়ার্সের হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টেগুলিতে বুকিং বাড়তে শুরু করবে। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'অন্য বছরের তুলনায় এবার পর্যটকদের মধ্যে ডুয়ার্স নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। পুজোর আগে রেল স্পেশাল ট্রেন দিলে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।'

পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশ জানাচ্ছেন, বিভিন্ন কারণে গত কয়েক বছরে সেভাবে লাভের মুখ দেখেনি ডুয়ার্স। পর্যটকদের সংখ্যায় অনেকটা ভাটা পড়েছে। আর সরাসরি তার প্রভাব পড়েছে লাটাগুড়ি, মূর্তি, চালসা, মালবাজার সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে। তাই এবছরে পুজোর ছুটিকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছেন অনেকেই। দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্সমুখী হবেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রাজাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও বুকিং শুরু হয়নি। তবে পর্যটকদের প্রচুর এনকোয়ারি রয়েছে।'

টিকিট হাতে পাওয়ার পরই পর্যটকদের একটা বড় অংশ থাকার জায়গা চূড়ান্ত করেন। তাই এখনই হোটেল-রিসর্ট বুকিংয়ের চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, পর্যটকদের স্বাগত জানাতে এখন বিভিন্ন রিসর্ট ও হোমস্টে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। পরিষেবা আরও উন্নত করা এবং পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছে জোরকদমে। একইসঙ্গে পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ নিয়েও পরিকল্পনা করছেন অপারেটররা। শুধু বেসরকারি রিসর্ট নয়, সরকারি বনবাংলোও পর্যটকদের উপযুক্ত করে তোলার তোড়জোড় চলছে। বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বিভিন্ন বনবাংলোর পরিকাঠামো ও পরিষেবা যাতে পর্যটকদের উপযোগী করে তোলা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5018603_1. Bid Submission end Date: 31.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division
ICA-T15304(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Siliguri Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. invites e-Tender for the following work-- "Supply Installation Testing and Commissioning of DMX console for stage light of Dinabandhu Mancha, Siliguri." eNIT No.- WBPWD/AE/SESD-I/e-NIT-01 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018596_1. Bid submission start date(online): 13/08/2026 from 06:00 P.M. Bid submission closing date(online): 22/08/2026 upto 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte. Siliguri Electrical Sub-Division-I.
ICA-T15298(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate, invites online e-NIQ for the work of "Supply of 1(One) No Good condition Motor Cab with commercial permit with driveron per day hire as and when necessary and purely on temporary basis for official duty of the Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W (Roads) Directorate, Malda." of e-NIQ No.- 02/2026-27/AE/GHSD/PW(R)D (2nd Call). Tender ID: 2026_WBPWD_5018570_1. Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 19.08.2026 up to 2:00 P.M. Time of Opening of the Bid Doc. 21.08.2026 at 02:30 P.M. (online). Details of e-N.I.Q and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, GHSD, PWRD, GOVT OF W.B.
ICA-T15277(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Construction for Upgradation of Mirik Hospital from 30 to 100 bedded SD hospital, Darjeeling - SITC of Fire Detection System." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 39 of 2026-27, Estimated amount Rs. 22,71,295/- Tender ID: 2026_WBPWD_ 5018551_1. Bid Submission start date (Online): 14.08.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 01.09.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division
ICA-T15272(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Following E-tender has been invited by the concerned TIA under the Directorate of Fisheries, WB: Establishment / Districts : Office of the Assistant Director of Fisheries, Alipurduar. Name of Work/Schemes : Supply of fingerlings of Indian Major Carps and lime. NIT No. WBDOF/ADF/APD/eNIT01(2nd Call)/2026-27. Bid Submission Start Date: 14-08-2026, Bid Submission End Date: 21-08-2026. Other details may also be seen at https://wbtenders.gov.in Sd/- Director of Fisheries, West Bengal
ICA-T15261(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

Jalpaiguri Government Engineering College invites e-Tenders for the **Supply of Library Books. Tender Reference No.:** JGEC/NIT/BOOKS/03/2026-27. Dated : 29.07.2026. **Bid Period :** 16 days. **Date & Time of Tender Initiation :** 15.08.2026 at 11:00 Hrs. **Last Date & Time of Bid Submission :** 31.08.2026 at 14:00 Hrs. **Tender documents are available at : https://wbtenders.gov.in** Institute website: **https://www.jgec.ac.in** Corrigendum (if any) : Not Applicable. Principal Jalpaiguri Government Engineering College.
ICA-T15315(3)/2026

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের উদ্দেশে জানানো যাইতেছে যে, জেলা ও থানা মালদহের অধীন ইটাপাঝা মৌজার জে.এল. নং - ৭১, এল.আর. দাগ নং - ৭, ৬/১৬৯ ও ১/১৬৮, রকম - আরকান্দর, ডাঙ্গা, কান্দর, মোট পরিমাণ - ১৯.৮৪৯১ শতক যাহা পূর্বে শ্রী রাজকুমার শর্মা ও শ্রী রাধিকা মন্ডল এর নামীয় সম্পত্তি ছিল। তৎপর উপরোক্ত শ্রী রাজকুমার শর্মা ও শ্রী রাধিকা মন্ডল মহাশয় সম্পত্তি ভোগদখলীকার থাকাকালীন গত ইংরেজি ১১/০৪/২০২৩ তারিখে মালদহ এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রীকৃত ৪৩২১ নং আমমোক্তার নামা দলিলমূলে শ্রী নিরোজ মন্ডল ও শ্রী চন্দন কুমা শর্মা মহাশয়দ্বয়কে তাহার পক্ষে সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়া আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তৎপর উপরোক্ত শ্রী নিরোজ মন্ডল সম্পত্তি ভোগদখলীকার থাকাকালীন গত ইংরেজি ২৭/০৪/২০২৩ তারিখে মালদহ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪৮৯৪ নং খোষ কবালামূলে আমার মক্কেল শ্রী শংকর চন্দ্র রায়কে বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করেন। উপরোক্ত শ্রী শংকর চন্দ্র রায় মহাশয় আমার মক্কেল হইতেছেন, তিনি নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামার বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও., ওল্ড মালদহ নিকট লিখিত আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোনও আপত্তি ও দাবি বিবেচিত হইবে না এবং আমার মক্কেল তাহার প্রার্থনা মতো উপরোক্ত সম্পত্তি নিজ নামে বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও.-তে নথিভুক্ত করাইতে পারিবেন।

SOURADIP DAS
Advocate, Malda
Enrollment No. -
F/129/476/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT-10 of 2026-27 EE/NMD-II
Ref: Tender Id- 2026_PHED_1037872_1 to_4

Sealed NIeT in WBF NO 2911 are invited by EE/NMD-II, P.H.E. Dte for Hiring of Vehicles. The detail of work will be available at website **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbphed.gov.in** The last date of closing of tender on 07.09.2026 up to 17:00 P.M. Sd/- EE/NMD-II, P.H.E. Dte.
ICA-T15240(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

e-NIT No – 03 of AE/CHSD of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5018564_1. **A.E., Chanchal Hwy Sub-Divn,** P.W.(R) Dte., invites online e-Tender for the work of Pukuriaferryghat-Kumarganj Road from 4.20 km to 5.50 km & 7.5 to 8.2 km (In stretches) Bituminous Potholes Repairing work & protection work, under Malda Highway Division, in the District of Malda during the year 2026-2027." Bid Submission start date (online) : 14.08.2026 from 10:00 A.M. Bid Submission closing date (online) : 21.08.2026 upto 12:00 P.M. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- B. Roy, AE, Chanchal Hwy Sub-Divn, P.W.(R) Directorate.
ICA-T15276(1)/2026

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SADAR BLOCK JALPAIGURI

NIT NO. WB/JAL/SADAR/B.D.O/ 04 /26-27, DATED: 11-08-2026 invited by the undersigned for 03 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 12-08-2026 Time: 18.00 Hour To: 26-08-2026 Time: 14.00 Hours. Please visit on Website: www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE

EE, Cob Hwy. Divn, P.W.(Roads) Dte. invites online e tender for the work of - 1) Emergent Pothole Repairing Work from 6.50 km to 9.30 km (in stretches) of Dewanhat Balarampur Road under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 11(E)of 2026-27, (Sl. No. 1), Estimated Amount: Rs. 25,88,041.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5018528_1. 2) Emergent Pothole Repairing Work on Sonapur Pundibari road from 1.00 km to 3.00 km in stretches under Cooch Behar Highway Division in district of Cooch Behar. NIT No. 11(E)of 2026-27, (Sl. No. 2), Estimated Amount: Rs. 25,28,719.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5018528_2. Bid submission Start date (online): 15/08/2026 from 9.00 A.M. Bid submission closing date (online): 28/08/2026 upto 05.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar
ICA-T15287(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD (ROADS) TENDER NOTICE

The Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for six nos. works. 1. Alternative route to Balurghat from Malda from 0.00 kmp to 2.00 kmp (in stretches), Potholes repairing work by MC-800 Cut Back bitumen under Malda Highway Division in the District of Malda. Tender ID: 2026_WBPWD_5018540_1. 2. Bamongola Habibpur Road from 3+9650 km to 4+00 km (Right Side) Construction of R.C.C Surface drain & from 1+50 km to 3+9650 km (both side) Construction of unlined surface drain under Malda Highway Division in the District of Malda. Tender ID: 2026_WBPWD_5018540_2. 3. Mirzapur Bansihari Road from 3.00 kmp to 7.00 kmp (in stretches), Potholes repairing work under Malda Highway Division in the District of Malda. Tender ID: 2026_WBPWD_5018540_3. 4. Estimate for Repairing of Gazole Beldangi Road from ch. 0.00 km to 5.600 km in stretches (except 0.00 to 0.250 Km & 4.200 Km to 4.400 Km) of Gazole Highway Sub-Division under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: Tender ID: 2026_WBPWD_5018540_4. 5. Estimate for repairing of Agampur Ranigunj Road (From ch. 3.00 km to 8.300 km in stretches) of Gazole Highway Sub-Division under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: Tender ID: 2026_WBPWD_5018540_5. 6. Estimate for repairing of Eklakhi Rashikpur Road (From ch. 0.00 km to 8.540 km in stretches) of Gazole Highway Sub-Division under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: Tender ID: 2026_WBPWD_5018540_6. e-NIT No. 04 of 2026-27 of EE, MHD Bid submission start date (online): 13.08.2026 from 6.55 P.M. Bid submission closing date (online): 25.08.2026 up to 2.00 P.M for Sl. No. 1 & 2. 31.08.2026 up to 2.00 P.M for Sl. No. 3, 4, 5 & 6. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.wb.gov.in Sd/-S.Paul. Executive Engineer, Malda Highway Division P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T15267(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 06 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: 1. Emergent Rain Damage Repairing of potholes and patch Repairing of Chopra - Udrail Road from 1.00 km to 2.00 km & 3.00 km to 5.85 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5018560_1. Estimated Amount: Rs. 8,86,957.00 2. Emergent Rain Damage Repairing of potholes and patch Repairing of Kanki - Goagaon Road from 10.00 km to 13.00 km & 23.00 km to 27.00 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5018560_2. Estimated Amount: Rs. 7,54,890.00 3. Emergent Rain Damage Repairing of potholes and patch Repairing of Kamalabari Kachimoha Road from 7.50 km to 11.00 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5018560_3. Estimated Amount: Rs. 6,43,744.00 Bid Submission start date (online) on 18.08.2026 from 10.00 AM Closing date of Bid Submission on 24.08.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website-http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate.
ICA-T15270(3)/2026

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ১১-০৮-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/বারসোই জংশন -এর অধীনে বারসোই জংশন-কুমেদপুর-এর মাঝে কিমি ১৫২/১-২-এ লেভেল ক্রসিং এনসি-৬০ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৬,৩৪,৯৫,৫৯০.৭১/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ১২,৯৯,৯০০/- টাকা; **টেন্ডার নম্বর ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ওল্ড মালদা-এর অধীনে একলাখী-বালুরঘাট-এর মাঝে কিমি ৫০/৩-৪-এ লেভেল ক্রসিং নং ইবি-৩৪ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৬,০১,৪২,৫৫৯.৫৭/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ১২,০২,৯০০/- টাকা; **টেন্ডার নম্বর ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ওল্ড মালদা-এর অধীনে একলাখী-বালুরঘাট-এর মাঝে কিমি ২৬/৪-৫ -এ লেভেল ক্রসিং নং ইবি-১৮ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৬,০২,৩৭,১৫৩.৯৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ১২,০৪,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার নম্বর ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ওল্ড মালদা-এর অধীনে একলাখী-বালুরঘাট-এর মাঝে কিমি ১৯/৬-৭ -এ লেভেল ক্রসিং নং ইবি-১৩ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,৯০,৫০,২৮৪.৫৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ১১,৮১,০০০/- টাকা; **টেন্ডার নম্বর ৫; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ওল্ড মালদা-এর অধীনে একলাখী-বালুরঘাট-এর মাঝে কিমি ২৩/৩-৪ -এ লেভেল ক্রসিং নং ইবি-১৬ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,৮৩,১৫,৬২৮.১৫/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ১১,৬৬,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৯-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ভরিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

MALDA ZILLA PARISHAD
32 N.S. Road, Malda-732101

ABRIDGED NOTICE INVITING
NIQ No :03 of MZP/2026-27

On behalf of Malda Zilla Parishad, Tenders are hereby invited by the u/s for forteen **Nos. of works in tender.**

Last date for submission of Tender is 21.8.2026 (upto 2.00 P.M.)

For details of the tender pl. contact office notice board & log on to: www.malda.gov.in or www.wbtenders.gov.in.

Sd/- (Arijit Sarkar)
District Engineer (ZP)
Memo No :558/DICO/MLD.
dt 14-08-2026

ক্যান্টিন সেবার হেতু ঠিকা প্রদান

জিইএম ডাক নং. জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৯৯৫৭৭ তারিখঃ ১০-০৮-২০২৬। **কাজের নামঃ** ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে "ডিএলএস/মালদা টাউনে ০২ বছর ০১ দিনের জন্য ক্যান্টিন পরিষেবা-শতাংশভিত্তিক মডেল"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সিলবন্ধ জিইএম টেন্ডার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এলওএ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ০২ (দুই) বছর ০১ দিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। কাজটির বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার প্র-পত্রে দেওয়া হয়েছে। **কাজের আনুমানিক রাশিঃ** ১৫,০০,০০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫০,০০০/- **টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৮.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ এতদ্বারা শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশিত হয়েছে। অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৫
এসইকিউ নংঃ এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসডি-৮৭-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস (ডিজিটাল)], **বিবরণঃ** ৫০: ৫০ সময় ভাগাভাগি ভিত্তিতে রেলওয়ে মেসেজ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য শিয়ালদহ নর্থ এন্ট্রি গেটের নিকটে ০১টি ভিডিও ওয়াল সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০৫ বছর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৭.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

(খ) ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৬
এসইকিউ নংঃ এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৭২২০৪-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র), **বিবরণঃ** ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্মস) ব্যবহার করে শিয়ালদহ ডিভিসনে চলাচলকারী প্রতিটি ১২ কোচের তিন ফেজ ইএমইউ রেকের ০৫টি রেকের কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে এবং বাহির দিকের সারফেসে সম্পূর্ণ বডিতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০৩ বছর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

(গ) ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৭
এসইকিউ নংঃ এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-২৩৩৪৬৩-২-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র), **বিবরণঃ** ১৩১৭৩-৭৪/১৩১৭৫-৭৬ (শিয়ালদহ-সাব্রুম/শিলচর কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস)-এর ০১টি রেকের (০৪টি রেকের মধ্যে) কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে এবং বাহির দিকে (সম্পূর্ণ বডি) ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও-স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০৩ বছর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

(ঘ) ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৮
এসইকিউ নংঃ এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩১১৪৪-৪-২৬-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র), **বিবরণঃ** ১৩১১৭/১৮ (কলকাতা-লালগোলা ধন ধান্যো এক্সপ্রেস)-এর ০১টি রেকের কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে এবং বাহির দিকে (সম্পূর্ণ বডি) ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও-স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **এসইকিউ নংঃ এবি/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭৮-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)], **বিবরণঃ** প্রফুল্ল দ্বার, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের পিলার এবং ক্যান্টিলিভার বিমে নির্দিষ্ট স্থানে স্ট্যাটিক ব্যাকলিট বিজ্ঞাপন বোর্ডের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০৩ বছর (প্রতিটির জন্য)। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

(ঙ) ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৯
এসইকিউ নংঃ এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭১-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)], **বিবরণঃ** শিয়ালদহ স্টেশন জোন-এ (নর্থ এবং মেন কনকোর্স)-এর স্টেশন পরিসরের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে বাণিজ্যিক স্ট্যাটিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০৫ বছর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-178/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস)-এর নিয়োগ

No. - H/98/RNY/33/[HVS] তারিখ ঃ **11-08-2026**

চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্পেশালিস্ট চার (০৪)টি এইচভিএস ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/নিউ বঙাইগাঁও [০১-ডারমেটোলজিস্ট, ০১- গাইনোকোলজিস্ট, ০১-আই স্পেশালিস্ট এবং ০১-ইএনটি] এবং এক (০১) টি এইচভিএস উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হাসপাতাল/ রঙিয়া (০১- গাইনোকোলজিস্ট) এবং দুই (০২) টি এইচভিএস সাব ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/রাঙ্গাপারা নর্থ (০১- ফিজিশিয়ান ও ০১-আই স্পেশালিস্ট)-এর জন্য আবেদন আহ্বান করেছেন। নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ

১। **শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাঃ-** (ক) বিশেষজ্ঞ- স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টতার পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২। **বয়সঃ-** প্রথম নিয়োগের সময় ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর বয়স হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিয়োগ অব্যাহত থাকলে সর্বোচ্চ বয়সের সীমা হবে ৬৫ বছর।

৩। **পরিশোধ করার জন্য পারিশ্রমিকের বর্তমান হারঃ-**

ক্র.নং.	কর্তব্যের সময়	যে চিকিৎসালয়ের জন্য প্রয়োজন	পারিশ্রমিক	প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ
১	সপ্তাহে ৪ দিন ৪ ঘন্টা প্রতিদিন	ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়/ নিউ বঙাইগাঁও	৬১,০০০/- (প্রতি মাস) (রেলওয়ে বোর্ড পত্র নং. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy/E দিনাংকঃ 22.10.2025 সংশোধিত অনুসারে)	০১- ডারমেটোলজিস্ট ০১- গাইনোকোলজিস্ট ০১- আই স্পেশালিস্ট ০১- ইএনটি
২	সপ্তাহে ৪ দিন ৪ ঘন্টা প্রতিদিন	সাব-ডিভিশনাল চিকিৎসালয়/ রাঙাপাড়া নর্থ		০১- ফিজিশিয়ান ০১- আই স্পেশালিস্ট
৩	সপ্তাহে ৪ দিন ৪ ঘন্টা প্রতিদিন	রেলওয়ে চিকিৎসালয়/রঙিয়া		০১- গাইনাইকোলজিস্ট

৪। **কার্যকালের মেয়াদঃ-** প্রত্যেকবার শুধুমাত্র এক বছরের জন্য প্রস্তাব প্রদান করা হবে। এক বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর, বয়সের সীমা অনুযায়ী বছর ভিত্তিক তা সম্প্রসারণ করা হতে পারে। ৫। রেলওয়ে বোর্ডের এল./নং. ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি তারিখঃ ১৯-০৬-২০১৮ অনুযায়ী বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন, এন. এফ. রেলওয়ে কামরূপ (আর)-৭৮১৩৫৪ (অসম) -এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **www.nfr.indianrailways.gov.in** → **General Info** → **Departments** → **Personnel** → **Notice Board** ওয়েবসাইটেও বিশদ নথি পাওয়া যাবে। রেলওয়ে বোর্ড /উর্ধতম কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারী করা যেকোনো শর্ত ও নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে। ৬। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সময় অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত চিকিৎসকদের জ্ঞাপন করা হবে। ৭। ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, পাসপোর্ট আকারের ফটো ও এমবিবিএস প্রমাণপত্র, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির প্রমাণপত্র, পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি প্রমাণপত্র (যেখানে প্রযোজ্য হবে), রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অতিরিক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নথিপত্র, প্যান কার্ড, ইমেল আইডি ও ফোন নম্বরের স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি সহ আবেদন নীচের ঠিকানায় জমা করা যাবে। ৮। **যোগাযোগের ঠিকানাঃ-** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন, এন. এফ. রেলওয়ে, কামরূপ (আর)-৭৮১৩৫৪, (অসম)। ৯। **আবেদন প্রাপ্তির অন্তিম তারিখ ঃ** ১০-০৯-২০২৬ -এ দুপুর ০১.০০ টা।

চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যক্তিগত

আমি পবন লামা, কালচিনি সহযোগ ফাউন্ডেশনের সচিব, রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং বরাবরের মতোই আমার এনজিওর মাধ্যমে আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের সেবা করে যাব। (C/123420)

ব্যবসা/বাণিজ্য

মাত্র ₹৫০,০০০ -এ নিজের ব্যবসা শুরু করুন। Classic Dairy-এর অগ্রাধিকার অংশীদার হন। উত্তরবঙ্গের সেরা মানের ঘি, পনিরের ব্যবসা। প্রয়োজন ন্যূনতম ১০০ বর্গফুট বাণিজ্যিক জায়গা। প্রতি এলাকায় মাত্র ১জন। সীমিত সুযোগ। আজই যোগাযোগ করুন : 9064279463. (C/113881)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mana Sarkar Ghosh বিগত 14-8-2026 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে মণো মজুমদার হইতে Mana Sarkar Ghosh রূপে পরিচিত হইলাম। (C/123115)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Roof treatment with some repairing works at Malda Collectorate Building, Malda under Malda Division, P.W.D. Tender ID: 2026_WBPWD_5018550_1. Estimated Amount: Rs. 17,05,723.00 e-NIT No. 12 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 18/08/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 01/09/2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-Kushan Sikder. Executive Engineer, PWD Malda Division, Malda.
ICA-T15268(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Repair and improvement of Malda - Manikchak - Ratua - Samsi road (SH-10) chainage 18.90 Km to 20.10 Km, 25.00 Km to 26.70 Km, 31.00 Km to 31.5 Km, 35.00 Km to 37.00 Km, 39.30 Km to 39.90 Km, 41.70 Km to 42.00 Km by repairing potholes, premix surfacing and seal coat at different stretches in the district of Malda under Malda Division, PWD. Tender ID: 2026_WBPWD_5018696_1, Estimated Amount: Rs. 18,58,931.00, e-NIT No. 13 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 18/08/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online): 01/09/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda.
ICA-T15353(3)/2026

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 9635658503. (C/122975)

●

মার্কেটিং, প্যাকিং এ কাজের লোক চাই, বেতন 4000-12000, সাইকেল/স্কুটি লাগবে, মো: 94343-69512. (C/122976)

●

বাগডোগরায় অবস্থিত Retail Medicine দোকানের জন্য ছেলে চাই। 9609682966. (C/123414)

●

Urgent Job Vacancy, Post : Clerical Department (MIS) Learner. Place : Rungamuttee Tea Estate, Mal Block. Qualification : Graduate, Skills : Knowledge of Payroll, PF with good Computer Skills (MS Office) Experience : Minimum 2-3 years. Apply on : rungamuttee.estate@amalgamated.in, Last Date of Application : 24th August - 2026 (C/123416)

জ্যোতিষী

কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122975)

স্পোকেন ইংলিশ

স্বচর্চায় স্বচ্ছন্দে স্পোকেন ইংলিশ। দ্রুত শেখার বিস্ময়কর সহজ পদ্ধতি। হোয়াটসঅ্যাপ : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/122976)

কিডনি চাই

(B+ কিডনি চাই) (40 থেকে 50 বয়সের মধ্যে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে) Ph. No- (9474959679) শিলিগুড়ি জংশন, ওয়ার্ড নং 47. (C/123419)

●

কিডনি চাই A⁺, O⁺, বয়স 30-40 ID ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. 7439962789. (C/123415)

●

O⁺এবং B⁺ কিডনি দাতা চাই। বয়স 28 থেকে 40 এর মধ্যে। ID সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No= 6289865515. (C/123415)

আজ টিভিতে

৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন সকাল ৬.২৫ দূরদর্শনের সবক'টি চ্যানেলে

দেবের দাদাগিরির মঞ্চে আজ স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ পর্ব। রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ ডিজে, দুপুর ১২.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.০০ কেজিএফ-চ্যাপ্টার ওয়ান, সন্ধে ৭.১৫ রাবণ, রাত ১০.১৫ টাইগার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ সত্যমেব জয়তে, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.৩০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ রক্তবীজ-টু, দুপুর ১২.০০ আক্রোশ, ২.৩০ প্রধান, বিকেল ৫.৩০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, রাত ৮.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, ১১.৩০ প্যান্থার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবার আসবো ফিরে

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১১ মুজরিম, বিকেল ৩.২৯ তলাশ-দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.৫৯ জিত, রাত ১০.৩০ দিল পরদেশি হো গয়া

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.১৮ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস-দ্য ফরগটেন হিরো, দুপুর ১.৫৯ সত্যমেব জয়তে-টু, বিকেল ৪.৫২ নমস্তে লণ্ডন, সন্ধে ৭.৫০ কমান্ডো, রাত ১০.৫৯ ইয়েকিন

গুড মর্নিং আকাশে শতকণ্ঠে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। সকাল ৭.০০ আকাশ আট

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

রক্তবীজ-টু সকাল ৯.০০ জি বাংলা সোনার

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে। পুরোনো কোনও জিনিস বিক্রি করে লাভবান হবেন। বৃষ : আধ্যাত্মিক কাজে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। বহুদিনের দেনা শোধ করে স্বস্তি পাবেন। মিথুন : অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সজাগ থাকুন। কর্কট : ব্যবসা সম্প্রসারণে বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। নিজের বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। সুগারের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। সিংহ : জমি, বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমা পুঁজিতে হাত দিতে হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার জন্য চিন্তা দূর হবে। হাঁটুর সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : আত্মীয়স্বজনদের কোনও কথায় অপমানিত হতে পারেন। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। তুলা : কোনও গোপন জিনিস প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পাবেন। আজ বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : প্রিয়জনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। সঠিক পরিকল্পনার জন্য কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় সামান্য লোকসান হতে পারে। ধনু : ভুল বোঝাবুঝিতে প্রিয়জনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। আইনি পেশার সঙ্গে যুক্তদের শুভ দিন। মকর : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর সহযোগিতায় জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কুম্ভ : পরিবারের কারও শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোনও পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। মীন : বহুজাতিক কোম্পানিতে লোভনীয় বেতনের চাকরি পেতে পারেন। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় সাফল্য পাবেন এবং সম্মানিত হবেন। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ২৪ শ্রাবণ, ১৫ অগাস্ট ২০২৬, ২৯ শাওন, সংবৎ ৩ শ্রাবণ সুদি, ১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৬, অঃ ৬।৮। শনিবার, তৃতীয়া রাত্রি ৭।৩৪। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৬।৩৫। শিবযোগ দিবা ১০।৫৪। তৈতিলকরণ দিবা ৮।৩ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৩৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৬।৩৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৩৪ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৬।৩৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৭।৩৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৫৩ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩২ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম-দিবা ৬।৫৩ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩২ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। স্বাধীনতা দিবস (৮০তম)। ঋষি অরবিন্দ ও কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩১ গতে ১২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৪ গতে ১০।৩০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তিন বছরে কাজ শেষের লক্ষ্য সেবকে

ছয় লেনের বিকল্প সেতুর টেন্ডার

লক্ষ্য সমতলের সঙ্গে ডুয়ার্সের সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ করা। সেই উদ্যোগে এবার সেবকে করোনেশন সেতুর বিকল্প হিসাবে ছয় লেনের নতুন সেতু তৈরির জন্য পুনরায় টেন্ডার ডাকা হল।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : সমতলের সঙ্গে ডুয়ার্সের সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ করতে সেবকে করোনেশন সেতুর বিকল্প হিসাবে ছয় লেনের নতুন সেতু তৈরির জন্য পুনরায় টেন্ডার ডাকা হল।

শুক্রবার জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) ওই টেন্ডার ডেকেছে। চার লেনের সেতু তৈরির পুরোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করে এবার ছয় লেনের সেতু নির্মাণ হবে। ১ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এজেন্সি এই টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ করে দ্রুত কাজ শুরু করতে চায় সরকার, এমনটাই দাবি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের। তাঁর বক্তব্য, 'বিকল্প সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। তৈরি সম্পন্ন হলে শুধু ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগ উন্নত হবে তাই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগও আরও সহজ হবে।'

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪১ সালে ডুয়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে সেবকে তিস্তা নদীর ওপরে করোনেশন সেতু তৈরি হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের চাপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়েছে। যার ফলে দুর্বল হয়েছে সেতুটি। ২০১১ সালে তাতে ফাটল ধরা পড়ে। এরপর থেকেই করোনেশন সেতু হয়ে ১০ টন বা তার বেশি ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেসময় থেকেই সেবকে করোনেশনের বিকল্প সেতু তৈরির দাবি জোরালো হয়। অনেক আন্দোলনও হয়েছে। অবশেষে দার্জিলিংয়ের সাংসদের উদ্যোগে কেন্দ্র সেবকে দ্বিতীয় সেতু তৈরির ছাড়পত্র দেয়।

সেবক করোনেশন সেতু। -ফাইল চিত্র

> **বিকল্প সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। তৈরি সম্পন্ন হলে শুধু ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগ উন্নত হবে তাই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগও আরও সহজ হবে।**
>
> **রাজু বিস্ট**
> সাংসদ, দার্জিলিং

দুই কিলোমিটার ১০০ মিটার লম্বা সেতু এবং চার কিলোমিটার সংযোগকারী রাস্তা চার লেনের তৈরির জন্য গত জানুয়ারি মাসে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু টেন্ডার প্রক্রিয়া চলাকালীনই ১৯ এপ্রিল আচমকা তা বাতিল করে এনএইচএআই। বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ স্ট্যান্ডিং কমিটি সেবকে চার লেনের বদলে ছয় লেনের সেতু তৈরির প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবটি কেন্দ্রের বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। এই কারণে আগের টেন্ডার বাতিল করা হচ্ছে।

প্রায় চার মাসের মাথায় ফের বিকল্প সেতুর টেন্ডার ডাকা হল। ছয় লেনের সেতুটি নির্মাণের জন্য কেন্দ্র ৮৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরে সেতুর কাজ তিন বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্মস-এর সম্পাদক চন্দন রায়ের বক্তব্য, 'এটা আমাদের জন্য আশার খবর। তবে, এর আগেও একাধিকবার টেন্ডার হয়েছে, বাতিলও হয়েছে। আশা করব এবার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পূর্ণ করে কাজ শুরু হবে।'

সুদীপ্ত সরকার।

'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল' সম্মান এসডিপিও সুদীপ্তর

মালবাজার, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, হোমগার্ড, সিভিল ডিফেন্স এবং সংশোধনমূলক পরিষেবার মোট ১০৫৭ জন কর্মীকে বীরত্ব ও পরিষেবা পদক প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকা। আর এই বিশেষ 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল' পদকে ভূষিত হতে চলেছেন মালবাজারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সুদীপ্ত সরকার।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুদীপ্ত শিলিগুড়ি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। ১৯৯৮ সালে সাব-ইনস্পেকটর হিসেবে পুলিশে তাঁর পথচলা শুরু। দীর্ঘ পুলিশ জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন এই দুঁদে পুলিশকর্তা। ২০০৮ সালে পাহাড় ও ডুয়ার্স যখন গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে উত্তাল, সেই কঠিন সময়ে মালবাজার এবং নাগরাকাটার মতো গুরুত্বপূর্ণ থানার দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। কর্মজীবনের বিভিন্ন ধাপ সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে বর্তমানে তিনি মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পদে কর্মরত।

স্বাধীনতা দিবসে এই সম্মানজনক পদক প্রদান করা হবে তাঁকে। এসডিপিও'র এই পদকপ্রাপ্তিতে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া গোটা পুলিশ মহলে। এই বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তিতে সুদীপ্ত বলেন, 'পদকপ্রাপ্তি অবশ্যই এক আলাদা অনুভূতি তৈরি করে। এর ফলে আগামী কর্মজীবনে কাজের দায়িত্ব আরও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৮৯ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩

আশিতে এসে

স্বাধীন ভারতের বয়স ৮০ ছুঁয়ে ফেলল। আট দশকের এই যাত্রা ক্যালেন্ডারের পাতা ওলটানো নয়, বাধা, সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পথচলার দলিল। ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্টের মধ্যরাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে জন্ম নেওয়া ভারত সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়ক ও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকের ধারণা ছিল, বৈচিত্র্যময় ভাষা, সংস্কৃতি ও বহুধা বিভক্ত সমাজব্যবস্থার দেশটি বেশিদিন এক ছাতার তলায় টিকবে না। সংশয় ভুল প্রমাণ করে ভারত বৃহত্তম ও অন্যতম প্রাণবন্ত গণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈদেশিক আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যসংকট এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানপতনের ধাক্কা সামলেও ভৌগোলিক ও সামাজিক অখণ্ডতা বজায় রেখেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি ও বিশ্বরাজনীতিতে সাফল্য, খাদ্যে স্বাবলম্বন, মহাকাশ গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞানে ভারতীয়দের বিশ্বজোড়া আধিপত্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে প্রথম সারিতে ওঠা চোখে পড়ার মতো। বিশ্ব কূটনৈতিক মঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর অবহেলা করা অসম্ভব। আধুনিক পরিকাঠামো, ডিজিটাল বিপ্লব ও প্রযুক্তির প্রসার ভারতকে এক উদীয়মান শক্তি করেছে। কিন্তু শুভক্ষণে শুধু সাফল্যের রোমন্থন করলে সত্যের অপলাপ হবে।

স্বাধীন রাষ্ট্র কতটা এগোল, তার মাপ বহুতল ভবন, দ্রুতগতির অত্যাধুনিক ট্রেন, পরমাণু ক্ষমতা কিংবা জিডিপির চোখধাঁধানো পরিসংখ্যান দিয়ে হয় না। প্রগতিশীল রাষ্ট্রের মূল পরীক্ষা শেষ সারির সাধারণ মানুষের জীবনমানে। অমৃতকাল ও উন্নত ভারতের স্বপ্নের প্রচারের মধ্যেই আর্থিক বৈষম্যের কঙ্কালসার চেহারা নগ্ন। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হওয়া তো দূরের কথা, তা ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতে সিংহভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায় দেশের বিশাল অংশ পুষ্টি, স্কুল শিক্ষা ও মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ন্যূনতম অধিকার পেতে লড়ছে। জেন আলফারা বেহাল স্কুল শিক্ষা ও শিক্ষা পরিকাঠামোর অধিকার আদায়ে রাস্তায় নেমেছে। আট দশক পরও স্কুলে যাওয়ার পাকা রাস্তার দাবিতে কচিকাঁচাদের আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। নিট সহ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা দুর্নীতি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এই ব্যর্থতা লুকোনোর জায়গা নেই।

রুজিরুটির প্রশ্নও চরম আকার ধারণ করছে। আট দশক পরও বেকারত্ব জাঁতাকলের মতো বিশেষ করে তরুণ সমাজকে পিষে মারছে। ডিগ্রি হাতে যোগ্য কাজের অভাবে ঘোরা কিংবা নামমাত্র বেতনে বেঁচে থাকার তাগিদে অসংগঠিত ক্ষেত্রে অমানবিক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হওয়া অবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশের ঢোল পেটানো নির্মম পরিহাস। কৃষকদের মাথার ওপর ঋণের বোঝা বাড়ছে বই কমছে না। প্রকট হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এবং সামাজিক ঐক্যের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। এসআইআর-এর নামে মানুষের ভোটাধিকার যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে। বাকস্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিও প্রশ্নের মুখে। ভিন্নমত দমন, সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতাকে দেশ বিরোধিতা হিসেবে দেখার বিপজ্জনক প্রবণতা এবং মেরুকরণের রাজনীতি দেশের সামাজিক বুনন দুর্বল করছে।

নাগরিকের সুরক্ষার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় তৈরি হলে গণতন্ত্রের মূল কাণ্ডই নড়ে ওঠে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অখণ্ডতার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই স্বাধীনতা দিবস শুধু উদযাপন করলেই হবে না, স্বাধীনতার গুরুত্ব নিয়ে গভীর ও কঠোর আত্মপর্যালোচনাও প্রয়োজন। অতীত ও বর্তমানের ভুল এবং ব্যর্থতাগুলিকে আড়াল কিংবা অস্বীকার করলে সমস্যার সমাধান হবে না।

যেদিন দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে স্বাধীনতার অর্থ কেবল রাজনৈতিক সীমানার সুরক্ষা না হয়ে পেটের ভাত, মাথায় ছাদ, নিরাপদ কর্মসংস্থান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা হবে, সেদিনই এই আট দশকের দীর্ঘ লড়াই ও আত্মত্যাগ সার্থক হবে এবং ঐতিহাসিক স্বাধীনতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

রঙের সার্কাসে রিংমাস্টারের ‘রুদ্র’ লীলা

তেরঙা ওড়ানোর দিন অন্য রঙের কারবার। কলকাতায় অ্যাকাডেমির একটি ঘরের রং পালটাল তিনবার। শেষবার নামলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আপনার সন্তানের পেন্সিল বক্সে রং পেন্সিলের সংখ্যা ঠিক ক’টা?

কোথায় স্বাধীনতা দিবসে তেরঙা নিয়ে লেখালেখি করব, তা না, লিখতে হচ্ছে অন্য তিন রং নিয়ে!

ওই রং পেন্সিলের কথা জানা থাকলে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। অনেকদিন তিনি নেটে আমাদের ছড়া শোনাননি। ওঁকেই বিদ্রুপাত্মক ছড়া শোনাচ্ছেন নেটিজেনরা। রুদ্রনীল, না-না। রুদ্রগেরুয়া একটা পালটা ছড়া শোনাবেন বহুদিন পর। রুদ্রনীল নামটাই না পালটে ফেলেন তিনি।

স্কুলে সিক্স-সেভেনের আঁকা প্রতিযোগিতায় যারা কোনওদিন সান্ত্বনা পুরস্কারও পায়নি, এখন তারা রাজনীতির মঞ্চে নেমে ক্যানভাস ভরিয়ে দিচ্ছে। রং সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একেবারে। তুলি হাতে সবাই এখন এক একজন প্রখ্যাত শিল্পী। কারও পছন্দ গেরুয়া। কারও আবার নীল-সাদা। মাঝখান থেকে দেওয়ালের চুনকাম বেচারা থরথর করে কাঁপছে।

কলকাতা শহরের আবহাওয়া এমনিতেই বেশ আর্দ্র। কিন্তু সেই আর্দ্রতার মধ্যে এখন উড়ছে রং-তুলির গন্ধ। সমস্যা হল, এই তুলিগুলো কোনও ছবির প্রদর্শনীতে যাচ্ছে না। এগুলো সোজা গিয়ে ঠেকছে দেওয়ালের গায়ে। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের একটা ছোট্ট ঘর। ঘরটা সুবিশাল কোনও রাজপ্রাসাদ নয়। স্রেফ একটা সাধারণ ঘর। কিন্তু সেখানেই চলছে মহাকাব্যিক রঙের মহাযুদ্ধ।

প্রথমে বিজেপি সমর্থকরা এলেন। তাঁদের মনে হল, ঘরের দেওয়ালটা বড্ড ফ্যাকাশে। মেটে। একপোচ গেরুয়া লেপে না দিলে ঠিক ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা হয় না। ব্যাস, অমনি রং মেরে দেওয়াল একদম সূর্যোদয়ের মতো রাঙিয়ে দেওয়া।

এর পর মাঠে নামলেন সিপিএম সমর্থকরা। লাল রং তখন ক্যাবিনেটে তালাবন্ধ নাকি? লাল না মেরে তাঁরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, গেরুয়ার মোক্ষম জবাব নাকি সাদা। যেন শান্তির বার্তা দিচ্ছেন! বোতল বোতল সাদা রং এনে এক নিমেষে গেরুয়া ঢেকে গেল। প্রাচীর ফিরে পেল তার তথাকথিত ‘নিরপেক্ষ’ ধবধবে চেহারা।

খবর পৌঁছোল অভিনেতা-বিধায়কের কানে। যিনি সিপিএমের লাল গলি পার করে, তৃণমূলের নীল-সাদা অলিন্দ ঘুরে, এখন বিজেপির গেরুয়া পতাকা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রুদ্রনীল ঘোষমশাইয়ের পথচলাটা রোমাঞ্চকর ট্রাভেলগের চেয়ে কম কীসের! অভিনেতা ভালো হতে পারেন, রাজনীতিতে তিনি ধান্দাবাজির সুধা খেতে অভ্যস্ত। আরও বেশি অভ্যস্ত দাদাগিরিতে। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ছুটে এলেন। তাঁকেও তো ফুটেজ খেতে হবে!

তাঁর মতে, সাদা রং নাকি ঘোর অপরাধ! অতএব, আবার বেরোল গেরুয়া বালতি। অভিনেতা বিধায়কের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফায় সেই সাদা আবার ঢেকে গেল গেরুয়ায়। অভিনেতা রুদ্রনীল আর গায়ক ইন্দ্রনীলে ফারাক নেই কোনও। দল বদলানোয় মাস্টার, সুপার জিনিয়াস। সব সময় অনুগামী তৈরিতেও সুপারহিট। অনেক অবাঙালি রুদ্র-কর্মী সেখানে বাংলা থিয়েটার নিয়ে ভাষণ দিলেন। অহো, কত বঙ্গ নাট্যকর্মী। শ্যামানন্দ জালান, চেতনা জালান, ঊষা গাঙ্গুলিরা যদি থাকতেন ওখানে!

এই তো দেখলাম, যেদিন বিধায়ক হলেন রুদ্রনীল, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন রাতারাতি দলবদলিয়া পরিচালক, সুরকার, মিডিয়ার জনা চারেক লোক। ছাড়েনই না রুদ্রনীলকে। ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরপাক খেয়ে ইন্দ্রনীলের গান গিয়েছে, রুদ্রনীলের অভিনয় না মার খায়। হলে বাংলা ছবির ক্ষতি। এঁরা কেউই বুঝলেন না, সব মৌমাছি ভনভন করছে তিনি ক্ষমতায় বলে। ক্ষমতায় না থাকলে কাছের লোকগুলো চোখ উলটে দেবে। জড়ানো গলায় বলবে, আপনি কে! সেই রুদ্র অবধারিত রং বিশেষজ্ঞ হয়েছেন অনুগামীদের কথায়— দাদা আপনিই পারেন! কিন্তু তিনি গেরুয়া ও মেটে রঙের ফারাকই জানেন না।

দু’দিন আগে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অতি বিজেপিদের সতর্ক করেছিলেন রং নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য। রুদ্রনীল সেটাও মানেননি। মনে হবে, থিয়েটার, সিনেমা, সিরিয়াল— সব নাকি তাঁর সম্পত্তি! এতে আর অরূপ-স্বরূপের সঙ্গে ফারাক কোথায়! আর দু’দিন পরে এই লোকগুলো ব্যান কালচার শুরু করে দেবেন তো! রুদ্রনীল গেরুয়া রং করতে এসে সিপিএমকে তেড়ে আক্রমণ করেছেন। একসময় তিনি ওই দলেরই ছায়ায় ছিলেন। তৃণমূলের আমলে তো সরকারি মাইনে, সুযোগসুবিধে নিতেন। এত সক্রিয় হয়ে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, তাঁর মতো অতি-বিজেপি আর কেউ নেই?

ভাবুন একবার অবস্থাটা! দেওয়ালের এক ইঞ্চি জায়গায় কতটা রঙের প্লাস্টার জমা হলে তা ভেঙে পড়ে, সেই নিয়ে পদার্থবিদদের গবেষণা শুরু করা উচিত। এক পক্ষ মারছে গেরুয়া। অন্য পক্ষ ঢালছে সাদা। আবার এসে সেখানে দেওয়াল হচ্ছে গেরুয়া। রুদ্রর রাজনীতিতে রং বদলের খেলা যেমন ক্ষমার অযোগ্য, তেমনই হাসির খোরাক অ্যাকাডেমির একটা ছোট্ট ঘরের রং বদলের খেলায় বড় প্লেয়ার হওয়া।

দাদাগিরির এই ডিজিটাল মডেল সত্যিই প্রশংসনীয়। একটা সামান্য ঘর নিয়ে এই যে মহাভারতের যুদ্ধ, একে রাজনৈতিক কৌশল বলবেন নাকি শিশুসুলভ বাহাদুরি বলবেন? না ক্ষমতার স্পৃহা! এটা এত ভয়ংকর যে শিবপুরের রুদ্রনীল টালিগঞ্জে এসে দাদাগিরি করতে চান। তা নিয়ে টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, যাদবপুরের শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের মারাত্মক গোঁসা। হতে পারে। তাঁদের উত্তমকুমার শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটিতে রাখা হয়নি অজ্ঞাত কারণে। কার অঙ্গুলিহেলনে ভাই!

আসলে দল পালটায়। জমানাও পালটায়। কিন্তু দাদাগিরির মূল ধারাটা একই থেকে যায়।

আজকে যারা গেরুয়া নিয়ে চ্যাঁচামেচি করছে, কিছুদিন আগে নীল-সাদা ছিল তাঁদের চোখের শূল। তৃণমূল যখন ক্ষমতায় এল, পুরো শহরকে নীল-সাদা করে দেওয়ার হিড়িক উঠেছিল। নবান্ন থেকে শুরু করে উড়ালপুল, ব্রিজের রেলিং, এমনকি রাস্তার ট্রাফিক পোস্ট— সব নীল-সাদা। নবান্নের সামনের রূপ বদলে গেল। নতুন প্রতীকের মহিমা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

এখন আবার শাসকের নীল-সাদা দেখলে অ্যালার্জি। নীল-সাদা রং নাকি স্রেফ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পছন্দের প্রতীক!

অথচ এই মানুষগুলোর অনেকে বিশ্বকাপের সময় কী অদ্ভুত কাণ্ডটাই না করেছিল! আর্জেন্টিনা যখন বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলছিল, এরা তখন রাত জেগে নীল-সাদা পতাকা ওড়াত। গায়ে নীল-সাদা জার্সি চাপিয়ে রাস্তায় চিৎকার করত। তখন কিন্তু সেই নীল-সাদায় কোনও রাজনীতি থাকত না, কোনও অ্যালার্জি ধরে না। আর্জেন্টিনা জিতলে উল্লাস, কিন্তু শহরের দেওয়ালে নীল-সাদা দেখলে ক্ষোভ! এই বৈপরীত্য সত্যিই চমৎকার।

রং নিয়ে এই ছেলেখেলা এখন এক চূড়ান্ত রসিকতায় পরিণত। রঙে কি কোনও মতাদর্শ থাকে? নাকি একটা রঙের বালতি খালি করলেই কোনও দলের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়?

দেওয়ালগুলো যদি কথা বলতে পারত, তবে বলত, ‘ভাই, তোদের রাজনীতির চক্করে আমাদের চামড়া উঠে গেল! একটু তো রেহাই দে!’

রুদ্রনীলদের মতো নেতারা অবশ্য এই সহজ সত্যটা বুঝবেন না। লাল থেকে নীল-সাদা, নীল-সাদা থেকে গেরুয়া— রঙের মতো পোশাক এবং দল বদলানোর খেলা যাঁদের অভ্যাসে পরিণত, তাঁদের কাছে রঙের রাজনীতিই আসল কথা। আজ এখানে গেরুয়া চড়াবেন, কাল হয়তো হাওয়া বদলালে অন্য কোনও রঙের বালতি হাতে দাঁড়িয়ে পড়বেন।

সমস্যা হল, সাধারণ মানুষের সমস্যা কিন্তু সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। রুটি, রুজি, চাকরি কিংবা রাস্তার গর্ত— সেগুলোর সমাধান কোনও রঙেই হচ্ছে না। তাতে মাথাব্যথা নেই রুদ্রনীলদের। কিন্তু শহরের দেওয়ালে কার রং কতটা গাঢ় হল, তা নিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে।

একদল ভাবছে, গেরুয়া লেপে দিলেই বোধহয় সংস্কৃতি বেঁচে গেল। অন্য দল ভাবছে, সাদা করলেই সব বিশুদ্ধ হয়ে গেল। আর সদ্য বিরোধীদের এক অংশ ভাবছে, নীল-সাদা না থাকলে বুঝি তাদের অস্তিত্বই মুছে যাবে। মীরজাফরদের রং নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

এ যেন একটা মস্ত বড় সার্কাস। আর সেই সার্কাসের রিংমাস্টাররা হাতে চাবুকের বদলে তুলে নিয়েছেন রঙের তুলি আর রঙের বালতি।

কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে কী জন্য এই নাটক? উত্তর একটাই। নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য। ‘আমি এলাম, আমি দেখলাম, আর আমি আমার রঙের পোচ মেরে গেলাম’ —এই হল বর্তমান রাজনীতির মূল মন্ত্র।

সামনে হয়তো আবার কোনও নতুন দল আসবে। তারা এসে বলবে, এই কোনও রংই চলবে না। তারা নিজেদের নতুন পছন্দমতো সবুজ বা বেগুনি রং লেপে দেবে। আর আমাদের বেচারা দেওয়ালগুলো সেই ভার বহন করে যাবে।

রং আসলে চোখের শান্তি দেয়। অবশ্য কলকাতার রাজনীতিতে রং এখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রুচির দুর্ভিক্ষ। রাজনীতি উন্নয়ন ছেড়ে স্রেফ দেওয়াল রাঙানোর প্রতিযোগিতায় নেমে এলে বুঝে নিতে হয়, ধারণক্ষমতা ঠিক কতটা তলানিতে।

পেন্সিল বক্সের সবক’টা রংই সুন্দর। শুধু রাজনৈতিক নেতাদের হাতের বালতিতে পড়লেই তারা বিশ্রী রূপ নেয়। ক্যানভাস তৈরিই আছে। আপনারা কি শুধু রঙের পোচ দেখে হাততালি দেবেন, নাকি এবার শিল্পীদের আসল মুখোশটা খুলে নেওয়ার সাহস দেখাবেন? সিদ্ধান্ত শুধুই দর্শকাসনে বসে থাকা সাধারণ জনতার।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯৭৫

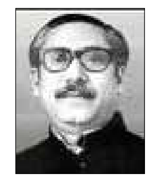

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু আজকের দিনে।

আলোচিত

একে ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত বলে মনে হয়। উনি ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছেন। তবে উনি সিনিয়ার নাগরিক। আইন আইনের পথে চলবে। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৮২টি পোস্ট ডিলিট করা হয়েছে। ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের পদক্ষেপে। মোট ছ’টি এফআইআর হয়েছে।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন বেঙ্গালুরুর এক বৃদ্ধ। নিজের জমি লিখে দিয়েছিলেন তিন মেয়েকে। বাবা মারা যেতে সৎকারের সময় ছেলে একাধিক সাদা কাগজে মৃত বাবার আঙুলের ছাপ নেয় জমি হাতাতে। গুণধর ছেলের কীর্তি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

তেলেঙ্গানার হানামকোন্ডার লেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে ভাসছে নিথর দেহ। তা দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। তড়িঘড়ি পৌঁছোয় পুলিশ। উদ্ধারকারীরা হাত ধরে টেনে তুলতে গেলেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেন ‘লাশ’। জানা গিয়েছে, কাজের পর আরামের খোঁজে এক ব্যক্তি জলে নামেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণের মতো সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

জনমন

জনমত

শিক্ষক আছেন, গুরু কোথায়?

শিক্ষা কেবল তথ্যের সঞ্চয় নয়, মানুষের অন্তর্লোকের জাগরণ ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার এই প্রকৃত উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হচ্ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সমাজের চারিদিকে তাকালে দেখা যায়, উৎসবের আনন্দ শব্দ দূষণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, বিনোদনের নামে চলছে উচ্ছৃঙ্খলতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটছে বিদ্বেষের বিস্তার, তরুণদের মধ্যে বাড়ছে মাদকাসক্তি, আইনকে উপেক্ষা করার প্রবণতা, অন্যকে অসম্মান করা, অপশব্দের বহুল ব্যবহারে নিজেকে ‘কুল’ ভাবা। মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ঘাটতিতেই এই অসুস্থতার জন্ম। যে শিক্ষা মানুষের বিবেক জাগায় না, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা শেখায় না, সে শিক্ষা রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হতে পারে না।

যে শিক্ষা রাষ্ট্র গঠন ও প্রকৃত মানবসম্পদ তৈরির ভিত্তি, তা অনেকাংশেই ন্যস্ত থাকে শিক্ষকের হাতেই। তিনিই প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে একটি প্রজন্মের চিন্তার ভিত নির্মাণ করেন। রাষ্ট্র শুধু পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রকে চায় না, তার প্রয়োজন সৎ প্রশাসক, মানবিক চিকিৎসক, দায়িত্বশীল বিজ্ঞানী, সৃজনশীল ও বিবেকবান নাগরিক এবং দেশ গঠনে নিবেদিতপ্রাণ সৎ নেতৃত্বের। শুধু পাঠ্যসূচি শেষ করার মধ্যে দিয়ে এই মানুষগুলো তৈরি হয় না। তাদের গড়ে তোলার জন্য দরকার এমন এক শিক্ষক, যিনি একদিন গুরুর মর্যাদায় উন্নীত হন। আজ যখন শিক্ষা ক্রমশ নম্বর, চাকরি ও বাজারের চাহিদার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন গুরু-পরম্পরার সেই গভীর মানবিক শিক্ষা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় গুরুর স্থান অনন্য। একজন গুরু শুধু পাঠদান করেন না, মানুষ গড়েন। ‘গুরু’ কোনও পদবি বা উপাধি নয়, এটি অর্জিত মর্যাদা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চরিত্র, ত্যাগ, মানবিকতা এবং শিষ্যের জীবনে আলোর দিশা দেখানোর সাধনার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। ‘শিক্ষক’ জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন। তিনি বোঝার ক্ষমতা তৈরি করেন, প্রশ্ন করতে শেখান, যুক্তিবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। কিন্তু ‘গুরু’ আরও এক ধাপ এগিয়ে। তিনি মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেন, তাঁর শিক্ষা বইয়ের পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে চরিত্র, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ ও জীবনদর্শনে পৌঁছে যায়। তাঁর কাছে শিক্ষা পেশা নয়, সাধনা। একজন প্রকৃত গুরু কখনও নিজের পরিচয় ঘোষণা করেন না; তাঁর শিষ্য, তাঁর কর্ম এবং তাঁর আদর্শই তাঁকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আজকের মূল্যবোধের সংকটে আক্রান্ত সমাজে মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে কেবল তথ্যদাতা শিক্ষক নয়, প্রয়োজন অন্তর্লোক জাগানো গুরুর প্রজ্ঞা ও সাধনা।

ডঃ দুর্লভ শীল, কুমারগঞ্জ

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ক্ষুধার ভাষায় তারুণ্যের অনন্ত বিপ্লব

আজ স্বাধীনতা দিবসেই জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

সাহানুর হক

১৫ অগাস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু এই ঐতিহাসিক তারিখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও যে এই দিনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, তা অনেকেরই অজানা। ১৯২৬ সালের ১৫ অগাস্ট কলকাতার কালীঘাটের মহিম হালদার স্ট্রিটে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কালজয়ী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সমাপতনক্রমে, এ বছর তাঁর জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। মাত্র ২১ বছরেরও কম সময়ের জীবনে তিনি বাংলা কবিতায় এমন এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর নির্মাণ করেছেন, যা আজও তারুণ্য, ক্ষুধা, বৈষম্য ও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

সুকান্তের সাহিত্যিক জীবনের বিকাশ ছিল বিস্ময়করভাবে দ্রুত। কমলা বিদ্যামন্দিরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি বেলেঘাটা দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু বিদ্যালয়ের গণ্ডি তাঁর চিন্তার পরিসরকে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি। অল্প বয়সেই লেখালেখির সূচনা এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে ‘রাখাল ছেলে’ গীতিনাট্য রচনা তাঁর অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। সপ্তম শ্রেণিতে সহপাঠী অরুণাচল বসুর সঙ্গে হাতে লেখা পত্রিকা ‘সপ্তমিকা’ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা আরও সংগঠিত রূপ লাভ করে। সাহিত্যের পাশাপাশি নাটক, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য।

সুকান্তকে শুধু ‘কিশোর কবি’ বলে চিহ্নিত করলে তাঁর সৃষ্টির ব্যাপ্তিকে ছোট করে দেখা হয়। তিনি কৈশোরের আবেগকে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী সুকান্ত শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের কবিসত্তাকে একাত্ম করেছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। তাঁর কাছে কবিতা ছিল শুধু শিল্পচর্চার বিষয় নয়, প্রতিবাদের অস্ত্র, সচেতনতার হাতিয়ার এবং পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখার মাধ্যম। সভা, আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ কবিতাকে বাস্তব জীবনের মাটিতে দাঁড় করিয়েছিল। তাঁর কবিতায় তাই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সামাজিক অসাম্য এত তীব্রভাবে উপস্থিত। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বাংলার দুর্ভিক্ষ তাঁর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

‘ছাড়পত্র’, ‘ঘুম নেই’ ও ‘পূর্বাভাস’-এর মতো রচনায় যে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তা ব্যক্তিগত বেদনার সীমা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত পংক্তি, ‘হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়, এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো’ আসলে কবিতার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ নয়, বরং এক নির্মম বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে অলংকারময় সৌন্দর্য যে অর্থহীন হয়ে ওঠে, তারই শিল্পিত প্রকাশ দেখা যায় তাঁর আরেকটি বহুল উদ্ধৃত পংক্তিতে, ‘পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’। চাঁদের রোমান্টিক সৌন্দর্য এখানে ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে খাদ্যের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কারণেই তাঁর কবিতা শুধু সাহিত্যিক মূল্যেই নয়, সামাজিক দলিল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সুকান্তের সঙ্গে ব্রিটিশ কবি জন কিটসের তুলনাও প্রাসঙ্গিক। দুজনেই অল্প বয়সে অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান ঘটেছে। তবে তাঁদের কবিতার অভিমুখ ছিল ভিন্ন। কিটস যেখানে সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেছেন, সেখানে সুকান্ত ক্ষুধা, শ্রম, সংগ্রাম ও সামাজিক ন্যায়ের বাস্তবতাকে কবিতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের জন্য নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবু তাঁর কবিতার কণ্ঠ কখনও স্তব্ধ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশের যুগেও তিনি নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। আজও যখন পৃথিবীতে ক্ষুধা, বৈষম্য ও বঞ্চনা বিদ্যমান, তখন সুকান্তের কবিতা মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়। তাঁর সৃষ্টি এখনও প্রশ্ন তোলে, প্রতিবাদ শেখায় এবং মানুষের মর্যাদার পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। তিনি আজও বাংলা কবিতায় তারুণ্যের এক অনন্ত বিপ্লবের নাম।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫২৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। প্রশ্ন বা জেরা করা, আদালতে আইনজীবীর যুক্তি পেশ ৩। উপবন বা তৈরি করা বাগান ৫। রাস্তার ধারে জলা জায়গা ৭। মশলার কন্দ প্রাচীনকাল থেকে এখনও ব্যবহৃত হয় ৯। ঘরের মধ্যে ঘর ১১। মৌখিক আস্ফালন, হম্বিতম্বি করা ১৪। পাহাড়ের গুহা ১৫। মাখন বা বাটার।

উপর-নীচ : ১। দেশের চালিকা শক্তি ২। ব্রিটেনের রাজধানী ৩। স্রোতের বিপরীতে ৪। ভেজাল জিনিস ৬। অত্যাচার, বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি ৮। রামায়ণের একটি কাণ্ড ১০। রাজস্থানি যোদ্ধা ১১। চিত্রকর অথবা লেখক ১২। অন্ন ছাড়া ফল দিয়ে আহার ১৩। রাত্রিকালীন রাগ।

সমাধান ■ ৪৫২৩

পাশাপাশি : ১। বকনা ৩। দাবা ৫। মানা ৬। সাকিন ৮। মদত ১০। খড়িকা ১২। বিচার ১৪। গোপা ১৫। যণ্ডা ১৬। তাড়ন।

উপর-নীচ : ১। বদনাম ২। নামাঙ্কিত ৪। বাসুকি ৭। নস্যি ৯। ঢিবি ১০। খড়িপাতা ১১। কালজিন ১৩। চাক্ষুষ।

Great Eastern™
We serve you best
Great Eastern
Cost to Cost
OFFER
LAST 2 Days
FREE
Exclusive Offer from BAJAJ FINANCE
on financing get INSTANT SMART ACCESSORIES
Worth ₹ 9,999
Great Eastern We serve you best
GOLDEN BOX CHALLENGE
*Condition Apply.
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED ₹ 5,990
32 SMART ₹ 10,990
32 QLED TV ₹ 13,990
43 SMART ₹ 17,990
43 Google TV ₹ 22,990
55 Google TV ₹ 29,990
65 Google TV ₹ 46,990
75 QLED TV ₹ 57,990
DJ Speaker 120W
COST PRICE ₹ 9499
SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
185 LTR COST PRICE ₹ 13290
194 LTR COST PRICE ₹ 16990
207 LTR COST PRICE ₹ 18490
238 LTR COST PRICE ₹ 22490
244 LTR COST PRICE ₹ 23990
272 LTR COST PRICE ₹ 28490
308 LTR COST PRICE ₹ 34490
330 LTR COST PRICE ₹ 36490
436 LTR COST PRICE ₹ 45990
472 LTR COST PRICE ₹ 50490
FREE Mixer Grinder (3 Jar)
SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
7 KG COST PRICE ₹ 16490
7.5 KG COST PRICE ₹ 17490
8 KG COST PRICE ₹ 20990
10 KG COST PRICE ₹ 24990
12 KG COST PRICE ₹ 26490
7 KG COST PRICE ₹ 29990
8 KG COST PRICE ₹ 30990
9 KG COST PRICE ₹ 33990
10 KG COST PRICE ₹ 38490
11 KG COST PRICE ₹ 41990
FREE IRON
SIDE BY SIDE REFRIGERATOR
600 LTR COST PRICE ₹ 65990
650 LTR COST PRICE ₹ 71990
FREE Mixer Grinder (3 Jar)
ONIDA Godrej VOLTAS Haier LLOYD Carrier LG HITACHI
IFB BLUE STAR Whirlpool MITSUBISHI ELECTRIC SAMSUNG Panasonic
FREE ELECTRIC KETTLE
1 Ton Inverter ₹ 25990*
1.5 Ton Inverter ₹ 27990*
1.6 Ton Inverter ₹ 31990*
2 Ton Inverter ₹ 36990*
3 Ton Inverter ₹ 53990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 105+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, SHALIMAR, BAGNAN, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, RAGHUNATHGANJ, ASANSOL, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH
email : customercare@greateastern.in
HELPLINE : 033 - 40874444
* IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, SCAN US
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

বিভাজন বিভীষিকা, শুভেন্দুর মুখে মমতা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : পরিবর্তন নিয়ে দলকে সতর্ক করতে গিয়ে মমতাকে দৃষ্টান্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দেশভাগকে কেন্দ্র করে দুই বাংলায় হানাহানির অতীত ইতিহাসকে উসকে দিতে ১৪ অগাস্টকে 'বিভাজন বিভীষিকা' দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। রাজ্যপাল বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদিন বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে রাজ্যপালের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। শুক্রবার কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে উত্তর কলকাতা বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বিগত তৃণমূল জমানার সঙ্গে বর্তমান সরকারের যে ফারাক রয়েছে সে ব্যাপারে দলীয় কর্মীদের সচেতন থাকার কথা বলেন।

রাজ্যে ক্ষমতায় পরিবর্তনের পর তিন মাস যেতে না যেতেই তোলাবাজি, দুর্নীতির মতো অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। শুধু অভিযোগই নয়, জেলায় জেলায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মীকে এই অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। কোনওরকম রাখঢাক না করে দল বাঁচাতে মরিয়া রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিদিনই সতর্ক করে চলেছেন। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে বলেছেন, মানুষ কিন্তু এই দুর্নীতির জন্যই তৃণমূলকে উৎখাত করেছে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের দিকে যখন ডিম থেরাপি চলছিল তার বিরোধিতা করে শমীক বলেছিলেন সতর্ক না হলে এই ডিমের অভিমুখ কিন্তু ঘুরে যেতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তারপরও রাশ টানা যায়নি। দলীয় নেতা ও বিধায়কদের একাংশের আচমকা ক্ষমতা প্রদর্শন নিয়েও শমীক বলেছিলেন, ২০৭-এর দম্ভ নিয়ে আমরা যদি ময়দানে নামি তাহলে ভবিষ্যৎ কিন্তু ভালো নয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু মুখের পরিবর্তন নয়, রঙের পরিবর্তন হলে হবে না, ব্যবস্থারও পরিবর্তন করতে হবে।' এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সামনে এনেছেন ১৬ অগাস্ট তৃণমূলের খেলা হবে দিবসকে। বিগত তৃণমূল জমানায় ১৬ অগাস্ট দিনটি খেলা হবে দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পূর্বসূরিকে খোঁচা দিয়ে বলেন, '১৬ অগাস্ট গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে। ওপারে নোয়াখালি আর এপারে কলকাতা। দুই বঙ্গে এই দিন কোনও আনন্দ, খুশির উদযাপনের দিন নয়। কিন্তু বিগত সরকার সেই বিভীষিকাময় ইতিহাসকে আড়াল করতে কৌশল নিয়েছিল। খেলা হবে দিবস সেই কৌশল।' সেই সূত্রেই দলীয় কর্মীদের সতর্ক করতে গিয়ে তৃণমূলের পরিণতির কথা মনে করিয়েছেন। কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'অতীতকে ভুলে গেলে ভবিষ্যৎ ভালো হতে পারে না। যেমন হয়েছে এখন পিসি-ভাইপোর। ছত্রভঙ্গ অবস্থা।'

বিগত সরকারের খেলা হবে দিবসের পরিবর্তে এবার বিজেপির সরকার এই দিনটিকে আয়ুষ্মান দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটাই পরিবর্তন। ওরা ওই দুঃখের দিনে ফুটবল নিয়ে লোফালুফি করেছে। আমরা ওই দিন আয়ুষ্মান দিবসের মাধ্যমে মানুষের শতায়ু কামনা করব।' গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর ত্রাতা হিসেবে উঠে আসা গোপাল মুখোপাধ্যায় বা গোপাল পাঁঠার ভূমিকাকে স্মরণীয় করে রাখতে সরকারি উদ্যোগে তাঁর মূর্তি নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার রাজ্যের ৪ হাজার জায়গায় রাখিবন্ধন উৎসব পালন করবে সরকার। রাখিবন্ধনকে দেশপ্রেম বন্ধন হিসেবে উদযাপনের জন্য এদিন আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনগণনা মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : সরকারি স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন শিকেয় তুলে গণহারে শিক্ষকদের জনগণনার কাজে নামানো নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। একসঙ্গে দুটি দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে শিক্ষকরা হয়রানি নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রায়। গণহারে নির্দেশ না চাপিয়ে পর্যায়ক্রমে কাজ করার বিষয়ে রাজ্যকে ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছে আদালত।

এদিন শুনানিতে বিচারপতির প্রশ্ন, 'স্কুল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নিশ্চয়ই শিক্ষকরা কাজ পাচ্ছেন না? দিনে প্রায় ৪০ কিলোমিটার যাতায়াত করে কীভাবে একজন শিক্ষক একইসঙ্গে দুটি দায়িত্ব সামলাবেন? কখন তিনি ক্লাসে পড়াবেন, আর কখন জনগণনার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবেন?'

রাজ্য দাবি করে, জনগণনা একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং অন্যান্য রাজ্যেও শিক্ষকরা এই কাজ করছেন। প্রয়োজনে ছুটির দিনেও শিক্ষকরা কাজ করতে পারেন। রাজ্যের এই যুক্তিতে উষ্মা প্রকাশ করে বিচারপতি কৃষ্ণ রায় বলেন, 'ছুটির দিনে কাজের যুক্তি দিলে আমিও প্রধান বিচারপতির কাছে অনুমতি চেয়ে নেব, যাতে শনি ও রবিবারও আদালত চালু রাখা যায়! কারণ এখানেও হাজার হাজার মামলা জমে রয়েছে।' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ 'প্রশাসন যদি শিক্ষকদের সেবাই নিতে এতটাই আগ্রহী হয়, তবে যাঁদের বাড়ি স্কুলের কাছাকাছি, অন্তত তাঁদের চিহ্নিত করে দায়িত্ব দেওয়া হোক।' হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, শিক্ষকদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব, সম্পর্কিত সমস্ত নথি কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের কাছে জমা দিতে হবে।

অতিরিক্ত ডোজেই মৃত্যু

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : এনআরএস হাসপাতালের নার্স রূপালি বর্মনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর নেপথ্যে অতিরিক্ত মাত্রার সিডেটিভ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তেমন ইঙ্গিত। ড্রাগের প্রভাবে আকস্মিক অক্সিজেনের ঘাটতিতে তাঁর চোখের অংশ সাদা এবং জিভ ও নখ নীলচে হয়ে যায়। একের পর এক অঙ্গ বিকল হতে শুরু করায় শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় রূপালির। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা এবং সহকর্মীদের বয়ান নিচ্ছে পুলিশ।

জাতীয় পতাকার রংয়ে... শুক্রবার নদিয়ায়। -পিটিআই

রাজ্যে চালু 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'

কন্যাদের শিক্ষাবৃত্তি দ্বিগুণ করে ২০০০ টাকা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : শিক্ষার আলো যেন অর্থসংকটের অন্ধকারে ঢাকা না পড়ে, এই অঙ্গীকার নিয়ে রাজ্যজুড়ে পালিত হল 'কন্যারত্ন দিবস'। রাজ্যের মেয়েদের পড়াশোনার পথ আরও মসৃণ করতে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কন্যাদের বার্ষিক আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে এতদিন রাজ্যে আটকে থাকা কেন্দ্রের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্প চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও করলেন তিনি।

শুক্রবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে মন্ত্রী, শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং হাজারো শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এই দিনটি 'কন্যাশ্রী দিবস' হিসেবে পালিত হলেও, বর্তমান রাজ্য সরকার দিনটিকে 'কন্যারত্ন দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার স্বপ্নকে সার্থক করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যজুড়ে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এদিন থেকেই ২৪ ঘণ্টার জরুরি পরিষেবা '১৮১ হেল্পলাইন সার্ভিস' চালু করা হল। কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের সুরক্ষায় চালু হচ্ছে কেন্দ্রের 'পালনা স্কিম'-ও। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'অর্থের অভাব যেন কোনও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের সামনে দেওয়াল তুলতে না পারে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটাতে চায় আমাদের সরকার, যাতে আগামীর কন্যারা মাতঙ্গিনী হাজরার মতো দৃঢ়চেতনায় গড়ে উঠতে পারে।'

সংবাদ সম্মেলনে সরকারের প্রথম আট মাসের বাজেট ও খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরেই রাজ্যের ২০ লক্ষেরও বেশি ছাত্রী নির্ধারিত ১ হাজার টাকার অনুদান পেতে চলেছেন। যার প্রথম দফায় বিদ্যালয় স্তরে নথিপত্র যাচাই শেষে ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৪০০ কোটি টাকা সরাসরি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া এদিন থেকেই শুরু হল। বাকি আবেদনকারীদের নথিপত্র যাচাই শেষ হলেই দ্রুত সেই অর্থ পৌঁছে যাবে।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে নতুন পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়। স্কুলে ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' আগের মতোই অব্যাহত থাকছে। পাশাপাশি ডাক্তারি বা অন্য যেকোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা উচ্চশিক্ষার আঙিনায় পা রাখছেন, তাঁদের আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর করতে গঠিত হয়েছে ১০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ 'বিবেকানন্দ তহবিল'।

ক্ষমতায় আসার প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে গৃহীত এই সিদ্ধান্তগুলো রাজ্যের ছাত্রীদের নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশাপ্রকাশ করেছে প্রশাসন।

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় পরিবর্তনের ছোঁয়া

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে প্রস্তুত তিলোত্তমা। রাজভবন, নবান্ন থেকে হাওড়া ব্রিজ তিরঙা আলোয় সেজে উঠলেও শহরের সাজসজ্জা ও উদ্‌যাপনসূচিতে এসেছে আমূল বদল। নীল-সাদা বদলে শহরের পথঘাট ঢেকেছে গেরুয়া-সাদায়। এই আবহেই স্বাধীনতার উদ্‌যাপনে স্পষ্ট রাজ্য রাজনীতির নতুন মেরুকরণের চিত্র।

দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পর এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে রেডিও বা বেতার বার্তা দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অতীতে সিদ্ধার্থশংকর রায় কিংবা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দেওয়া এই ধরনের বার্তা ফিরিয়ে এনে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে নতুন রাজ্য সরকার।

রেড রোডের কুচকাওয়াজেও এসেছে বড় পরিবর্তন। তৃণমূল জমানার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের জায়গায় স্থান পাচ্ছে নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে মোট ১২টি ট্যাবলো থাকছে। যার মধ্যে রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, পিএম ই-ড্রাইভ, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনী।

উৎসবের আলোকের পাশাপাশি শহরজুড়ে রয়েছে কড়া নিরাপত্তার বলয়। সম্প্রতি রাজ্যে জঙ্গি যোগসূত্রের আশঙ্কায় বিমানবন্দর, সীমান্ত এলাকা এবং কলকাতার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। রেড রোডকে ১৫টি সেক্টরে ভাগ করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকদের। বসানো হয়েছে ১১টি বাঙ্কার, ৬টি ওয়াচটাওয়ার, বোম্ব স্কোয়াড ও সিসিটিভি। শহরের ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চলছে টানা নাকা তল্লাশি। কলকাতা পুলিশের টহলদারির পাশাপাশি মেট্রো স্টেশন ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এ বছর স্বাধীনতা দিবসে প্রশাসনিক সম্মাননাতেও রয়েছে বিশেষ চমক। অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪ জন পদস্থ আধিকারিককে পুরস্কৃত করা হবে। যার মধ্যে অন্যতম আইপিএস আধিকারিক দময়ন্তী সেনকে প্রদান করা হচ্ছে 'চিফ মিনিস্টার মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস'। এ ছাড়া কুণাল আগরওয়াল, নীরজ কুমার সিং, প্রণব কুমার প্রমুখ সম্মানিত হবেন।

হেপাজতে নির্মলরা

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের রাতে শ্মশানঘাটের ভূমিকা ও লটারি সংক্রান্ত পুরোনো মামলায় পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠাল ব্যারাকপুর আদালত। নির্মল ঘোষ ও রাতেই ধৃত সঞ্জীবকে শুক্রবার আদালতে তোলার সময়ে জনরোষ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ হেলমেট পরালেও শেষরক্ষা হয়নি। ক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের দিকে ডিম, জুতোর মালা ছোড়ে এবং ধাওয়া করে। বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা চোর-স্লোগানে বিক্ষোভ দেখান। নির্মলের আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরী দাবি করেন, '২০২৪ সালের লটারি সংক্রান্ত মামলায় ৮ দিনের হেপাজত দেওয়া হয়েছে। আরজি কর মামলায় জামিনযোগ্য ধারায় জামিন মঞ্জুর হয়েছে।'

এদিন খড়দা থানায় বিশেষ নিরাপত্তায় হাজির হয়ে অভয়ার বাবা গোপন জবানবন্দি দেন। শ্মশানঘাটে মৃত্যুর রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। দুই অভিযুক্তকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার পরিকল্পনা থাকলেও পলাতক সোমনাথ দে-র হদিস মেলেনি। আদালত চত্বরে হামলার নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ও বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'হেপাজতে থাকা অবস্থায় এমন সংগঠিত আক্রমণ ও ডিম ছোড়া আইনি ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা।'

ডিএ'র দাবিতে মামলা

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : মহার্ঘভাতা বা ডিএ'র দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত বা সরকার পোষিত শিক্ষকদের একাংশ। আবেদনকারী শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ'র অভিযোগ, রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া শুরু করছে রাজ্য সরকার। এই প্রক্রিয়া অনেকদূর এগিয়েছে। কারা ডিএ পাবে, তা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল অর্থদপ্তর। রোপা রুল ২০০৯ অনুযায়ী তাঁদের বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের মনোভাব কী তা জানতে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ছোট্ট তারা

সেন্ট অ্যান্থনি'স স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সৃজা অধিকারী সপ্তসুর-এর সারেগামাপাধানি-তে নির্বাচিত হয়ে কলকাতায় আয়োজিত সেমিফাইনালে সুযোগ পেয়েছে।

ধুঁকছে মাল হাসপাতাল

স্ট্রেচার টানেন রোগীর পরিজন

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৪ অগাস্ট : জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে রোগীমৃত্যুর পর মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জোরালো হচ্ছে। বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স, চা বাগান এবং পাহাড়ি এলাকার ভরসা এই হাসপাতালে রোগীর বিপুল চাপ সামলানোর মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো বা পর্যাপ্ত কর্মী নেই।

- ৪০০ শয্যার মধ্যে চালু ৩৭০টি, কর্মরত চিকিৎসক ৫৭ জন
- মাত্র ৫টি শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিটে প্রতিদিন ২৫ জনের চিকিৎসা হলেও অপেক্ষায় থাকেন শতাধিক
- হাসপাতালে নেই কার্ডিওলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট বা রেডিওলজিস্ট

আবহাওয়ার পরিবর্তনে জ্বর-সর্দিতে বহির্বিভাগে উপচে পড়ছে ভিড়। প্রসূতি, মেডিসিন ও শিশু বিভাগে দৈনিক প্রায় হাজার রোগী আসেন। অনুমোদিত ৪০০ শয্যার মধ্যে চালু ৩৭০টি, কর্মরত চিকিৎসক ৫৭ জন। মাত্র ৫টি শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিটে প্রতিদিন ২৫ জনের চিকিৎসা হলেও অপেক্ষায় থাকেন শতাধিক। কর্মীসংকটের কথা স্বীকার করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোগীদের তুলনায় স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাব রয়েছে। পরিকাঠামো বাড়াতে ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হয়েছে।

হাসপাতালে নেই কার্ডিওলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট বা রেডিওলজিস্ট। ফলে হৃদরোগ বা দুর্ঘটনায় রোগীদের জলপাইগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ছুটতে হয়। টিকিট কাউন্টারের ওপরে শেড না থাকায় রোদ-বৃষ্টিতে চরম ভোগান্তি হয় রোগীদের। চিকিৎসা করাতে আসা আরমানা বেগম বলেন, 'কড়া রোদে লাইনে দাঁড়াতে খুব কষ্ট হয়। শেডের ব্যবস্থা থাকলে সুবিধা হয়।' তাঁর কথায় সায় জানান হাসপাতালে আসা সুমিত্রা সরকারও। কর্মীসংকটে অনেক সময় রোগীর আত্মীয়দেরই স্ট্রেচার টানতে দেখা যায়।

অপরিচ্ছন্নতা এই হাসপাতালের আরেক বড় সমস্যা। যত্রতত্র পড়ে থাকে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, স্যালাইনের পাইপ সহ অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী। অবাধে ঘোরে গবাদিপশু। চিকিৎসা করাতে আসা কপিল মানকি মুন্ডা, সুমিত রায়রা জানান, হাসপাতালের ওয়ার্ড সহ সব বিভাগ আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে ভালো হয়। এর পাশাপাশি কর্মীদের একাংশের খারাপ ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে।

হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকান ও বিনামূল্যে ওষুধ মেলার সুবিধা থাকলেও অনেক সময় বাইরে থেকে তা কিনতে বাধ্য হন রোগীরা। এ বিষয়ে বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের আরও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে, কাজ হতে কিছুটা সময় লাগবে।' বিরোধী দলগুলিও দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছে।

সব মিলিয়ে কবে এই হাসপাতালের সার্বিক আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হবে এবং হয়রানি কমবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে মালবাজারবাসী।

জেন জেডের

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মানে কি শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় একটি বিশেষ দিন, নাকি এর অর্থ আরও গভীর? আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে। কেউ চাইছেন নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, কারও কাছে স্বাধীনতা মানে ভয়হীন মতপ্রকাশের অধিকার ও গঠনমূলক সমালোচনা করার সুযোগ। পাশাপাশি, দেশের ঐতিহ্য ও উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক শক্তিশালী ভারত গড়ার স্বপ্নও দেখছেন ছাত্রছাত্রীরা। কেমন সেই স্বাধীনতার রূপরেখা? খোঁজ নিলেন অনীক চৌধুরী এবং অনসূয়া চৌধুরী।

নারী নিরাপত্তা চাই

রিয়া বিশ্বাস, দশম শ্রেণি

আমার কাছে স্বাধীনতা মানে ফ্রি-ভাবে যেখানে-সেখানে ঘুরতে যাওয়া। আগে না বুঝলেও এখন বুঝতে পারি সমাজে যা চলছে তাতে স্বাধীনতা মানে নারী নিরাপত্তা। ঘুরে বেড়াব যখন, তখন থাকবে না কোনও ভয়। নিজেকে নিরাপদ মনে হবে টিউশন থেকে একা বাড়ি ফেরার পথে। সেটাই হল স্বাধীনতা। তবে, এটা শুধু আমার জন্য নয়, প্রত্যেক নারীর জন্য।

ভারতকে এগিয়ে দেওয়াই অঙ্গীকার

শ্লোক দাস, একাদশ শ্রেণির ছাত্র

ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের গল্প শুনে বড় হয়েছি। আমার প্রপিতামহ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাই স্বাধীনতার মূল্য ও মাহাত্ম্য আমার কাছে আরও গভীর। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন আজ আমাদের হাতে। এখন নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ঐক্য, মানবিকতা, জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে শক্তিশালী, উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলা। প্রকৃতি, বন, বন্যপ্রাণী, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন চিন্তা, উন্নত চেতনা ও প্রযুক্তির শক্তিতে ভারতকে বিশ্বের দরবারে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

যখন ইচ্ছে ফোন দেখা

রুদ্র মুখোপাধ্যায়, নবম শ্রেণি

আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হল যখন ইচ্ছে মোবাইল দেখা, যেটা হয় না। তবে স্কুলে গিয়ে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত গাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমার খুব ভালো লাগে। তবে দু'বছর আগে এই দিনে মায়ের সঙ্গে মিছিলে গিয়েছিলাম। তখন বুঝতাম না অত। এখন বুঝতে পারি, যে দিদিটার সঙ্গে ওরকম ঘটনা ঘটল, তার জন্য কেউ শাস্তি পেল না। সব অপরাধী স্বাধীন হয়ে ঘুরছে। ওদের তো স্বাধীন হওয়ার কথা না।

বাক স্বাধীনতা নেই

প্রিয়াংশ প্রামাণিক, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র

আমরা কি আদতে স্বাধীন? ছাত্রছাত্রী হোক বা চাকরিজীবী বা সাধারণ মানুষ - কোনও ছাত্রছাত্রী কিংবা চাকরিজীবী অথবা সাধারণ মানুষ সরকারের, কোম্পানির বসের কোনও বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে চাইলে কাজ করে একটা ভয়। বাকস্বাধীনতা নেই আমাদের। বুঝেশুনে, মেপে, মন রেখে কথা বলতে হয় প্রায় সবাইকেই। তাহলে আমরা কি স্বাধীন হলাম?

মশাল হয়ে জ্বলতে হবে

পালি মুখোপাধ্যায়, প্রথম বর্ষের ছাত্রী

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছিলাম বলে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। কিন্তু আজও অভয়া, তিলোত্তমারা মেল গেজ থেকে স্বাধীন হতে পেরেছি কি? রাতে বেরোনো কিংবা নিজের পছন্দের পোশাক পরার ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে পেরেছি কি? হয়তো না। আজও যেখানে ছাত্র আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্র হামলা করে, নিজেদের সমালোচনা শুনতে পারে না, হিটলারি শাসন চালাতে চায়, সেখানে স্বাধীনতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

আমাদের যন্তরমন্তরে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সারা দেশে মশাল হয়ে জ্বলে উঠতে হবে। তবেই আসতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা।

সমালোচনা করার স্বাধীনতা চাই

নিতাই দাস, এমএ, দ্বিতীয় সিমেস্টার

দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাকস্বাধীনতা কিংবা সমালোচনা করার স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুপ করিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে, সে পরিবার হোক কিংবা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সবেতেই। সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ঝাড়খণ্ডে যে ছাত্র আন্দোলন চলছে সেটা নিয়ে কোথাও কোনও আলোচনা নেই। অথচ আলোচনা করে সমাধান সম্ভব ছিল।

গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল বই প্রদর্শনী। চলবে বুধবার পর্যন্ত। 'দ্য স্টোরি অফ স্ট্রাগল : ইন্ডিয়াজ রোড টু ইন্ডিপেন্ডেন্স' শীর্ষক ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন, পেপার কাটিং পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়। দেখানো হয় তথ্যচিত্রও। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা এদিনের প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। এ বিষয়ে, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের বিষয়ে আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে। আশা করি, নতুন প্রজন্ম গ্রন্থাগারমুখী হবে।'

পাড়ায় পাড়ায়

অকেজো পথবাতি, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

মালবাজার, ১৪ অগাস্ট : মালবাজার শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মাল উদ্যান সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। জাতীয় সড়কের ওপর ওই এলাকায় চায়ের দোকান, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও একটি পেট্রোল পাম্প থাকায় জায়গাটি জমজমাট থাকে। আর সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে পথবাতিগুলি।

মাল পুরসভা ও রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই এলাকায় প্রতিদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষজন চলাফেরা করেন। পথবাতি না থাকায় সকলকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনাও হচ্ছে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাড়ির হেডলাইটের আলোই ভরসা।

এলাকাটিতে দ্রুত পথবাতি লাগানোর দাবি জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় লোহ বলেন, 'সন্ধ্যার পর শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটি অন্ধকারে ডুবে থাকে। দ্রুত আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা

করা হলে সাধারণ পথচারীদের যাতায়াতে অনেক সুবিধা হত।'

যদিও এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার দোলা সিনহার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুত ওই এলাকায় পথবাতি সংস্কার করার জন্য পদক্ষেপ করা হবে।

ছবি ও তথ্য : সোমনাথ দত্ত

ময়নাগুড়ি কলেজে সীমানা প্রাচীরের দাবি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি কলেজের পিছনের দিকে বিস্তীর্ণ অংশে সীমানা প্রাচীর না থাকার কারণে কলেজ চত্বরে অবাধে গবাদিপশু ঢুকে পড়ছে। শুধু তাই নয়, তার জেরে কলেজের খেলার মাঠও ক্রমশ বেহাল হয়ে পড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কী কী প্রয়োজন রয়েছে, তা জানতে চেয়েছিল রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সেই তালিকায় এবার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পুরোনো বিল্ডিং সংস্কার এবং অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরির দাবি জানাল ময়নাগুড়ি কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রায় পাঁচ হাজার পড়ুয়ার এই কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে এবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপের আশায় কলেজ কর্তৃপক্ষ।

সীমানা প্রাচীর না থাকায় ময়নাগুড়ি কলেজের মধ্যেই চরছে গোরু-ছাগল।

ময়নাগুড়ি কলেজের ওপর পার্শ্ববর্তী ক্রান্তি, কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা রানিরহাট এলাকার বহু ছাত্রছাত্রীও এই কলেজের ওপর নির্ভরশীল। এই কলেজের অধিকাংশ জায়গায় সীমানা প্রাচীর থাকলেও পেছন দিকের ও একপাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায়, কলেজের পিছনের ময়দানে গোরু চরে বেড়ায়। ফলে কলেজের একমাত্র খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণে যেমন কলেজ কর্তৃপক্ষের সমস্যা হচ্ছে, তেমনি কলেজের নিরাপত্তা নিয়েও দেখা দিয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। ময়নাগুড়ি কলেজের মোট পড়ুয়ার মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশই ছাত্রী।

কলেজের থার্ড সিমেস্টারের ছাত্রী রিমি শীল বলেন, 'অনেক সময় কলেজের ওই অংশ দিয়ে গোরু চরাতে বহিরাগতরা ঢুকে পড়ে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময়ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই কারণে সমস্যায় পড়তে হয়।'

অধ্যক্ষ রাজদীপ্ত রায় জানান, শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি কলেজের বেশকিছু ক্লাসরুম সংস্কারের আবেদন লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়কেও দাবিগুলো জানানো হয়েছে। বিধায়ক জানান, রাজ্য সরকার শিক্ষাঙ্গনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে। সীমানা প্রাচীর সহ কলেজের পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হবে বলে আশ্বাস দেন বিধায়ক।

তারে আগুন

মালবাজার, ১৪ অগাস্ট : বিদ্যুতের খুঁটিতে তারের জটলা। স্বাধীনতা দিবসের আগে, শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎ আগুন লেগে গেল সেখানেই। ঘটনা মালবাজার শহরের দক্ষিণ কলোনি এলাকার। স্থানীয় বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে ইলেক্ট্রিকের এক খুঁটিতে কেবল লাইনের তারের জটলায় আগুন ধরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখে ছুটে আসেন। মালবাজার দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অবশ্য আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বরাতজোরে এলাকায় বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। এদিকে, আগুনের ঝলকানি দেখে ভিড় জমে যায়। ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

মিলছে না ডাব

ময়নাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : তীব্র গরমে আমদানি কমেছে ডাবের। ফলে একশো টাকাতেও মিলছে না ডাব। তার ওপর ময়নাগুড়ি শহর থেকে গাড়িবোঝাই করে ডাব চলে যাচ্ছে ইসলামপুর বাজারে। ডাব বিক্রেতা মনোতোষ গোপ বলেন, 'ডাবের ফলন কম। ফড়েরা ডাব কিনে গাড়িবোঝাই করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর বাজারে।' ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুশীল সরকারের কথায়, 'গোটা বাজার ঘুরে তেমন ভালো ডাব পাইনি। শেষে দুটি ডাব ২২০ টাকায় কিনতে হল।'

জরদায় ফের বিপদের স্নান

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : চলতি বছর ৪ জুলাই জরদা নদীতে ডুবে পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন বর্মন (৫২)-এর মৃত্যু হয়। তারও আগে এক একাদশ শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু হয়। প্রশাসনের তরফে নদীতে স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তাতে থোড়াই কেয়ার! শুক্রবার দেখা গেল জোড়া জরদা সেতুর পাশে স্নান করছিল একদল শিশু। বড়রাও ছিলেন সেখানে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ফুলমতি সরকার বারবার নিষেধ করলেও শিশুরা কথা শোনেনি।

শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়া জরদা সেতু সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শুক্লা বিশ্বাস বলেন, 'গরম পড়েছে। তাই বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়েই ছেলেরা নদীতে গিয়ে স্নান করে। সেজন্যই দুর্ঘটনা ঘটছে।'

পুরসভার তরফে চার বছর আগে শহরের রেলসেতু থেকে শহিদগড় বাইপাস জরদা সেতু পর্যন্ত নদীতে

জরদা নদীর ঘাটে। শুক্রবার ময়নাগুড়িতে।

নামতে নিষেধ করে মোট দশটি সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো হয়েছে। গত কয়েক বছরে জরদা নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে মোট ২৬ জনের। তারপরেও সাধারণ মানুষের হুঁশ ফেরেনি। কমবয়সি ছেলেমেয়েদেরও জরদায় নেমে স্নান করতে দেখা যাচ্ছে।

জরদা নদী এখন ভয়ংকর। বিভিন্ন জায়গায় নদীগর্ভে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্ত গর্তে পা পড়লেই বিপদ। শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ড মহাকালপাড়ার ঘাটে কয়েক বছর আগে প্রতিমা বিসর্জন দিতে এসে এক পরিবারের একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ৪ জুলাইয়ের দুর্ঘটনার পরেও প্রশাসনের তরফে নদীতে স্নান করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'জরদা নদী এখন খুবই বিপজ্জনক। পুরসভার তরফে সতর্কীকরণ বোর্ড লাগিয়ে নদীতে নামা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে যে কারণেই হোক নদীতে নামা যাবে না। নদীর আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন এদিকে নজর রাখেন।'

জরদা থেকে বালি-পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজরদারি বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। নদীর আশপাশের মানুষকে সতর্ক করলেও কে শুনছে! ফলে প্রাণহানি ঘটছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

সময়ে বৈঠক ডাকলেন না সৈকত

১৬ অগাস্টের পর চমকের ইঙ্গিত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনাস্থা বৈঠক ডাকলেন না জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে সৈকতের ‘একান্ত বিশ্বাসভাজন’ ভাইস চেয়ারম্যান দীনেশ রাউত বুধবার রাতে পদত্যাগ করেছেন। ফলে জলপাইগুড়ি পুরসভার অনাস্থা পরিস্থিতি আরও জটিল হল। নিয়ম অনুযায়ী শুক্রবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সৈকতের মিটিং ডাকার সুযোগ ছিল। সৈকত নিজেও জানিয়েছিলেন, ১৪ তারিখ পর্যন্ত তাঁর মিটিং ডাকার সময় রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার তিনি মিটিং না ডাকায় নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান মিটিং ডাকতে পারবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে কেউ নেই। সেক্ষেত্রে আগামী সাতদিনের মধ্যে নতুন করে ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ না হলে উভয়পক্ষের কাছে পরবর্তী রণকৌশল তৈরি করা ছাড়া বিকল্প কিছুই থাকবে না।

তবে সৈকত কিন্তু রহস্য জিইয়ে রাখছেন। অনাস্থা মিটিং কেন ডাকলেন না? সৈকত বলছেন, ‘১৬ অগাস্টের পর ধীরে ধীরে অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করবে। এর বেশি এখনই কিছু বলব না।’ দীনেশ রাউতের ইস্তফার পর সৈকত কি আবার কাউকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করবেন? সেই প্রশ্নের এড়িয়ে গিয়েছেন সৈকত। অনাস্থা প্রস্তাবের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সৈকত মিটিং না ডাকায় মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘চেয়ারম্যানের সঙ্গে আর কোনও কাউন্সিলার নেই। সেটা উনি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন। ভোটাভুটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবেন না বুঝতে পেরেই আর মিটিং ডাকার সাহস দেখাননি।’

দিন কয়েক আগে সন্দীপ মাহাতোর বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থার পক্ষে থাকা মমতাপন্থী কাউন্সিলারা। ১৫ জন কাউন্সিলার একত্রিত হয়ে অনাস্থার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সৈকত-ঘনিষ্ঠও ছিলেন। বৈঠকে ১৫ জন কাউন্সিলার সশরীরে উপস্থিত থাকলেও দাবি করা হয়েছিল, অনাস্থার পক্ষে রয়েছেন ১৭ জন। কিন্তু ওই মিটিংয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে কাউন্সিলারদের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায় সৈকত-ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলারকে। শুধু তাই নয়, ওই দিনই গভীর রাতে তড়িঘড়ি ভাইস চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করেন সৈকতের আস্থাভাজন দীনেশ। যদিও দীনেশ তাঁর পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে যেহেতু বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই কারণে তিনি পদত্যাগ করলেন।

এদিনের পর অনাস্থা প্রক্রিয়া যে চরম জটিল আকার ধারণ করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘চেয়ারম্যান কেন মিটিং ডাকলেন না, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে আমরা কাউন্সিলাররা সোমবার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।’

- চেয়ারম্যানের ১৫ দিনের মিটিং ডাকার সময় উত্তীর্ণ হলে সাতদিনের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানকে মিটিং ডাকতে হবে
- জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে কেউ নেই
- এই অবস্থায় অনাস্থা পরিস্থিতি আরও জটিল হল

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
মইছাড়া উৎসবে।। ক্যানিংয়ে ছবিটি তুলেছেন অশোক মল্লিক।

৫ গ্রাম পঞ্চায়েত অভিভাবকহীন

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : অভিভাবকহীন অবস্থায় ধুঁকছে ধূপগুড়ি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো। প্রধান ও উপপ্রধানরা পদত্যাগ করার পর এখনও কাউকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে ব্লকের নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতেই এখন উন্নয়নমূলক ও দৈনন্দিন কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-১ ও ২, গাদং-১, বারোঘরিয়া, ঝাড়আলতা-১’এর প্রধান ও উপপ্রধানরা পদত্যাগ করেছেন। ঝাড়আলতা-২’এর উপপ্রধানও পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগী প্রধান ও উপপ্রধানরা আর অঞ্চল কার্যালয়ে যাচ্ছেন না। ফলে গ্রামের সাধারণ বাসিন্দারা জরুরি নানা কাজে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে ফিরে আসছেন। এমনকি ১২৫ দিনের কাজ নিয়েও বেশকিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ঝাড়আলতা ২-এর প্রধান সোনাবালা রায় পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়েছেন। তবে অনেক প্রধানের দাবি, রাজ্যজুড়ে ডিম ছোড়া বা অন্যান্য যে সব ঘটনা ঘটছে, তাতে আগে থেকেই কালিমালিপ্ত হওয়ার আগে সরে যাওয়াই ভালো।

পদত্যাগী প্রধান ও উপপ্রধানদের সকলেই কারণ হিসাবে বলেছেন, কাজ করতে না পারা এবং ব্যক্তিগত কারণেই ইস্তফা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একযোগে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়তে কেন এমন পরিস্থিতি দাঁড়াল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ধূপগুড়ির নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গাদং-২ ও গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি পরিচালিত এবং সাঁকোয়াঝোরা ২-তে রামধনু বোর্ড চলছে। এই তিনটিতে প্রধান ও উপপ্রধানরা পদত্যাগ করেননি। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি রাজনৈতিক কারণেই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান-উপপ্রধানদের পদত্যাগে বাধ্য করা হল? বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো অবশ্য বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই চলছে। অথচ রাজ্যে পালাবদলের আগে বিজেপি পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ ছিল। বর্তমানে উলটো চিত্র ধরা পড়েছে।

ধূপগুড়ি

ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবি রাভা বলেছেন, ‘সরকারিভাবে পদত্যাগের চিঠিতে শারীরিক ও মানসিক কারণ লিখেছি। কিন্তু আদতে কোনও কাজ করা যাচ্ছিল না। ঠিকঠাক কাজ করলেও একাংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছিল। আর যেখানে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও ভূমিকা নেই, সেখানেও অভাব অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। তাই আগেভাগে সরে দাঁড়ানোই ভালো মনে হয়েছে।’

ধূপগুড়ির বিডিও সোমনাথ হালদার বলেন, ‘প্রধান ও উপপ্রধানরা না থাকায় এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা কাজও করছেন। তবে যেখানে প্রধান ও উপপ্রধান নেই, সেখানে পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলাজুড়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের আবহে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে মাতল গোটা জলপাইগুড়ি ও মালবাজার। দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিএসএফ, এসএসবি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পুরসভা ও রাজনৈতিক দলগুলি একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শুক্রবার সকালে ৯৩ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ কমান্ডান্ট সঞ্জয়কুমার সিংয়ের সূচনায় বিওপি ভারত থেকে মালকানি মোড়, বোনাপাড়া, প্রধানপাড়া ও দেউনিয়াপাড়া হয়ে বিওপি খয়েরবাড়ি পর্যন্ত একটি সাইকেল র‌্যালি হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার ১৫১ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি পবনকুমার পঙ্কজের সূচনায় ১৭ কিলোমিটার সাইকেল র‌্যালি রানিনগর ক্যাম্প থেকে অসম মোড় ঘুরে ফেরে। এতে ১২ জন আধিকারিক, ৩৮ জন এসওএস ও ১০০ জওয়ান অংশ নেন। শুক্রবার মালবাজারের শালবাড়ি মোড়ে ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির উদ্যোগেও বাইক ও সাইকেল র‌্যালি শহর পরিক্রমা করে।

মালবাজারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে ২০২ মিটার দীর্ঘ জাতীয় পতাকা নিয়ে ‘অখণ্ড ভারত সংকল্প যাত্রা’ হয়। বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে সুভাষ মোড়, ক্যালটেক্স মোড়, বাজার ও স্টেশন রোড ঘোরে ডুয়ার্সের দীর্ঘতম এই পতাকার মিছিল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, মহকুমা শাসক ও পুলিশ আধিকারিকরা। মাল পুরসভায় চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির উপস্থিতিতে নাগরিক ও পড়ুয়াদের পতাকা তুলে দেওয়া হয়। মাল ব্লকের ওদলাবাড়িতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়।

ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের তরফে শুক্রবার শহরের খেলার মাঠ মোড় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কৃষ্ণপদ কুণ্ডু জানান, পড়ুয়াদের দেশাত্মবোধ জাগাতেই এই উদ্যোগ। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির জন্য বৃহস্পতিবার স্কুলে বসে আঁকো, কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতারও আয়োজন হয়।

অন্যদিকে, চালসা গোলাইয়ে বিজেপি নেতা বাবুয়া চক্রবর্তী ও দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ, টোটো ও ট্যাক্সিচালকদের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিলি করা হয়।

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের বাইরে টোটো-ই-রিকশা চালকরা।

মহকুমা শাসকের আশ্বাস

আন্দোলন করবেন না টোটোচালকরা

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৪ অগাস্ট : মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠকের পর আপাতত আন্দোলনে না নামার কথা ঘোষণা করলেন টোটোচালকরা। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং নিত্যদিনের যানজট সমস্যার সমাধানে কোনওভাবেই টোটো বা ই-রিকশা চালানো যাবে না। প্রশাসনের তরফে এমন নির্দেশিকা জারি হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা জারি হতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ে এলাকার টোটোচালক ও ই-রিকশাচালকদের কপালে। তাঁরা নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তারপর এদিন দুপুরে এলাকার টোটোচালকরা একত্রিত হয়ে মাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডালের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে। আলোচনা শেষে বেরিয়ে একতা টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক চন্দন রাউত বলেন, ‘জাতীয় সড়কে টোটো চালানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এতে এলাকার টোটোচালকরা সমস্যায় পড়েন। এদিন মহকুমা শাসকের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আপাতত কিছুদিন জাতীয় সড়কে নিয়ম মেনে টোটো চালানোর মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’

বৃহস্পতিবার মালবাজার থানায় টোটো ও ই-রিকশাচালকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। আইসি পালজার সেরিং লামা ভুটিয়া, মালবাজার ট্রাফিক ওসি হেমেশ্বর পাল সহ শহরের একাধিক টোটো ও ই-রিকশাচালক সহ টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি নির্দেশিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে সমগ্র এলাকাজুড়ে পুলিশের তরফে মাইকিং করে জাতীয় সড়কে টোটো এবং ই-রিকশা চালানোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে প্রচার করা হয়। সন্ধ্যায় মালবাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একতা টোটো ইউনিয়ন চালকদের নিয়ে ফের বৈঠক করে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামতে পারেন তাঁরা। তবে শুক্রবার মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছিল।

মাল শহর এবং পার্শ্ববর্তী চা বাগান এলাকার চালকরাও বেশি আয়ের আশায় নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে সরাসরি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাতায়াত শুরু করেন। এক টোটোচালক পরিমল দেবনাথ বলেন, ‘আমাদের টোটো চালিয়ে উপার্জন করা অর্থে সংসার চলে। জাতীয় সড়কের ওপরেই রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, ব্যাংক, হাসপাতাল সহ নানা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সড়কে টোটো উঠতে না দিলে যাত্রীদের কীভাবে পরিষেবা দেব?’ দেবাশিস বণিক নামে আরেক টোটোচালকও এতে একমত। মহকুমা প্রশাসনের তরফে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এই আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে বলে চালকদের তরফে জানানো হয়।হ নিজ নিজ বাড়িতে পাঠানো হয়।

টাকা, গয়না চুরি

নাগরাকাটা, ১৪ অগাস্ট : নাগরাকাটার খাসবস্তি ও সুখানিবস্তি এলাকায় একই রাতে একটি দোকান ও একাধিক বাড়িতে চুরি ও চুরির চেষ্টার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চুরির ঘটনাটি ঘটে খাসবস্তির বাসিন্দা আরতি শর্মার বাড়িতে। যেখানে চোরেরা বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না, দেড় লক্ষ টাকা নগদ সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ। আরতি জয়গাঁ গিয়েছিলেন। বাড়ি বন্ধ ছিল। এই সুযোগে চোরেরা রাতেরবেলায় বাড়ির দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢোকে। দরজা ভাঙার পর ঘরে ঢুকে আলমারির তালা ভেঙে গয়না, নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। শুক্রবার সকালে আরতি বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা খোলা। ভিতরে গিয়ে দেখেন জিনিসপত্র ছড়ানো এবং আলমারির তালা ভাঙা। ওই মহিলা বলেন, ‘বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট করে এই টাকা, গয়না করেছিলাম। স্বামী বাইরে থাকেন। কীভাবে ঘুরে দাঁড়াব, জানি না।’

এদিকে, একই রাতে চোরেরা সুলকাপাড়া হাইরোডের কাছে রাহুল প্রসাদের ওষুধের দোকান এবং সুখানিবস্তিতে প্রেমনাথ মাহাতো ও প্রবীণ ছেত্রীর বাড়িকেও নিশানা করে। কোথাও কিছু নগদ সহ জিনিসপত্র চুরি হয়। আবার কোথাও চোরেরা খালি হাতে ফিরে যায়। নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এই ঘর থেকে চুরি হয়।

রক্তদান শিবির

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার শিলিগুড়ির লায়ন্স ক্লাব ও একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারের সহযোগিতায় এই আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান শিবির থেকে ৬৩ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়।

ড্রোন প্রদর্শনী

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে ড্রোন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা হাতেকলমে ড্রোন তৈরিতে অংশ নেয়। বায়ুসেনার পদস্থ আধিকারিকরা প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আসতে না পেরে ভিডিও বার্তা পাঠান পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শনি ও রবিবার আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ চলবে।

দুর্ঘটনা এড়াতে

ধূপগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : এশিয়ান হাইওয়ে এবং জাতীয় সড়ক মেরামত করতে গিয়ে স্পিডব্রেকার ভেঙে দিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। ধূপগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দুর্ঘটনা এড়াতে স্পিডব্রেকার বসিয়েছিল ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড। তবে আধিকারিকরা এই ঘটনায় কিছুই বলতে চাননি।

এক ঘরে চার শ্রেণির পঠনপাঠন

অমিয়কুমার রায়

বেলাকোবা, ১৪ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার পাবলিক ক্লাব সংলগ্ন বেলাকোবা সিএস-২ প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত। পড়ুয়া মাত্র ২২ জন, শিক্ষিকা তিনজন। অথচ স্কুলের পাশেই রয়েছে ছাত্রছাত্রীতে পূর্ণ একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তার পড়ুয়া সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

প্রায় দুই বছর আগে কালবৈশাখী ঝড়ে বিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণিকক্ষের চাল দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত সেই ঘরগুলির সংস্কার হয়নি। ফলে ওই দুটি ঘর পুরোপুরি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়ের একমাত্র ঘরেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পঠনপাঠন চালাতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই হই-হট্টগোলে শিকেয় উঠছে পড়ুয়াদের লেখাপড়া।

কালবৈশাখীতে চাল উড়েছে বেলাকোবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

স্কুলের এক ছাত্রীর অভিভাবক বিজয় ঠাকুর বলেন, ‘স্কুলের পরিকাঠামো যাতে দ্রুত ঠিক হয় তার ব্যবস্থা সরকার করুক। আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে।’

২০২০ সালের আগে এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০০-র উপরে ছিল। স্কুলের শিক্ষিকারা জানালেন, করোনার পর থেকেই ছাত্রছাত্রী কমতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশাল রায় বললেন, ‘চোখের সামনে স্কুলটার কী হাল হয়ে গেল। পরিকাঠামোর অভাবে দিনের পর দিন পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।’

শুধু শ্রেণিকক্ষ নয়, বিদ্যালয়ের শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থারও বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি জানানো হলেও কার্যকর পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুপান্বিতা দাসের অভিযোগ, ‘পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে বারবার প্রশাসন, পঞ্চায়েত অফিস এবং বিডিও অফিসে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।’ রাজগঞ্জ মণ্ডলের বিদ্যালয় পরিদর্শক সাজ্জাদ হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের তরফে পাওয়া অভিযোগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে।

কুকুরজানে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন বিজেপির

রাজগঞ্জ, ১৪ অগাস্ট : দীর্ঘদিন পর শুক্রবার পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠিত হল রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতে। আগে থেকে প্রধান হিসেবে গোপাল পোদ্দার দায়িত্ব পালন করছিলেন। এদিন উপপ্রধান হিসেবে শশীমোহন রায় দায়িত্ব পেলেন। শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি দুই দলই নয়টি করে আসন দখল করে। সিপিএম পায় তিনটি আসন। কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় লটারির মাধ্যমে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। লটারিতে প্রধানের পদ যায় বিজেপির দখলে, আর উপপ্রধান তৃণমূলের।

বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের উপপ্রধান ইস্তফা দেওয়ায় এতদিন ওই পদটি শূন্য ছিল। অবশেষে এদিন বিজেপির মাঝাবাড়ি বুথের পঞ্চায়েত সদস্য শশীমোহন রায়কে নতুন উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা ও কনভেনার নিতাই মণ্ডল বলেন, 'ব্লক থেকে সব সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি করেছিল প্রশাসন। বিজেপির সকলে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আগামীতে বিজেপি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।'

নো হেলমেট নো এন্ট্রি

লাটাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : নো হেলমেট, নো এন্ট্রি— এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাধীনতা দিবসের আগে বাইকচালকদের সচেতন করতে প্রচার অভিযান চালাল ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ব্লক এলাকায় হেলমেট ছাড়া কোনও বাইকচালককে চলাচলের অনুমতি না দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশের ওসি ফারুক আলম বলেন, 'স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে লাটাগুড়ি সহ আশপাশের এলাকায় প্রচুর বাইক আসে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই দুর্ঘটনা এড়াতে এবং পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই সচেতনতা অভিযান চালানো হয়েছে।'

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের দিন ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করে বাইক বা অন্য কোনও যানবাহন চালালে সংশ্লিষ্ট চালকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পথবাতি দাবি

ক্রান্তি, ১৪ অগাস্ট : রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বারোঘরিয়া বাজারে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। সাপ্তাহিক হাট ছাড়াও প্রতিদিন বিকেল এখানে বাজার বসে। আনন্দপুর চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ এই বাজারে কেনাকাটা করতে আসেন। ফলে বিকেলের পর থেকেই জমজমাট হয়ে ওঠে বাজার এলাকা। সন্ধ্যার পরও বহু মানুষ বাজারে থাকেন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পথবাতি না থাকার কারণে সন্ধ্যার পর এই এলাকা কার্যত অন্ধকারে ডুবে যায়। এর ফলে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

অভিযোগের সুরে ব্যবসায়ী স্বদেশ রায় বলেন, 'প্রশাসনের কাছে বহুবার পথবাতির জন্য দরবার করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্যার সুরাহা হয়নি। সন্ধ্যার পর পুরো বাজার এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়।'

রাজাডাঙ্গার উপপ্রধান মিন্টু রায় বলে, 'খুব দ্রুত বাজার এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে।'

হাসপাতালে ভোগান্তি

টিকিট কাটতে হঠাৎ আধার চাইল পোর্টাল

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : এবার থেকে আধার কার্ড ছাড়া মিলবে না জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগের অনলাইন টিকিট। আগাম নোটিশ ছাড়াই শুক্রবার হঠাৎ এই নিয়ম চালু হওয়ায় চরম বিপাকে পড়েন হাসপাতালে আসা শতাধিক রোগী। তবে, মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি, হাতে লেখা টিকিট দিয়েই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও রোগীকে ঘুরে না যেতে হয়। তবে, আগামীতে আধার কার্ড ছাড়া অনলাইনে টিকিট কাটা সম্ভব নয়।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, সকালের দিকে আধার কার্ডের প্রয়োজন পড়েনি। অন্যান্য দিনের মতোই টিকিট দেওয়া হচ্ছিল। এরপর হঠাৎ পোর্টাল আপডেট হয়ে যায়। তখন থেকে আধার নম্বর ছাড়া টিকিট ইস্যু করা আর সম্ভব হয়নি। তবে, রোগীদের স্বার্থে ম্যানুয়াল টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এরপর চিকিৎসা করতে আসার সময় আধার কার্ড যেন সঙ্গে নিয়ে আসেন। এনিয়ে স্বাস্থ্য ভবন থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তা জমাও দেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জেলা হাসপাতালে এদিন চোখ দেখাতে মণ্ডলঘাট থেকে এসেছিলেন ফিরোজা খাতুন। ঘড়িতে তখন প্রায় দেড়টা। দৌড়োতে দৌড়োতে কাউন্টারের সামনেও গেলেন। কিন্তু টিকিট কাউন্টারের

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জেলা হাসপাতালের টিকিট কাউন্টার।

দায়িত্বে থাকা কর্মী আধার কার্ড চাইতে অবাক হয়ে যান ফিরোজা। তাঁতে বলা হয়, আধার নম্বর ছাড়া অনলাইন টিকিট হচ্ছে না। শুনে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। ফিরোজা বলেন, 'আমার চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। ভাবলাম ১৫ অগাস্ট বন্ধ থাকবে। তাই এদিনই এলাম। কিন্তু বাড়ি গিয়ে আধার কার্ড নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সোমবার আধার কার্ড নিয়ে আসব।'

এদিন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ সহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসা বা মা ও সদ্যোজাতদের বহির্বিভাগের অনলাইন টিকিট কাটা চলছিল সকাল থেকে। ১১টা নাগাদ হঠাৎ পোর্টাল আপডেট হয়ে যাওয়ায় আধার কার্ড জরুরি হয়ে পড়ে। রোগীদের একাংশ বলেন, আউটডোরের টিকিট কাটতে আধার কার্ড প্রয়োজন, তা তো জানা নেই। আগে থেকে যদি জানতাম তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জ্বর-সর্দি নিয়ে আসা প্রীতম দাস বলেন, 'মানিব্যাগে আধার কার্ড ছিল বলে এদিন ডাক্তার দেখাতে পারলাম। তা না হলে কী হত জানি না।' অর্থপেডিক বিভাগে দেখাতে আসা সুস্মিতা মণ্ডল বলেন, 'সাপ্টিমারি থেকে এসেছি। আমার আগে অনেকে ছিলেন। যেভাবে প্রতিদিন টিকিট দেওয়া হয় সেভাবেই দিচ্ছিল। হঠাৎ আমার আগের দুজনের কাছে আধার কার্ড চাইল। না থাকায় টিকিট পেলেন না ওঁরা। আমিও পাইনি। মঙ্গলবার আসব।' তবে, আর এক রোগী কবিতা মণ্ডল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,

- ১১টা পর্যন্ত অন্যদিনের মতোই অনলাইন টিকিট কাটা চলছিল
- হঠাৎ পোর্টাল আপডেট হয়ে অনলাইন টিকিট কাটার জন্য আধার নম্বর চাওয়া হয়
- ম্যানুয়াল টিকিটের ব্যবস্থা করা হলেও ভবিষ্যতে আধার ছাড়া আর অনলাইন টিকিট দেওয়া হবে না

'আমি সার্জন দেখাতে এসেছিলাম। আধার কার্ড আনিনি। কিন্তু ম্যানুয়াল টিকিট করে দেওয়ার ডাক্তার দেখাতে পেরেছি।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের এক কর্মী বলেন, 'সকাল থেকে বেশ আগের মতো টিকিট কাটছিলাম। বেলা ১১টা হবে। হঠাৎ দেখি পোর্টাল আধার নম্বর চাইছে। তা দিলে রোগীর নাম, বয়স, ঠিকানা সব নিজে থেকে আপলোড নিচ্ছে। শুধু আমাদের রোগ ও কোন চিকিৎসককে দেখাবেন তা লিখতে হচ্ছে।'

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নাকাতল্লাশি পুলিশের। শুক্রবার ক্রান্তিতে। ছবি : শুভদীপ শর্মা

আহত ১

রাজগঞ্জ, ১৪ অগাস্ট : ফাটাপুকুর সংলগ্ন বেলাকোবা মোড়ে শুক্রবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ একটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক বাইকচালক। একটি ছোট গাড়ি এসে বাইকটিকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত ব্যক্তির নাম চন্দন রায়। তিনি বেলাকোবার বাসিন্দা। আহত বাইকচালককে পুলিশ প্রথমে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

তোলাবাজিতে ধৃত দুই তৃণমূল নেতা

ধূপগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : ধূপগুড়ি পুর বাস টার্মিনাসে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল নেতা। রাজ্যে পালাবদলের পর ধূপগুড়ি শহরে প্রথমবার তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারিতে চর্চা শুরু হয়েছে। ধৃতদের একজন তারাশংকর চক্রবর্তী। তিনি একদা তৃণমূলের টাউন ব্লক কোর কমিটির অন্যতম সদস্য। অপরজন টাউন ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি শুভ দে সরকার। শুক্রবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিন শহরের থানা রোড থেকে তারাশংকরকে গ্রেপ্তারের পর ধূপগুড়ি থানার পুলিশ অস্থায়ী পুরকর্মী শুভকে গ্রেপ্তার করতে গেলে একপ্রস্থ নাটক হয়। সাদা পোশাকে পুলিশ পুরসভা অফিসে গেলে কর্মরত অবস্থায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পুর আধিকারিকরা। এরপর পুলিশ অফিসের নীচে অপেক্ষা করতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত বিকেলে তৃণমূল যুব নেতা অফিস থেকে বের হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিন সকালে ধৃত দুজনের পাশাপাশি টাউন ব্লক আইএনটিটিইউসি নেতা আলম রহমানের বিরুদ্ধে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন টার্মিনাসে কর্মরত টাইম কিপার দীপক দাস। তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়তেই সক্রিয় হয় পুলিশ। আলম রহমানের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে থানা সূত্রে খবর।

পরিবহণকর্মী দীপক দাসের বক্তব্য, 'রীতিমতো হুমকি দিয়ে টাকা তুলতেন এঁরা। প্রতিটি বাস থেকে ১০০ টাকা নেওয়া হত। এরমধ্যে পুরসভা এবং মালিক ইউনিয়ন ২০ টাকা করে পেত। আর দশজন টাইম কিপারের কপালে জুটত ৪০ টাকা। বাকি ২০ টাকা ওঁরা ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে আদায় করতেন। আশা করি, পুলিশ তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে আইনি পদক্ষেপ করবে।'

অন্যদিকে, পরিবহণকর্মীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল নেতারা গ্রেপ্তার হলেও এর পেছনে শাসকদল বিজেপির 'হাত' দেখছেন অনেকেই। চলতি মাসের ১ তারিখ বিজেপির ধূপগুড়ি টাউন মণ্ডল সভাপতি পাপাই বসাকের এক ফেসবুক পোস্ট প্রকাশ্যে এসেছে। সেই পোস্টে তারাশংকর চক্রবর্তীর দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল বলে দাবি অনেকের।

গত জানুয়ারি মাসে বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুল চত্বরে 'হিন্দু একতা সম্মেলনে শতাধিক কণ্ঠে গীতা

পালাবদলের পর ধূপগুড়িতে গ্রেপ্তারি

ধৃত তৃণমূল যুব নেতা। -সংবাদচিত্র

> রীতিমতো হুমকি দিয়ে টাকা তুলতেন এঁরা। প্রতিটি বাস থেকে ১০০ টাকা নেওয়া হত। এরমধ্যে পুরসভা এবং মালিক ইউনিয়ন ২০ টাকা করে পেত। আশা করি, পুলিশ তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে আইনি পদক্ষেপ করবে।
>
> **দীপক দাস**
> পরিবহণকর্মী

পাঠ' করতে চেয়েছিলেন বিজেপি কর্মীরা। স্কুলের তৎকালীন সভাপতি তারাশংকর চক্রবর্তী সে কাজে বাধা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। একইভাবে চলতি বছর ৭ মার্চ বিজেপির রথযাত্রা কর্মসূচি চলাকালীন ঘোষপাড়া মোড়ে তৃণমূল যুব কর্মীদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন শুভ দে সরকার। এসব কারণে তৃণমূলের দুই নেতার ওপর বিজেপি কর্মীদের ক্ষোভ ছিল। এসবের জেরেই কি গ্রেপ্তারি? যদিও তা মানতে চাননি পদ্ম নেতারা। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্তের কথায়, 'প্রতারিত এবং শোষিত মানুষেরা তোলাবাজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। এখন পুলিশ দলীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত এবং সক্রিয়। অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশ পদক্ষেপ করবে, এটাই কাম্য।'

এদিকে, গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তৃণমূল যুব সভাপতি শুভ দে সরকার বলছেন, 'যিনি অভিযোগ করেছেন, তিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না আমাকে কোনওদিন বাস টার্মিনাস বা তাঁদের কোনও বিষয়ে দেখেছেন। আমি আইনি পথেই লড়ব। সময় সব প্রমাণ করবে।' ধৃত আরেক তৃণমূল নেতা তারাশংকর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বাম আমল থেকে সক্রিয় রাজনীতি করি। এমনটা এই প্রথম দেখলাম। রাজনীতি থেকে এটাই হয়তো আমার প্রাপ্য ছিল।' অন্যদিকে, অভিযুক্ত অপর তৃণমূল নেতা আলম রহমান শহরের বাইরে রয়েছেন বলে খবর।

ভুল স্বীকার বিএসএফের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : সীমান্ত জরিপ নিয়ে খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হটল বিএসএফ। শুক্রবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়িতে বিএসএফের বেরুবাড়ি ২ নম্বরের ব্যাটালিয়নের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বৈঠক হয়। নতুন করে সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য কোনও জরিপ করা হয়নি বলে বৈঠকে বিএসএফ দাবি করে। এই বক্তব্য শুনে গ্রামবাসীরাও প্রশ্ন তোলেন, তাহলে কেন বিএসএফ নতুন করে জরিপ করে এক সপ্তাহ আগে তৎপরতা শুরু করেছিল?

জমিজটের কারণে দক্ষিণ বেরুবাড়িতে এখনও ১৯ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বেড়া ও সড়ক তৈরি হয়নি। ঘরবাড়ি, সরকারি সম্পত্তি বাঁচিয়ে জেলা প্রশাসন ও ভূমি দপ্তর এক বছর আগে জমি চিহ্নিত করে অস্থায়ী পিলার বসিয়েছিল। কিন্তু অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে বেরুবাড়ি ২ নম্বরের ১৩০ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের তরফে ফৌদারপাড়া, বুড়িরজোত,

গ্রামবাসীর সঙ্গে বৈঠক

যোলোঘরিয়া, নতুনবস্তি এলাকায় প্রশাসনকে না জানিয়ে নিজেরাই জমি জরিপ শুরু হয়। সেই সময় গ্রামবাসীরা বিএসএফকে জিজ্ঞেস করায় বিএসএফ জানিয়েছিল, আগের জরিপ মানা হবে না। নতুন করে জরিপ করা হচ্ছে। নতুন জরিপে ওই গ্রামগুলির ৪৩০টির মতো ভারতীয় বাড়ি, সরকারি স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কাঁটাতারের বেড়ার ওপাড়ে ১৫০ গজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা ভারতীয়রা নো ম্যানস ল্যান্ডের বাসিন্দা হয়ে যাবেন, আতঙ্কে গ্রামবাসী দক্ষিণ বেরুবাড়ি সীমান্ত প্রতিরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এদিনের বৈঠকে বিএসএফের তরফে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয় কোনও জরিপ হয়নি। আগের জরিপই কার্যকর হবে। সেসময় গ্রামবাসীরা চিৎকার করে প্রশ্ন তোলেন, তাহলে সেদিন কেন জরিপ করতে এসে বলা হয়েছিল ঘরবাড়ি ১৫০ গজের বাইরে চলে যাওয়ার কথা? কেন বলা হয়েছিল আগের জরিপ মানা হবে না? কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি।

বেরুবাড়ি সীমান্ত প্রতিরক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস জানান, বিএসএফ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা ভুল স্বীকার করেছে। সব মিটে গিয়েছে।

স্বাধীনতার স্মৃতি আঁকড়ে ডুয়ার্স

নাগরাকাটা, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতার প্রথম সূর্য ওঠার অনেক আগেই মুক্তির আনন্দে মেতেছিল ডুয়ার্সের চা বলয়। তথ্য ও প্রামাণ্য দলিল সাক্ষী দেয়, ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্টের মধ্যরাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে বহু চা বাগানে সগর্বে উড়েছিল তেরঙা। ব্রিটিশ বা স্কটিশ মালিকানাধীন কিছু বাগান শুরুতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও, বাঙালি চা শিল্পপতিরা নিজেদের কারখানায় স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে উৎসবে মেতে ওঠেন। মালবাজার থেকে বানারহাট- পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার সেই স্মৃতি আজও পরম যত্নে বুকে আগলে রেখেছেন এখানকার মানুষ।

মালবাজারে বর্তমানে যেখানে আদর্শ বিদ্যাভবন স্কুল সেখানেই ছিল ব্রিটিশ মাউন্টেড পুলিশের দপ্তর। যা 'সার্জেন্ট কুঠি' নামেও পরিচিত। পুরোনো সেই ভবনটি এখন রয়েছে। ১৪ অগাস্ট মধ্য রাতে মালবাজারের স্বাধীনতাকামী জনতা ওই ভবন ঘেরাও করে। ব্রিটিশ পুলিশই সেখানে টাঙানো ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে দেয়। ওঠে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। ১৫ অগাস্ট মালবাজারের ক্যালটেক্স মোড়ে জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কংগ্রেস নেতা নিত্য কর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নেপুচাপুর, বড়দিঘি, সোনগাছি, হায়হায়পাথারের বহু চা শ্রমিক ও বাসিন্দা। ধামসা মাদলের তালে স্বাধীনতাকে বরণ করে নেওয়া হয় সেদিন। প্রাচীন জনপদ সুলকাপাড়ায় ১৫ অগাস্ট পতাকা তোলেন

ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে স্মৃতিস্তম্ভ। নাগরাকাটায়।

সেখানকার বাসিন্দারা। প্রয়াত নিত্য করের ছেলে পার্থ কর বললেন, 'স্বাধীনতার দিনগুলির কথা বাবা প্রায়ই বলতেন। তখন অনেক ছোট। তাই স্মৃতিগুলি কিছুটা আবছা। তবে একতাই যে আসল শক্তি, সেকথা বাবার কথায় বারবার উঠে আসত।'

বানারহাটে বর্তমানে যেখানে হাইস্কুল সেই মাঠে কমলা সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল। ১৪ অগাস্ট মধ্যরাতে সার্কাস কোম্পানি সাইরেন বাজিয়ে এলাকাবাসীকে জানিয়ে দেয় দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্থানীয়রা শঙ্খধ্বনি দিয়ে বরণ করে নেন বহু কাঙ্ক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে। বানারহাট স্টেশন লাগোয়া রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের কার্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন সতীশচন্দ্র কুণ্ডু। সঙ্গে ছিলেন হরিপদ দে, নরেন্দ্র কুণ্ডু প্রমুখ।

বানারহাট পুলিশ আউটপোস্টের পক্ষ থেকে ১৯৪৮ সালের স্বাধীনতা দিবসটি পালন করা হয় পলাশবাড়ি চা বাগানের সিডিএন ক্লাব মাঠে। তাতে উপস্থিত থাকার জন্য তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন চামুর্চির আদি বাসিন্দা বজলুল করিম। পুলিশ সুপার প্রত্যুত্তরে বজলুল সাহেবকে জানান, তিনি ওসিকে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছেন। সেসব চিঠি আজও পরম যত্নে বাড়িতে রেখে দিয়েছেন বজলুল করিমের ছেলে রেজা করিম। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিবার ১৯৩৫ সাল থেকে চামুর্চিতে রয়েছে। পরাধীন ও স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গল্প বাবার মুখে শুনতাম। প্রথম স্বাধীনতা দিবসেও এলাকার পতাকা উত্তোলনে তিনি ছিলেন।'

ইংরেজ চা শিল্পপতি ও বাগান পরিচালকদের মালবাজারের চেল ক্লাব, নাগরাকাটার ইউরোপিয়ান ক্লাব, বিন্নাগুড়ির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাব (চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ-র কার্যালয়ও সেখানে) থেকেও ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে তেরঙা তোলা হয়েছিল।

বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলছেন, 'ডুয়ার্সের বুকে স্বাধীনতার প্রথম দিনে বহু আলোচিত ঘটনা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিষয় অনেকের গবেষণায় উঠে এসেছে। আবার কিছু লোকমুখেও পরিচিত। সেসব ঘটনার সত্যতা যাচাই করে প্রকাশ্যে নিয়ে এলে ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে।'

সুবর্ণপত্তনে স্বাধীনতা এক উত্তরাধিকার

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাসত, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা, লাউডস্পিকারে বাজছে দেশাত্মবোধক গান। সরকারি উদ্যোগে চলছে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি। তার মধ্যেই বারাসতের সুবর্ণপত্তন যেন নিজের মতো করে স্বাধীনতার অন্যরকম কিছু কথা বলে চলেছে। এখানে স্বাধীনতা শুধু একটি দিনের উৎসব নয়। কোনও ঘরে যত্নে রাখা আজাদ হিন্দ বাহিনীর পোশাক, কোনও বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো পুরোনো ছবি, কোনও বৃদ্ধার কণ্ঠে স্বামীর স্মৃতি, কিংবা মেয়ের মুখে বাবার যুদ্ধের গল্প-সব মিলিয়ে স্বাধীনতা এখানে একটি জীবন্ত উত্তরাধিকার। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আঁকড়ে আজও বেঁচে রয়েছে সুবর্ণপত্তন।

শ্যাওলা ধরা ইটের পাঁচিল। পুরোনো ছাউনি। স্যাঁতস্যাঁতে সবুজে ঢাকা উঠোন। বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা পুরোনো বাড়ি ছাড়া আর কিছু মনে হওয়াটাই আশ্চর্যের। অথচ এই বাড়িরই মানুষ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শম্ভুনাথ দত্ত। কিশোর বয়সে যিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের অনুগামী হয়েছিলেন। পরে কর্মসূত্রে বর্মায় গেলেও নিজের বিপ্লবী চেতনার জলাঞ্জলি দেননি।

শম্ভুনাথের বড় মেয়ে মিঠু দত্তের কথায়, 'আমার বাবার জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ায়। স্কুলে পড়ার সময় ১৫-১৬ বছর বয়স থেকেই মাস্টারদা সূর্য সেনের অনুগামী হয়ে ওঠেন বাবা। পরবর্তী সময় একটি চাকরি পেয়ে বর্মায় চলে গেলেও স্বাধীনতার বিপ্লব থেকে দূরে থাকেননি। চাকরির ফাঁকে বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন তিনি।' সেই মানুষটির জীবনের শেষ পর্ব জড়িয়ে যায় বারাসতের সুবর্ণপত্তনের সঙ্গে। মিঠুর কথায়, 'বর্মা থেকে দমদম আসেন বাবা। পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উদ্যোগে তৎকালীন বাংলার রাজ্যপাল ধরমবীরা বারাসতের কাছে কিছুটা জমি আমাদের মতো উদ্বাস্তু পরিবারকে দিয়েছিলেন।'

বারাসতের সুবর্ণপত্তনে স্বাধীনতা শুধু পতাকা উত্তোলনের দিন নয়, তা ঘরের ভিতর যত্নে রাখা স্মৃতির উত্তরাধিকার। কোথাও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পোশাক, কোথাও তাম্রপত্র, কোথাও স্বজনের মুখে বিপ্লবের গল্প। প্রজন্ম বদলেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ইতিহাস এখনও বেঁচে রয়েছে এই জনপদের পরিবারগুলির স্মৃতিতে।

স্বাধীনতার ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে শম্ভুনাথ দত্তের বাড়ি।

সুবর্ণপত্তনেরই বাসিন্দা ৯৩ বছরের রেণুকণা দত্ত আজও যত্নে আগলে রেখেছেন স্বামী হিমাংশু বিমল দত্তের আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইউনিফর্ম, টুপি, বেল্ট, স্কার্ফ, মোজা। রয়েছে ভারত সরকারের দেওয়া তাম্রপত্রও। স্বাধীনতা দিবসে এখনও পাড়ায় জাতীয় পতাকা তোলেন তিনি। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে রেণুকণা বলেন, 'নেতাজি যখন বর্মায় গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর স্থাপন করেন, তখন আমার স্বামী সেখানেই যোগ দেন। ওঁর জিনিসগুলো আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।' মেয়ে শিবানী ভৌমিক বলেন, 'বাবার থেকে শুনেছি, যুদ্ধ করতে করতে ইম্ফল পর্যন্ত এসেছিলেন। খাবার না পেয়ে নাকি সাপের মাংস পর্যন্ত খেয়েছেন।'

সুবর্ণপত্তনের এই পরিবারের গল্প বিচ্ছিন্ন কোনও স্মৃতি নয়। ইতিহাসবিদ ও লেখক সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'অনেক পরিবার ছিল যারা বর্মায় আত্মগোপনকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।' সেই ইতিহাসেরই উত্তরাধিকার বহন করছে সুবর্ণপত্তন। মিঠু দত্তের দাবি, প্রথমে প্রায় ১৮৪টি পরিবার এলেও পরে জনপদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সংখ্যা ৪৫০ ছাড়িয়ে যায়। সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের চোখে, এই জনপদ শুধু ইতিহাসের স্মৃতিই নয়, দুই সংস্কৃতির মিলনস্থলও। তাঁর কথায়, 'বাংলার এই ছোট্ট জনপদে সংস্কৃতির সুন্দর মেলবন্ধন হয়েছে। বাংলা ও বর্মার সংস্কৃতির উপাদান মিলে গিয়েছে যা দেখার মতো বিষয়।'

জল্পেশে বছরভর মাটির ঘটে পুজো দেন পুণ্যার্থীরা।

পুণ্যের হিড়িকে শিকেয় পরিবেশ

অভিরূপ দে

জল্পেশ

ময়নাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : পুণ্য অর্জনের উন্মাদনায় শিকেয় ওঠে পরিবেশ- কথাটি যে কতটা সত্যি, শ্রাবণীমেলায় জল্পেশ মন্দির চত্বরে গেলেই তার প্রমাণ মিলছে। প্রশাসনের তরফে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্লাস্টিকমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব শ্রাবণীমেলার কথা প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তার কতটা প্রয়োগ হল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। জলসত্র ও ভাণ্ডারাগুলিতে প্লাস্টিকের গ্লাসের ব্যবহার অনেকটা বন্ধ করা গেলেও, প্লাস্টিকের ঘটের ব্যবহার কমার বদলে দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

পুণ্যার্থীদের প্রায় সবাই প্লাস্টিকের ঘটে জল নিয়ে জল্পেশ মন্দিরে এসে শিবের মাথায় জল ঢালছেন। পুণ্য অর্জনের পর সেই ব্যবহৃত ঘটই মন্দির চত্বরে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানিয়েছেন, জল ঢালার পর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী প্লাস্টিকের ঘট ফেলে চলে যাওয়ায় মন্দিরের ভেতর ও বাইরে ওই ঘটের বড় স্তূপ তৈরি হয়েছে। পরে মন্দিরের সা ফাইকর্মীদের দিয়ে সেসব পরিষ্কার করানো হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমাদেরও নজরে এসেছে। ভবিষ্যতে যাতে এই সমস্যা মেটানো যায় সেই চেষ্টা করব।'

জল্পেশ মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে সারা বছর ধরেই পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ফুল, বেলপাতা সহযোগে জলভর্তি মাটির ঘট বিক্রি হয়। পুণ্যার্থীরা মন্দিরের সামনের দোকানগুলি থেকে মাটির ঘট কিনে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে শিবের মাথায় জল ঢালেন। ফুল, বেলপাতা সহযোগে ছোট মাটির ঘট বিক্রি হয় ২০ টাকায়, বড় মাটির ঘট মেলে ৫০ টাকায়। পুণ্যার্থীদের জল ঢালার পর সেই ঘটগুলি মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কোনও স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু শ্রাবণীমেলার সময় সেই চিত্রটা বদলে যায়। সেসময় পুণ্যার্থীরা মূলত জল সংগ্রহ করেন তিস্তাঘাট থেকে। তিস্তাঘাটে স্নান করে সেখান থেকে জল নিয়ে ভক্তরা সুদীর্ঘ পথ হেঁটে জল্পেশ মন্দিরে আসেন। জল সংগ্রহের জন্য ময়নাগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় কয়েকশো দোকান বসে। আর সেই দোকানগুলিতে সেভাবে মাটির ঘট মেলে না বলে জানা গিয়েছে। মূলত প্লাস্টিকের ঘটই বিক্রি হয়। একেকটি প্লাস্টিকের ঘটের দাম ৩০ টাকা। ফলে পুণ্যার্থীদের সেই প্লাস্টিকের ঘটেই ভরসা করতে হয়। এতে 'পরিবেশবান্ধব মেলা'-র স্লোগান কার্যত শিকেয় উঠেছে।

তবে প্লাস্টিকের ঘটে এত ঝোঁক কেন? তিস্তাঘাটে প্লাস্টিকের ঘট বিক্রি করেন উত্তম মণ্ডল। তিনি বলেন, 'প্লাস্টিকের ঘট হালকা। জল নিয়ে হেঁটে মন্দিরে যাওয়ার সময় ভাঙারও ভয় থাকে না। তাই পুণ্যার্থীরা প্লাস্টিকের ঘট বেশি পছন্দ করেন।' এই যেমন শিলিগুড়ি থেকে আসা এক পুণ্যার্থী রবীন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'হাতের কাছে প্লাস্টিকের ঘট পেয়েছি, তাই প্লাস্টিকের ঘটেই জল নিয়েছি।' এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কড়া হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন অনেকেই। পুণ্যার্থী দেবাশিস দত্তের মতে, 'প্রশাসনের তরফে মাটির ঘট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করলে পরিবেশবান্ধব হয়ে ওঠার পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবে এই শ্রাবণীমেলা।'

৩১৭ মৌজায় বনসৃজন

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে মৌজাভিত্তিক বৃক্ষরোপণ করবে বন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই তার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে ৩১৭টি মৌজায় ১১০টি করে গাছ লাগানো হবে। তার মধ্যে শাল, সেগুন, মেহগনি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফলের গাছও লাগানো হবে। জলপাইগুড়ি জেলার ডিএফও (টেরিটোরিয়াল) জিজু জেসপার জে বলেন, 'জেলাজুড়ে বিভিন্ন মৌজায় বৃক্ষরোপণ করা হবে। স্বাধীনতা দিবসে সব জায়গায় ছুটি থাকায় ১৬ অগাস্ট ওই কাজ করা হবে।'

মূলত সরকারি জায়গাগুলি বাছাই করেই বৃক্ষরোপণ করা হবে। জেলার ৩১৭টি মৌজায় বৃক্ষরোপণের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি জায়গা না পাওয়ায় এই প্রকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সহ বিভিন্ন জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। ৯৫ শতাংশ মৌজাতেই স্কুলগুলোকে জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাকি ৫ শতাংশ বিভিন্ন মৌজায় সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করা হবে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বন দপ্তরের নিজস্ব নার্সারিতে উৎপাদিত চারাই সামাজিক বনসৃজনের অফিস থেকে নিয়ে বিলি করা হবে। একইসঙ্গে গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘেরা দেওয়ার বাঁশও বন দপ্তর থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে। মোট ৩৪ হাজার ৮৭০টি চারাগাছ আগামী রবিবার রোপণ করা হবে। তার জন্য জায়গা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া প্রশাসন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। সেই অনুযায়ী বাকি প্রক্রিয়া বনকর্মীরাও সম্পন্ন করছে।

ধূপগুড়ি ব্লকের ৪৮টি এবং বানারহাট ব্লকের ৩৯টি মৌজায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন ফল, ফুল এবং মূল্যবান শাল, সেগুন গাছ রোপণ করা হবে। যেখানে যে গাছ লাগানো হচ্ছে, সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং বন দপ্তরও প্রতি মুহূর্তে নজর রাখবে।'

তিস্তা রেলসেতু এলাকায় তদন্তে পুলিশ।

তিস্তা রেলসেতু এলাকায় রক্তাক্ত দেহ

সৌরভ দেব

- তিস্তা রেলসেতু সংলগ্ন বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় এদিন সকালে রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা
- মৃতের দেহে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে
- ঘটনাস্থল থেকে মদের বোতল ও প্লাস্টিকের গ্লাস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : শুক্রবার সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় এক মাঝবয়সি ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত তিস্তা রেলসেতু সংলগ্ন এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদের আসরে বিরোধের জেরে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে এলাকায় যায় ফরেন্সিক দল এবং ডগ স্কোয়াড। ঘটনার পেছনে কে বা কারা রয়েছে তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন বলেন, 'মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।'

তিস্তা রেলসেতু থেকে ১০০ মিটার দূরে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় এদিন সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয়দের মাধ্যমে ঘটনার খবর পৌঁছায় এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য এবং কোতোয়ালি থানার পুলিশের কাছে। খবর পাওয়ামাত্রই ডিএসপি (সদর) আফজল আবরর এবং কোতোয়ালি থানার আইসি মৌমন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যেহেতু রেললাইন সংলগ্ন এলাকার ঘটনা সেই কারণে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ থানার আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মৃত ব্যক্তির গলা, মুখে এবং পিঠে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রচুর রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে ঘটনাস্থলের চারপাশে। ঘটনাস্থল থেকে এদিন পুলিশ মদের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে মদের বোতলের গায়ে থাকা ব্যাচ নম্বর খতিয়ে দেখে সেটি কোথা থেকে কেনা হয়েছিল, পুলিশ তা জানার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠে আসছে, যারা সেখানে মদের আসর বসিয়েছিল তাদের কাছের ধারালো অস্ত্র এল কীভাবে? ফলে ঘটনাটি কোনও পরিকল্পিত খুন কি না সেটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিবেকানন্দপল্লি এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা জয়া সরকার বিশ্বাস বলেন, 'প্রতিদিনই আমাদের এলাকার অনেক মানুষ রেললাইনের পাশের ফাঁকা জমিতে গোরু চরাতে নিয়ে যান। এদিন সকালের তাঁদেরই কয়েকজন আমাকে খবর দেন, রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি তিস্তা রেলসেতুর পাশের ফাঁকা জমিতে পড়ে রয়েছেন। আমি বিষয়টি পুলিশকে জানাই। মৃত ব্যক্তির শরীরে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেখে মনে হচ্ছে তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

এপ্রিলে এনজেপির কাজ শেষের নির্দেশ

যাত্রী ভোগান্তি বন্ধে কড়া রেল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : যাত্রী ভোগান্তি আর নয়, আগামী বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ করতে হবে— নির্মীয়মাণ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলকে এমনই নির্দেশ দিল রেলমন্ত্রক। একই সঙ্গে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনজেপি-মালদা রুটটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করতে চতুর্থ লাইনের অনুমোদনও দিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, এক্ষেত্রেও দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের বক্তব্য, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এনজেপি স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করে আগামী বছরের এপ্রিল মাসে নতুনভাবে স্টেশনটি চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই লক্ষ্যেই এখন থেকে কাজ চলবে। শিলিগুড়ি করিডর সহ বাকি প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও আমাদের তরফে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।'

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডর দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে 'চিকেনস নেক' এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড রেল ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছে কেন্দ্র। ওই লক্ষ্যেই চতুর্থ লাইনের অনুমোদন দেওয়ার পাশাপাশি ছাড়পত্র দিয়েছে 'চিকেনস নেক' রেলপ্রকল্পের। শিলিগুড়ি করিডরের ২৯ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড রেললাইন পাতা হবে তিনমাইলহাট থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত। উল্লেখ্য, 'চিকেনস নেক'-এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ কিলোমিটার এবং চওড়া ২০-২২ কিলোমিটার।

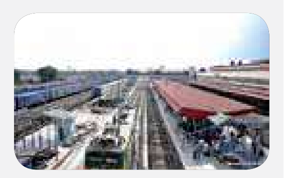

- কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র পেল আলুয়াবাড়ি রোড-এনজেপি চতুর্থ লাইন ও আন্ডারগ্রাউন্ড রেল প্রোজেক্ট
- স্থানীয় স্তরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আনতে যোগবাণী, রাধিকাপুর ও বালুরঘাট থেকে লোকাল ট্রেন
- সিকিমকে জুড়তে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ

কেন্দ্র অনুমোদন দিয়েছে আলুয়াবাড়ি রোড-এনজেপি ৫৭ কিলোমিটার চতুর্থ লাইনের। রেল সূত্রে খবর, পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে চতুর্থ লাইনটি নিয়ে যাওয়া হবে মালদা পর্যন্ত। তবে এনজেপি-আলুয়াবাড়ি রোড তৃতীয় লাইনের প্রস্তাব জমা পড়লেও এখনও তার আর্থিক অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্র। এক্ষেত্রেও দ্রুত ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার। রেলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের কাজ শেষ হলে কয়েকটি বন্দে ভারত সহ বেশ কিছু নতুন ট্রেন পাবে এনজেপি।

গত বছর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ৪২টি ট্রেন পেয়েছিল। পাশাপাশি, ২৫০টি নতুন স্টপ তৈরি হয়েছে। স্টপ এবং ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাটিহার ডিভিশনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, স্থানীয় স্তরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় জোর দিয়ে যোগবাণী, রাধিকাপুর এবং বালুরঘাট থেকে কয়েকটি রুটে লোকাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি মেট্রোপ্রকল্পের ক্ষেত্রে সমীক্ষার কাজ চলছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৯ সালে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল। যদিও মূলত কাজ শুরু হয় ২০১৭ সাল থেকে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ নানা ঘটনার জেরে প্রকল্পটির কাজ চলছে কার্যত কচ্ছপ গতিতে। সিকিমকে দ্রুত রেল মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয় রেলমন্ত্রক। যে কারণে আগামী ১৫ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরকনের প্রোজেক্ট ম্যানেজার মহিন্দর সিং বলছেন, 'প্রকল্পের অগ্রগতি অনেকটাই হয়েছে। নির্দেশমতো আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।'

তৃণমূল ছাড়লেন প্রধান

বানারহাট, ১৪ অগাস্ট : বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবিকা বিশ্বকর্মা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন। গত কয়েকদিন ধরে পঞ্চায়েত সদস্যরা গত তিন বছরের হিসাবনিকাশ প্রকাশের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। তা না হলে প্রধান পদ থেকে ইস্তফার দাবিও ওঠে। এর মধ্যেই শুক্রবার প্রবিকা প্রধান পদে ইস্তফা না দিয়ে দল ছাড়ার কথা জানান।

পঞ্চায়েতের গত তিন বছরের আয়ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের সম্পূর্ণ হিসাব সদস্যরা চেয়ে আসছিলেন। বদলি হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভকে আইনি নোটিশও পাঠিয়েছেন বলে প্রধান জানান। সাতদিনের মধ্যে হিসাব জমা দেওয়ার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। তা না হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রবিকা জানান, তাঁর উপর লাগাতার চাপ বাড়লেও সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের ও দলের নেতৃত্বের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাননি। পঞ্চায়েতের বিবাদ মেটাতে দলের উচ্চ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়াই দল ছাড়ার মূল কারণ বলে তিনি জানান। আপাতত প্রধান পদে থাকবেন তিনি। হিসাবনিকাশের বিষয়টি মিটলে পদে থাকবেন নাকি ইস্তফা দেবেন, তা পরে সিদ্ধান্ত নেবেন।

নির্জলা বাড়িভাসা

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : পাঁচদিন ধরে এলাকায় পানীয় জল নেই। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িভাসা বাজার সংলগ্ন এলাকার প্রায় ১০০টি পরিবার তাই ফের জলকষ্টে ভুগছে। কয়েকমাস আগেও প্রায় সাতদিন ধরে এই এলাকায় বাসিন্দাদের জলকষ্টে ভুগতে হয়েছিল। কিছুদিন পরপরই এমন ভোগান্তিতে তাঁরা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

এলাকায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পানীয় জলের কল রয়েছে। তবে সেই কল থেকে জল পড়ছে না। ফলে কেনা জলের ভরসায় থাকতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। স্নানের জল, কাপড় কাচার জলের সমস্যা তো রয়েছেই। এখন নতুন যুক্ত হয়েছে পানীয় জলের সংকট।

ধর্ষণে অভিযুক্ত

প্রথম পাতার পর

গুরু সেজে গরিব এবং সহজসরল মানুষদের সর্বনাশ করছে। ভাঁওতা দিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের জন্য আমাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তবে আমি শেষ দেখেই ছাড়ব।'

এতদিন এইসব ঘটনা ধামাচাপা থাকলেও নেতাজিকে নিয়ে নগেন্দ্রর লাগাতার কুমন্তব্যের পর বিতর্ক তৈরি হতেই সামনে এসেছে মহারাজের কেচ্ছা। অভিযোগকারীর আইনজীবী উদয়রঞ্জন রায় প্রধানীর কথা, '২০২৩ সালে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, তিন বছর পরেও ধর্ষণের ঘটনার নতুন করে তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয়নি পুলিশ। কেন পুলিশ এখনও তদন্ত করছে না তা রহস্যজনক। অভিযুক্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং বর্তমানে বিজেপির সাংসদ। তাই তাঁকে বাঁচাতেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। শীঘ্রই গোটা বিষয়টি আদালতের নজরে আনব এবং পুলিশের গাফিলতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানাব।' অসমে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। কয়েক বছর আগে ঢালিগাঁওতে নগেন্দ্রর বাড়িতে গিয়েছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও সেই বাড়িতে নগেন্দ্রর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে নগেন্দ্রকে সুরক্ষিত রাখতে ওপরমহলের নির্দেশেই কি ধর্ষণের মামলা নিয়ে হেলদোল করছে না পুলিশ? যদিও অসম পুলিশের একাধিক আধিকারিক 'বিচারাধীন বিষয়' বলে ওই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। একাধিকবার প্রশ্ন করা হলেও নগেন্দ্র এসব নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি।

আবার রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র পেশের সময় নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামায় ধর্ষণের মামলার উল্লেখ করেননি নগেন্দ্র। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তথ্য গোপনের জন্য নগেন্দ্রর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন উদয়রঞ্জন। তিনি বলেন, 'আদালতের নির্দেশনামা এবং সমস্ত নথিপত্র সহ বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।' হলফনামায় নগেন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে থাকা যে দুটি ফৌজদারি মামলার কথা উল্লেখ করেছেন তাতেও প্রতারণা, সম্পত্তি আত্মসাৎ, জাল নথি ব্যবহার, হুমকি, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া সহ মারাত্মক নানা অভিযোগ রয়েছে। দুটো মামলাই কোচবিহার জেলা আদালতে বিচারাধীন। এতসব অভিযোগে যার বিরুদ্ধে জেনেবুঝেও কেন তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠাল বিজেপি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না কেউই।

চাপে পড়ে ঝুঁকলেন নগেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

নেতাজি সম্পর্কে আমার অনিচ্ছাকৃত কিছু বক্তব্যের জন্য কেউ যদি আঘাত পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।' তবে সরাসরি ভুলস্বীকার বা তিনি মন্তব্য প্রত্যাহার করেননি।

নগেন্দ্রর দুঃখপ্রকাশকে মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক বলে মনে করেছেন। শুক্রবার তিনি বলেন, 'উনি ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছেন। তবে ক্ষমা চেয়েছেন ভালো কথা। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন, আশা করি। উনি বর্ষীয়ান নাগরিক। ওঁর এই দুঃখপ্রকাশকে ইতিবাচকভাবেই দেখা উচিত।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'এফআইআর হয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিছু অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে এবং আইন আইনের পথেই চলবে। নেতাজি মন্তব্য বিতর্কে এ পর্যন্ত পাঁচজন গ্রেপ্তার ও ছ'টি এফআইআর হয়েছে। ২৮২টি পোস্ট মুছে দিয়ে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলিও বন্ধ করা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে কোতোয়ালিতে কৃষ্ণ কার্জি ও পিন্টু রায়, সাহেবগঞ্জে বসন্ত দেবনাথ ও স্বপন মোহন্ত এবং নিশিগঞ্জ ফাঁড়িতে উত্তম বর্মন গ্রেপ্তার হন। আদালত কৃষ্ণ ও পিন্টুর ছ'দিন এবং বসন্ত ও স্বপনের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষক উত্তম নিজের ভুল স্বীকার করলে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। আদালতে যাওয়ার পথে পিন্টু বলেন, 'আমাদের বক্তব্যে আমরা অনড়। নেতাজি ওয়ার ক্রিমিন্যাল। জওহরলাল নেহরুও এই কথা বলে গিয়েছেন।'

পুলিশ জানিয়েছে, কুমন্তব্যকারীদের প্রত্যেকের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে মূল অভিযুক্ত নগেন্দ্রকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও উঠেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'চুনোপুঁটিদের পাশাপাশি মূল অভিযুক্তকে আগে গ্রেপ্তার করা হোক। শুধু গ্রেপ্তারই নয়, নগেন্দ্র রায়ের সাংসদ পদ খারিজ করতে হবে।' গত ৭ অগাস্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সদস্য গোপাল দে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬, ২৯৯, ৩৫৩ ধারায় মামলা হয়েছে। এই ধারাগুলিতে তিন বছর জেল ও জরিমানার সংস্থান রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কুণাল ঘোষ নগেন্দ্রর সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়ার দাবি করেন। প্রদীপ্তানন্দজি ওরফে কার্তিক মহারাজ বলেন, 'কংগ্রেস নেতাজিকে বহিষ্কার করেছিল। বামফ্রন্টও নেতাজিকে অপমান করেছে। আর এখন নেতাজিকে নিয়ে যাঁরা নানা মন্তব্য করছেন, তাঁদের আগে ইতিহাস জানা প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'কে কোথাকার নগেন্দ্র রায় যে তিনি নেতাজিকে নিয়ে এসব মন্তব্য করবেন?' রাজ্যসভার এই সাংসদকে নিয়ে বিজেপির মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় নগেন্দ্রকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন।

নগেন্দ্রকে রাজ্যসভায় পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক দলই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নানা সময়ে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে। তৃণমূলের তরফেও অতীতে মেনকা-গুরুস্বামীর মতো আইনজীবী বা অনেককেই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজ্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার বঙ্গবিভূষণ এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল কেন? বড় বড় ভাষণ দেওয়া শিবিরের এ ব্যাপারে আত্মোপলব্ধি করা উচিত।' শ্যামবাজারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েও তিনি বলেন, 'বড় বড় ভাষণ দেওয়া হচ্ছে। অথচ ৫ জন লোক নিয়ে চুপিসারে শ্যামবাজারে গিয়ে নাটক করেছেন।' এদিন এলগিন রোডে নেতাজি ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আটক হন। পর্যবেক্ষকদের মতে, স্বাধীনতা দিবসের আগে নেতাজি ইস্যুতে রাজনীতির পারদ চড়ানোর পর বিজেপি এখন তার রাশ টানতে চাইছে।

এদিন ফাটাপুকুরে রাজগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে আইন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাসের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। নগেন্দ্র রায়কে নিয়ে বিতর্কের বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে শংকর বলেন, 'নগেন্দ্র রায়ের ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করাকেও সম্মান জানানো উচিত। এটা কোনও ইগোর লড়াই নয়। গ্রেপ্তার করলেই সেটা ভালো, তেমনটা নয়। উনি ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় সমস্যা মিটে গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'সমাজের সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কারও এমন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়, যাতে অনাবশ্যক বিতর্ক তৈরি হয়।' জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় অবশ্য নগেন্দ্রকে 'পাগল' বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নেতাজি সম্পর্কে ওই মন্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। আইন আইনের মতো ব্যবস্থা নেবে।'

ডাম্পার সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বালি পাচারের অভিযোগে দুটি ডাম্পার সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন অমিত রায় ও কৃষ্ণ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার রাতে ফুলবাড়ির গোরামোড় এলাকা থেকে দুটি ডাম্পারকে আটক করা হয়। ডাম্পারের চালকরা বালির রয়্যালটি দেখাতে পারেননি। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক শর্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করেন।

আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা নতুন ভারতের

অলিম্পিকের মঞ্চ থেকে শুরু করে গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী- সর্বত্রই অদম্য জেদ আর আত্মবিশ্বাসে ভর করে নিজস্ব শর্তে নতুন ইতিহাস লিখছেন দেশের মহিলারা। বলছেন নীহারিকা সরকার।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে নারীশক্তির জয়গান গাওয়া হয়। কিন্তু ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আজ তা আর নিছক কোনও ফাঁপা স্লোগান নয়, বরং এক জ্বলজ্বলে বাস্তব। দেশের প্রতিটি কোনায় আজ নারীরা যেভাবে মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন, তা আগামীদিনের জন্য এক চূড়ান্ত আশাব্যঞ্জক ছবি তুলে ধরে। আজ আর ভারতীয় নারীরা প্রথাগত পেশা বা ঘরের চার দেওয়ালে আটকে নেই; তাঁরা অসীম সাহসে ফাইটার জেট ওড়াচ্ছেন, চন্দ্রযানের মতো জটিল মহাকাশ অভিযানের নেতৃত্বে থাকছেন, আবার অলিম্পিক বা প্যারালিম্পিকের মঞ্চ থেকে দেশের জন্য পরম সম্মান ছিনিয়ে আনছেন। এই সাফল্যগুলো শুধু গুটিকয়েক মানুষের ব্যক্তিগত জয় নয়, গোটা দেশের সামাজিক কাঠামোর এক বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তনের অকাট্য প্রমাণ।

একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বা চাকরি করা নিয়ে সমাজের নানা স্তরে বিস্তর নাক সিঁটকানো হত। পদে পদে তাঁদের প্রমাণ করতে হত নিজেদের যোগ্যতা। কিন্তু আজ মান্ধাতার আমলের সেই মানসিকতা দ্রুত বদলাচ্ছে। অভিভাবক মহলও গভীরভাবে বুঝছেন যে, মেধা বা যোগ্যতার বিচারে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই; সঠিক সুযোগ পেলে মেয়েরাও সমান দক্ষতায় অনায়াসেই আকাশ ছুঁতে পারেন। আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে নীরব কিন্তু শক্তিশালী হাওয়াটা বইছে দেশের গ্রামগঞ্জে।

সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নারী আজ আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হচ্ছেন। কেউ ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের কাজ করছেন, কেউ নিজের উদ্যোগে জৈব চাষ করছেন, আবার কেউ ছোট ব্যবসা শুরু করে শক্ত হাতে পুরো সংসারের হাল ধরছেন। নিজেদের উপার্জনে সংসার চালানোর এই অধিকার তাঁদের মনে এক অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আজ তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজেরাই নিতে পারছেন।

স্বাধীন দেশে নারীর আসল স্বাধীনতা ঠিক এখানেই লুকিয়ে থাকে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থার বোর্ডরুম—সব জায়গাতেই নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। সবচেয়ে আশার কথা হল, আজকের নারীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য লড়ছেন না, বরং একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে যাওয়ার এক সুন্দর ও সহযোগিতাপূর্ণ ইকো সিস্টেম তৈরি করছেন। একজন নারী যখন সফল হন, তখন তিনি আরও দশজন নারীকে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেন। এই চেন রিঅ্যাকশন আজ গোটা দেশের মানচিত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। নারী স্বাধীনতার কথা উঠলে আজ আর শুধু তাঁদের সুরক্ষার প্রশ্নটাই একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠে না; বরং সমানভাবে বড় হয়ে ওঠে তাঁদের আকাশ ছোঁয়ার অদম্য স্বপ্নটা। আজকের দিনটা সেই স্বপ্ন পূরণেরই এক নীরব উৎসব। আগামীদিনে এই নারীরাই তাঁদের মেধা ও পরিশ্রমে দেশের অর্থনীতি এবং সমাজকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবেন, যা ভারতের এই আশি বছরের যাত্রাকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে।

রাজপথের মিছিলে তরুণ প্রজন্মের

স্পর্ধা ও নতুন দেশপ্রেম

স্বাধীনতা দিবস মানেই এখন আর শুধু হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দেওয়া নয়; আজকের জেন জেড প্রজন্মের কাছে দেশপ্রেম মানে অন্ধ স্তুতি ছেড়ে সিস্টেমের চোখে চোখ রেখে অধিকার বুঝে নেওয়া। কলমে সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৮০তম বছরে পা দেওয়ার এই মুহূর্তটি জাতীয় জীবনে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ। লালকেল্লার প্রাকারে যখন তেরঙা উড়বে, তখন দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ—যাঁদের জেন জেড বা মিলেনিয়াল বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়—তাঁরা এই দিনটিকে ঠিক কীভাবে দেখছেন, তা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সময় এসেছে। পূর্বসূরিদের কাছে দেশপ্রেমের একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ ছিল। সিনেমা হলে দেশাত্মবোধক গান শুনলে উঠে দাঁড়ানো, ১৫ অগাস্ট সকালে পাড়ার ক্লাবে গিয়ে পতাকা তোলা বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের গল্প শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়াই ছিল সেই দেশপ্রেমের মূল ভিত্তি। কিন্তু আজকের তরুণ প্রজন্ম সেই আবেগের গণ্ডি পেরিয়ে এক কড়া বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের কাছে দেশপ্রেম মানে শুধু অতীতকে নিয়ে গর্ব করা নয়, বরং বর্তমানের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। তাঁরা বুঝেছেন, বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি পাওয়াটাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। আসল স্বাধীনতা হল মেধার সঠিক মূল্যায়ন, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক রং না দেখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ।

সম্প্রতি দেশজুড়ে পরীক্ষা দুর্নীতি বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে পথে নেমে এই প্রজন্ম বুঝিয়ে দিয়েছে, সস্তা জাতীয়তাবাদের বড়ি গিলিয়ে তাঁদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না। তাঁরা জানেন, অন্ধভাবে সরকারের সব ভুলকে সমর্থন করার নাম দেশপ্রেম নয়; বরং দেশের স্বার্থে সরকারের ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই হল আসল নাগরিক দায়িত্ব। এই প্রজন্ম ইন্টারনেট আর বিশ্বায়নের যুগে বড় হয়েছে। বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে, কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন—সবকিছুই তাঁদের নখদর্পণে। তাই রাজনৈতিক নেতারা যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাঁপা প্রতিশ্রুতির ফানুস ওড়ান, তখন তাঁরা আর বোকার মতো হাততালি দেন না। তাঁরা প্রশ্ন করতে শিখেছেন। তাঁরা জানতে চাইছেন, যে দেশে চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর মতো মেধা ও প্রযুক্তি রয়েছে, সে দেশে কেন একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে নেওয়ার পরিকাঠামো থাকবে না? কেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোচিং সেন্টারের খাঁচায় বন্দি থাকার পরও তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নপত্র ফাঁসের সিন্ডিকেটের কাছে বিক্রি হয়ে যাবে?

এই প্রশ্নগুলোই আজকের দিনের নতুন স্বাধীনতা সংগ্রাম। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল দৃশ্যমান এক শত্রুর বিরুদ্ধে, আর আজকের লড়াইটা সিস্টেমের ঘুণপোকাদের বিরুদ্ধে। আজকের তরুণরা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছাতার তলায় থাকতে চান না। তাঁরা বুঝেছেন, ক্ষমতার অলিন্দে যে দলই থাকুক না কেন, চরিত্রগতভাবে সবাই প্রায় এক। তাই তাঁরা আজ সটান জবাবদিহি চাইছেন। এই জেন জেড প্রজন্ম কোনও রাজনৈতিক খয়রাতি চায় না, তারা চায় একটি পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা যেখানে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ মিলবে। ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে দাঁড়িয়ে এই তরুণদের স্পর্ধাই আসলে ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় আশার আলো। এঁরা যদি এভাবেই প্রশ্ন করা চালিয়ে যান, তবেই হয়তো আগামীদিনে এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব যেখানে স্বাধীনতা কথাটি শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় আটকে থাকবে না, বরং প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের অধিকার হয়ে উঠবে।

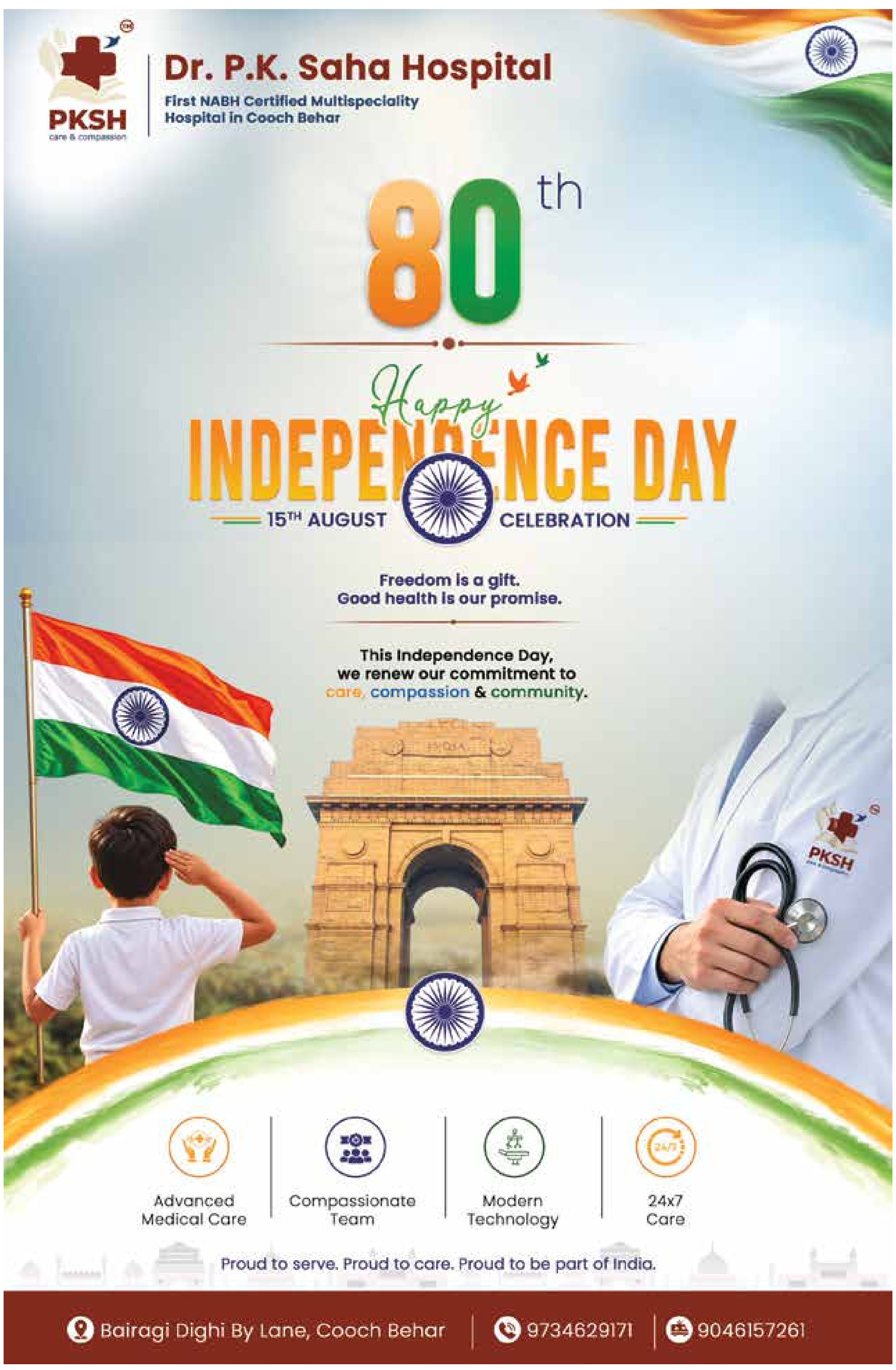

কতটা স্বাধীন দেশের অর্থনীতি?

জিডিপি-র গালভরা পরিসংখ্যান যতই থাকুক, বাজারের আগুন আর বেকারত্বের হাহাকার প্রমাণ করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ আজও সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বলছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার আট দশক পূর্তির উৎসবে মেতে ওঠার এই আবহে দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রের দিকে একবার কড়া নজর বুলিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বমঞ্চে ভারত আজ পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট, শেয়ার বাজারের রেকর্ড উচ্চতা আর বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় ভারতীয় শিল্পপতিদের দাপট দেখে মনে হতেই পারে যে ভারত এক অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই চকচকে বিজ্ঞাপনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল ছবিটা কতটা স্বাধীন? বাজার করতে গিয়ে যখন মধ্যবিত্তের হাত পোড়ে, কিংবা মাসের শেষে ইএমআই আর ওষুধের বিল মেটাতে গিয়ে যখন সাধারণ চাকরিজীবীর কপালে ঘাম জমে, তখন জিডিপি-র ওই আকাশছোঁয়া পরিসংখ্যানগুলো বড্ড মেকি মনে হয়।

স্বাধীনতার এত বছর পরও দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষ যদি দু'বেলা নিশ্চিন্তে খাওয়ার জন্য র‍্যাশনের লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হন, তবে সেই স্বাধীনতা কতটা অর্থবহ, তা নিয়ে জোর তর্ক হওয়া উচিত। দেশের অর্থনীতি আজ এমন এক অদ্ভুত মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কর্পোরেট মুনাফা আকাশ ছুঁচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। গুটিকতক মানুষের হাতে দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ার এই ব্যবস্থাকে কোনওমতেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা যায় না। এটি এক ধরনের আধুনিক পরাধীনতা, যেখানে শোষকের নাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নয়, বরং নামগোত্রহীন এক বাজার অর্থনীতি, যা সাধারণ মানুষের পকেট কাটতে সিদ্ধহস্ত।

বেকারত্বের জ্বালা এই অর্থনৈতিক পরাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ডিগ্রিধারী তরুণরা আজ গিগ ইকনমির নামে কোনও এক ডেলিভারি অ্যাপের টি-শার্ট গায়ে চাপিয়ে ট্রাফিকের ধুলো মেখে দিনভর ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন। একে 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' বা 'স্বনির্ভরতার' চমৎকার তকমা দেওয়া হলেও, এর আসল রূপটা হল চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা। এই চাকরিতে না আছে কোনও পেনশন, না আছে স্বাস্থ্যবিমা, না আছে চাকরির নিশ্চয়তা। সকালে ঘুম থেকে উঠে অ্যাপ বন্ধ দেখলে সেই তরুণের রুটিরুজি সেখানেই শেষ। যে দেশের তরুণ প্রজন্মকে এমন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ গড়তে হয়, সে দেশ আর যাই হোক, অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারে না।

পাশাপাশি রয়েছে কৃষকদের অবস্থা। যাঁরা দেশের অন্ন জোগান, তাঁরা আজও ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন, পুলিশের লাঠি খাচ্ছেন। স্বাধীনতার প্রায় আশি বছর পরও কৃষিঋণের দায়ে আত্মহত্যার খবর সংবাদপত্রের পাতা থেকে মুছে যায়নি। এই তীব্র বৈষম্যগুলোই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হয়তো দিল্লির হাতবদল হয়েছে, কিন্তু সম্পদের সুষম বণ্টন আজও এক মরীচিকা হয়েই রয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজ আজ ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। একটা ফ্ল্যাট বা গাড়ির স্বপ্ন দেখতে গিয়ে জীবনের সেরা সময়টা ব্যাংকের কিস্তি টানতেই কেটে যায়। সঞ্চয় বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই আজ পনেরোই অগাস্টের সকালে যখন পতাকা ওঠে, তখন সেই পতাকার দিকে তাকিয়ে এক নতুন লড়াইয়ের শপথ নেওয়া প্রয়োজন। এই লড়াই রাজনৈতিক নয়, এই লড়াই অর্থনৈতিক সাম্যের। যেদিন দেশের শেষ প্রান্তের মানুষটিও নিজের রোজগারে মাথা উঁচু করে বাঁচার আত্মবিশ্বাস পাবেন, যেদিন কোনও তরুণকে চাকরির অভাবে ভিনরাজ্যে গিয়ে অমানবিক শ্রম দিতে হবে না, সেদিনই বুক ফুলিয়ে বলা সম্ভব হবে যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হয়েছে।

প্রযুক্তির মেলবন্ধনে আত্মনির্ভরতার

নতুন ইতিহাস লিখছে ভারত

ফুটপাথের চায়ের দোকান থেকে মহাকাশ গবেষণা- প্রযুক্তির হাত ধরে এক অভূতপূর্ব ডিজিটাল বিপ্লবের সাক্ষী থাকছে ৮০তম স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ভারত। লিখছেন কুশল হেমব্রম।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পূর্তির উৎসবে মেতে ওঠার এই মুহূর্তে দেশের প্রযুক্তিগত মানচিত্রের দিকে একবার গভীরভাবে চোখ বুলিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বমঞ্চে ভারত আজ এমন এক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা কয়েক দশক আগেও নিছক স্বপ্নের মতো মনে হত। একসময় যে দেশকে সাপুড়ে আর হাতির দেশ বলে বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশগুলো অবজ্ঞার চোখে দেখত, আজ সেই দেশই সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে মহাকাশযান নামিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছে। ইসরোর এই অসামান্য সাফল্য শুধু বিজ্ঞানীদের মেধার প্রমাণ নয়, এটি এক নতুন ও আত্মবিশ্বাসী ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতীক।

তবে এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব শুধু মহাকাশ গবেষণার মতো উচ্চমার্গের খাতেই আটকে নেই, তা সরাসরি ছুঁয়ে গিয়েছে দেশের একদম সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেম আজ সারা বিশ্বের কাছে এক পরম বিস্ময় এবং গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ার মোড়ের ছোট চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ফুটপাথের সবজি বিক্রেতা- সবাই আজ অনায়াসে কিউআর কোড স্ক্যান করে ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ করছেন। পকেটে নগদ টাকা না থাকলেও আজ আর কাউকে সমস্যায় পড়তে হয় না। বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ দেশের অর্থনীতিকে এক বিরাট স্বচ্ছতা এবং অভাবনীয় গতি এনে দিয়েছে।

ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা আজ গ্রাম এবং শহরের মধ্যে থাকা বিরাট অদৃশ্য দেওয়ালটাকে প্রায় পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে। গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্তে বসে একজন সাধারণ ছাত্র আজ ইন্টারনেট ব্যবহার করে শহরের সেরা শিক্ষকের ক্লাস অনলাইনে করতে পারছে, আবার প্রত্যন্ত এলাকার কোনও রোগী টেলি-মেডিসিনের মাধ্যমে শহরের নামজাদা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারছেন অনায়াসে। প্রযুক্তির এই গণতান্ত্রিক রূপই হল স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আগে যে সামান্য কাজগুলোর জন্য সরকারি দপ্তরে দিনের পর দিন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, আজ তা আঙুলের এক ক্লিকে বাড়িতে বসেই মোবাইল স্ক্রিনে হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনগুলো দৈনন্দিন জীবনকে অনেক বেশি সহজ, গতিশীল এবং দুর্নীতিমুক্ত করেছে।

এমন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ভারত অত্যন্ত দ্রুত এগোচ্ছে, যেখানে প্রযুক্তি শুধু কিছু সুবিধাভোগী মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না, বরং তা সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তের মানুষটির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

হামলার হুমকির পর দিল্লি জুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। শুক্রবার পুলিশি তল্লাশি পাটনার গান্ধি ময়দানে।

সেন্সাসে কোভিড ও ব্যাংকের তথ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীন ভারতে এই প্রথমবার। ২০২৭ সালের জনগণনায় কেবল তফশিলি জাতি বা উপজাতি নয়, এবার সমস্ত নাগরিককেই নিজেদের 'জাত' জানাতে হবে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য যে ৪০টি প্রশ্নের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে সবচেয়ে বড় চমক এটাই। চিরাচরিত প্রশ্নের গণ্ডি পেরিয়ে এবার জনগণনার ফর্মে জায়গা করে নিয়েছে আধার নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ভোটার আইডি থেকে শুরু করে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের মতো একগুচ্ছ আধুনিক তথ্য।

রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ জানিয়েছেন, জনগণনার ফর্মের ১০ নম্বর প্রশ্নে সরাসরি 'এসসি/এসটি/কাস্ট' জানতে চাওয়া হবে। এটি একটি 'ওপেন কলাম' যেখানে নাগরিকরা নিজেদের ঘোষিত জাতের কথা নথিভুক্ত করতে পারবেন। গত জুলাই মাসে ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এর ট্রায়াল বা 'প্রি-টেস্ট' সফল হওয়ার পরই এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৭ অগাস্ট থেকে লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের মতো বরফাবৃত পাহাড়ি এলাকায় জনগণনার কাজ শুরু হচ্ছে। দেশের বাকি অংশে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

জাতগণনা নিয়ে কেন্দ্র যে পদ্ধতি নিয়েছে, তাতে গোটা প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'প্রত্যাশা ছিল বিহার ও তেলেঙ্গানার জাতভিত্তিক সমীক্ষার মতো রাজ্যভিত্তিক পূর্বপ্রস্তুত জাতের তালিকা থাকবে এবং উত্তরদাতার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে তা নথিভুক্ত করা হবে। কিন্তু কেন্দ্র সেই পথে হাঁটেনি।' ফলে 'উদ্দেশ্য নিয়ে গুরুতর সংশয়' তৈরি হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। একই সঙ্গে কংগ্রেসের অভিযোগ, জাতগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও কোনও আলোচনা করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে

জানাতে হবে জাতের পরিচয়

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ২০২৫ সালের ৫ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা চিঠির কথাও সামনে এনেছেন রমেশ।

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবারের জনগণনা হতে চলেছে অনেক বেশি আধুনিক এবং তথ্যসমৃদ্ধ। নাম, বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা বা পেশার পাশাপাশি এবার সেন্সাস আধিকারিকরা নাগরিকদের কাছে জানতে চাইবেন তাঁদের ক'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। জানতে চাওয়া হবে মোবাইল নম্বর, ভোটার আইডি, পাসপোর্ট নম্বর, এমনকী ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কি না।

এছাড়া, করোনা কালে কে কোথা থেকে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন, সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হবে। (অবশ্য আধার, ভোটার বা পাসপোর্ট নম্বরের মতো তথ্যগুলি ঐচ্ছিক, অর্থাৎ 'যদি থাকে' তবেই দিতে হবে)।

এর পাশাপাশি থাকছে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত একাধিক খুঁটিনাটি। আপনি কি গত এক বছরে কাজ করেছেন? কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি কী? কাজের খোঁজে রয়েছেন কি না এবং কর্মস্থলে যাতায়াতের মাধ্যম কী-সবই নথিভুক্ত করবেন আধিকারিকরা। পরিযায়ী বা কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে বসবাসকারীদের জন্য থাকছে মাইগ্রেশন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশ্ন, যেমন পরিযায়ী হওয়ার কারণ এবং বর্তমান বাসস্থানে কতদিন ধরে রয়েছেন। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে 'ডিজিটাল লিটারেসি' বা প্রযুক্তিগত সাক্ষরতার স্ট্যাটাসও জানতে চাওয়া হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাঁদের জন্ম দেওয়া জীবিত সন্তানের সংখ্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশ্নও থাকছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৪৮ সালের সেন্সাস অ্যাক্ট অনুযায়ী তৈরি করা এই ৪০টি প্রশ্নের তালিকা শুধু দেশের জনসংখ্যা নয়, বরং আধুনিক ভারতের আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তিগত ব্যবহার এবং জনবিন্যাসের এক নিখুঁত ছবি তুলে ধরবে। সব মিলিয়ে, ২০২৭ সালের সেন্সাস যে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে মেগা এবং অভিনব ডেটা কালেকশন হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিসিআই-কে ধমক সূর্য কান্তের

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : তাঁর একটি মন্তব্যের জেরে জেন জেডদের ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) গোটা দেশের রাজনীতির ভাষা এবং ভোল দুটোই বদলে দিয়েছে। তাঁর অপর একটি মন্তব্যের কারণে মুম্বইয়ের টিস, হায়দরাবাদের নালসার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পড়ুয়াদের মধ্যে দেখা দিয়েছে 'অবাধ্যতার ঢেউ'। এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের পাশে দাঁড়িয়ে নালসারের আইনের স্নাতকদের 'শৃঙ্খলার পাঠ' পড়াতে চেয়েছিল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (বিসিআই) এবং তার চেয়ারম্যান তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ মননকুমার মিশ্র। কিন্তু তাতে ফল হল হিতে বিপরীত। একদিকে প্রধান বিচারপতি স্বয়ং বার কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে একরাশ বিরক্তি প্রকাশের পাশাপাশি নালসারের পড়ুয়াদের প্রতিবাদের অধিকারকে মান্যতা দিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কেও জল ঢালার চেষ্টা করেছেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মননকুমার মিশ্রের পদত্যাগের দাবিতে সুর চড়িয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি।

বিসিআইয়ের নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি মামলায় শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'বার কাউন্সিল অহেতুক এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে। পড়ুয়াদের যদি প্রতিবাদ জানানোর কোনও কারণ থেকে থাকে তাহলে তাঁদের সেই অধিকার আছে। কেউ তাঁদের আটকাতে পারেন না। বিসিআই অহেতুক নাক গলাচ্ছে। পড়ুয়ারা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। এটা তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যাপার।' সুপ্রিম কোর্টের এহেন কঠোর অবস্থানের পর সিজেপি নেতা সৌরভ দাস এক্সে লিখেছেন, 'নৈতিক দায়িত্ব মেনে মননকুমার মিশ্রের ইস্তফা দেওয়া উচিত। এটা যাতে হয় সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে আদালতের ভিতরে এবং বাইরে থাকা আরশোলাদের।'

নালসার কাণ্ডে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পদক্ষেপের ব্যাপারে কৈফিয়ত চেয়ে একটি নোটিশও ধরিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, নালসারের কোনও পড়ুয়া বা কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিসিআই অথবা কোনও রাজ্যের বার কাউন্সিল কোনওপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারবে না। দু সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

নানা মহলে প্রবল সমালোচনার জেরে তড়িঘড়ি ওই নির্দেশটি প্রত্যাহার করে নেয় বিসিআই। নয়া নির্দেশে বলা হয়, নালসারের বেশিরভাগ পড়ুয়াই নিরপরাধ। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভুল আচরণের জন্য তাদের ভোগান্তি হওয়া ঠিক নয়।

রাহুলের বিদ্রুপে আপত্তি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : রাষ্ট্রনেতাদের আলিঙ্গন করা মোদি সরকারের বিদেশনীতি বলে রচনাত্মক কংগ্রেসের বিদ্রুপ করেছিলেন রাহুল গান্ধি। শুধু তাই নয়, দলের নেতা সন্দীপ দীক্ষিত যখন জানতে চান মেলোনি ভেবে আলিঙ্গন করেছেন কিনা তখন হাসতে হাসতে রাহুল জানিয়ে দেন, তিনি সেই পর্যায়ে এখনও পৌঁছোননি। মোদির বিদেশনীতি এবং রাষ্ট্রনেতাদের আলিঙ্গন প্রসঙ্গে রাহুলের এই কথোপকথনে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে জড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা যেভাবে বিদ্রুপ করেছেন তা নিয়েও কংগ্রেসকে একপ্রকার সতর্ক করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক।

কংগ্রেসের নাম না করে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'ইতালির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সকল দিক থেকেই ইতালির সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসার ঘটেছে এবং তা আরও মজবুত হয়েছে।

মোদি সরকারের বিদেশনীতি

কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, দুই দেশের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রেখে এই সম্পর্ককে আরও জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

অপরদিকে রাহুলকে বিঁধে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'আমি এর আগে আর কখনও কোনও বিরোধী দলনেতার এরকম অভদ্র এবং অকল্পনীয় আচরণ দেখিনি। রাহুল গান্ধি শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই অপমান করেননি, ভারতের আন্তর্জাতিক সম্মানেরও অবমাননা করেছেন। গান্ধি পদবীধারী কাউকে এই ধরনের লজ্জাজনক মন্তব্য করতেও শুনিনি।'

অপরদিকে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে কিউবার প্রয়াত বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং প্যালেস্তাইনের নেতা ইয়াসার আরাফাতের জড়িয়ে ধরার ছবি তুলে ধরে বলেছেন, 'রাহুলজি এটি কি জঠরাগ্নি না কামনার আগুন?' লোকসভার অন্দরে মোদিকে রাহুলের আলিঙ্গনের একটি ছবিও পোস্ট করেন তিনি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশির কটাক্ষ, 'রাহুল গান্ধি আপনি আর কবে বড় হবেন?'

দিল্লিতে হামলার হুমকি

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে লালকেল্লা, বিমানবন্দর সহ রাজধানীর একাধিক জায়গায় উড়ো ইমেলে বিস্ফোরণের হুমকি ঘিরে শুক্রবার হুলুস্থুল পড়ে গেল, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় দিল্লিকে মুড়ে ফেলা হল পুলিশি তৎপরতায়। সকাল ১১টা ৪৩ মিনিট নাগাদ দিল্লি হাইকোর্টে পাঠানো ইমেলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, '১৫ অগাস্ট লালকেল্লাকে নিশানা করা হবে।' এমনকি দাবি করা হয়, খাকি পোশাকে সজ্জিত জঙ্গিরাই এই হামলা চালাবে।

মৃত ৮

ঢাকা, ১৪ অগাস্ট : জাহাজ ভাঙার কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অন্তত আট শ্রমিকের। আহত হয়েছেন পাঁচজন। ঘটনাস্থল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারি। শুক্রবার সকালে অন্যান্য দিনের মতো কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। বিস্ফোরণ ঘটে বাতিল জাহাজ ভাঙার সময়। তাতে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসে। দমকল ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

তাণ্ডব মহিলার

ভুবনেশ্বর, ১৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগোর একটি উড়ান বাতিল হওয়ায় মেজাজ হারিয়ে এক মহিলা যাত্রী রাগে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, তিনি বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এন্তার ভাঙচুর চালান। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)-র অভিযোগ, অভিযুক্ত মহিলা মামোনি খারোট একটি মনিটর, কি-বোর্ড ও পাসপোর্ট সোয়াপিং মেশিন ভাঙচুর করেন। সিআইএসএফ-এর সামনেই এসব ঘটেছে।

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থানের বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের চরম মূল্য চোকাতেই হবে। এই প্রসঙ্গে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার জবাবে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নিয়েছে তাকে জাতীয় স্বার্থে নেওয়া এক অত্যন্ত কঠোর ও সাহসী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় দেওয়া একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের মতো চরম পদক্ষেপ ভারতের সার্বভৌমত্বের সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের কৃষকদের স্বার্থরক্ষাতেও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ অবশ্য সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখায় দিল্লির বিরুদ্ধে 'সরাসরি জবাব' দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এক অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেছেন, নয়াদিল্লির একতরফা ও বেআইনি সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের জলের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ভারতকে 'শান্তির শত্রু' আখ্যা দিয়ে তিনি সাফ জানান, 'পাকিস্তানের প্রত্যেক জলের ফোঁটা আমাদের কাছে রেড লাইন বা লক্ষণরেখা। ভারত ঠিক পথে না ফিরলে সরাসরি জবাব দেওয়া হবে।'

> সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় দেওয়া একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের মতো চরম পদক্ষেপ ভারতের সার্বভৌমত্বের সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের কৃষকদের স্বার্থরক্ষাতেও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।
>
> -দ্রৌপদী মুর্মু

২০২৫ সালের পহলগাম জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর পর ভারত এই চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। নয়াদিল্লির অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। সীমান্তপার সন্ত্রাস পুরোপুরি ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর হবে না। সেনা অভিযানের সাফল্য তুলে ধরে এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানান, 'অপারেশন সিঁদুর' প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে কতটা নিখুঁত এবং শত্রুর জঙ্গি পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দিতে কতটা সক্ষম।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এক বড় সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। দীর্ঘদিনের মাওবাদী সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতিকে তিনি এক ঐতিহাসিক জাতীয় অর্জন বলে চিহ্নিত করেন। বিশেষ করে ছত্তিশগড়ের বস্তারের মতো একদা উপদ্রুত অঞ্চলে যেভাবে দ্রুত উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক অংশীদারিত্ব বাড়ছে, তাকে বদলে যাওয়া এক নতুন ভারতের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

বিগত এক দশকে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপর উঠে এসেছেন। এর পাশাপাশি দেশের ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার সরকারি কর্মসূচির ফলে সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বক্তব্যের শেষভাগে দেশের বিচারবিভাগীয় কাঠামোর সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, অর্থ বা সামর্থ্যের অভাবে কোনও মানুষ যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

ব্রিকসে পেজেশকিয়ান

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : সেপ্টেম্বরের ১২ ও ১৩ তারিখে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অষ্টাদশ ব্রিকস সম্মেলন। তাতে যোগ দিতে আসছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে বৈরিতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাগত দিক থেকে ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শতাব্দী প্রাচীন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিকস উপলক্ষ্যে ইরানের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনে দিল্লির সক্রিয় ভূমিকাকে তেহরান আগেই স্বাগত জানিয়েছে।

নাড্ডার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি হল রাজধানীর এইমসে। বৃহস্পতিবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। শুক্রবার এইমস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বর্তমানে নাড্ডার অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি হৃদরোগ বিভাগের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়।

স্বস্তিতে রায়না, বাতিল সব মামলা

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট' বিতর্কে সুপ্রিম কোর্ট স্বস্তি দিল কৌতুকশিল্পী ও ইউটিউবার সময় রায়নাকে। শুক্রবার শীর্ষ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত এফআইআর বাতিল করেছে। অর্থাৎ রায়নার বিরুদ্ধে চলা সব ফৌজদারি মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু রায়না নন, কমেডিয়ান বিপুল গোয়েল, বলরাজ পরমজিৎ সিং ঘাই, সোনালি ঠক্কর এবং নিশান্ত জগদীশ তানওয়ারের বিরুদ্ধে মামলাও খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও দুই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, জেভি মোহনার বেঞ্চ। কৌতুকশিল্পীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট শো-এর একটি পর্বে তাঁরা স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি নামক জটিল ও বিরল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের চিকিৎসার খরচ নিয়ে অসংবেদনশীল মন্তব্য করেছিলেন। মামলা দায়ের করেছিল একটি এনজিও এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন।

হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার উত্তেজনার আঁচ শিশুদের মনেও। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে।

ভুগছে আফ্রিকা

জেনেভা, ১৪ অগাস্ট : আফ্রিকার কঙ্গোয় অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আধানোম ঘেব্রেয়েসাস চরম সতর্কতা জারি করে জানিয়েছেন, বর্তমান সংক্রমণের গতি বজায় থাকলে এই প্রাদুর্ভাব ২০১৪-১৬ সালের ইতিহাস স্পর্শ করবে এবং প্রাণহানির নিরিখে তা সর্বকালের ভয়াবহতম মহামারিকেও ছাপিয়ে যাবে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া এই প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যেই ৪,৩০০ জনেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২,০০০ জনের।

ভারতে আসতে পারেন তারেক

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৪ অগাস্ট : দীর্ঘ টানাপোড়েন কাটিয়ে অবশেষে ভারতে আসতে চলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কূটনৈতিক সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সপ্তাহের শেষ ভাগে কিংবা সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতেই নয়াদিল্লি সফরে আসতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত না হলেও, ভারত এবং বাংলাদেশ-দুই তরফেই এ নিয়ে প্রস্তুতি ও প্রাথমিক আলোচনা জোরকদমে চলছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতের আশ্রয়ে থাকা এবং সেখান থেকে ৫ অগাস্ট সরাসরি অডিও বার্তায় দুই পড়শি দেশের সম্পর্কে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করেছিল।

যদিও ভারত হাসিনার অধ্যায়কে পাশে সরিয়ে রেখে তারেক রহমানের বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কের খতিয়ান লিখতে আগ্রহী।

সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকের পর বরফ অনেকটাই গলিয়েছে। জানা গিয়েছে, দুই প্রতিবেশীর সুবিধার্থে একটি অনুকূল ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সফরটি ঢাকার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাণিজ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগ, জ্বালানি সহযোগিতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষার পাশাপাশি অভিন্ন নদীর জলবণ্টনের মতো দীর্ঘদিনের জটিল ও অমীমাংসিত ইস্যুগুলি সরাসরি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে তুলে ধরার বড় সুযোগ রয়েছে তারেকের সম্ভাব্য ভারত সফরে।

চিনা শুল্ক-ফাঁকিতে মদত, মার্কিন নিশানায় ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : বিশ্ব কূটনীতির মঞ্চে ফের আমেরিকার কড়া নজরে ভারত! এবার অভিযোগের তির একেবারে সরাসরি। আমেরিকার কড়া শুল্ক ফাঁকি দিতে চিনকে পিছন থেকে মদত জোগাচ্ছে নয়াদিল্লি। দ্য গ্রেট ট্রান্সশিপমেন্ট স্ক্যাম নামে হোয়াইট হাউসের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে, যার নাম, তাতে ভারতকে চিনের অন্যতম প্রধান সহায়তাকারী হিসেবে রীতিমতো কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে।

কীভাবে চলছে এই জালিয়াতি? ২০১৮ সাল থেকে চিনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। সেই বিপুল শুল্কের হাত থেকে বাঁচতে চিন এখন বেছে নিয়েছে ভায়া রুট। হোয়াইট হাউসের রিপোর্ট বলছে, চিনা পণ্য সরাসরি আমেরিকায় না গিয়ে ঢুকছে ভারত, মেক্সিকো বা ভিয়েতনামের মতো দেশে। ভারতের পুনে-গুজরাট-চেন্নাই শিল্প বলয়কে এই ফাঁকিবাজির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে চিনা যন্ত্রাংশ এনে নামমাত্র সংযোজন (যাকে বলা হচ্ছে স্ক্রু-ড্রাইভার ফ্যাক্টরি), মোড়ক বদলে মেড ইন ইন্ডিয়া তকমা লাগিয়ে সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মার্কিন মুলুকে।

রিপোর্টে ভারতকে টিয়ার ১ বা প্রথম সারির অপরাধী দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই মেক্সিকো, ভারত ও ভিয়েতনামের মতো হাব ব্যবহার করে ৬৭ বিলিয়ন ডলারের চিনা পণ্য আমেরিকায় ঢুকেছে, যার ফলে মার্কিন সরকারের প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলারের শুল্ক ক্ষতি হয়েছে।

নয়াদিল্লির জন্য এই রিপোর্ট রীতিমতো অস্বস্তির। বলপূর্বক শ্রমের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ভারতের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ওয়াশিংটন। এর ওপর রাশিয়ার থেকে সস্তায় তেল কেনার জন্য আরও শুল্ক চাপানোর আইনি প্রস্তুতিও চলছে। তার ওপর ভারতকে স্রেফ স্ক্রু-ড্রাইভার কারখানা হিসেবে তুলে ধরায় মেক ইন ইন্ডিয়া-র ভাবমূর্তিও আন্তর্জাতিক স্তরে বড়সড় ধাক্কা খাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সামনেই মার্কিন নির্বাচন। তার আগে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দিতে এবং চিনের ওপর চাপ বাড়াতেই ওয়াশিংটনের এই কড়া পদক্ষেপ। তবে ভারতের জন্য এটি এক অদ্ভুত শাঁখের করাত। একদিকে ভারত চাইছে মার্কিন লগ্নি ও চিনা বিনিয়োগ— দুই-ই টেনে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে, অন্যদিকে আমেরিকার এই চোখরাঙানি ভারতের রফতানি বাণিজ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। চিন ও আমেরিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার এই স্নায়ুযুদ্ধে সাউথ ব্লককে এবার রীতিমতো কালঘাম ছোটাতে হবে।

পরমাণু নয়, সস্তা তেলই লক্ষ্য ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৪ অগাস্ট : ভোলবদল আমেরিকার। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে পরমাণু কর্মসূচির বদলে তেলের দাম কমানোকেই এখন পাখির চোখ করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের জন্য জ্বালানি সস্তা করাই বর্তমানে মার্কিন প্রশাসনের পয়লা নম্বর লক্ষ্য।

হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশছোঁয়া। নভেম্বরে নির্বাচন, অথচ ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমছে। তেলের জোগান স্বাভাবিক করতে তাই নজিরবিহীনভাবে অগ্রাধিকার বদলাচ্ছে হোয়াইট হাউস। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভান্স বলেন, 'দেশের মানুষের জন্য তেল ও গ্যাসের দাম কমানোই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। এরপর দ্বিতীয় লক্ষ্য হল ইরান যাতে কখনও পরমাণু অস্ত্র না পায়, তা নিশ্চিত করা।'

প্রশাসনের এই অবস্থান ইঙ্গিত দিচ্ছে, সরাসরি আক্রমণের বদলে তারা এখন অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়ে ইরানকে কাবু করতে আগ্রহী। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ইরানকে একঘরে করার হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহেই নতুন কড়া পদক্ষেপ করা হবে। রণকৌশল নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য, 'আমরা বিষয়টিকে নিয়ে এখনই খুব একটা চড়া সুরে আলোচনা করছি না। ইরানের আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি আর ওদের অর্থের সংকটের ওপর আমরা স্রেফ নজর রাখছি।'

এদিকে অবরোধ তোলা ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের মতো কঠিন শর্ত দিয়েছে তেহরান। অস্ত্রের অভাব আর বিপুল খরচের চাপে ইরানের ওপর নতুন করে বড় কোনও সামরিক হামলা চালানোর ক্ষমতা এখন আমেরিকার অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

আহ্বান ওয়াংচুকের

লে, ১৪ অগাস্ট : ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লবে'র ডাক দিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর কাছে ভারতের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে' শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

লাদাখ থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ভারতের পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। ওয়াংচুকের আশঙ্কা, বর্তমান গতিপ্রকৃতি বজায় থাকলে ২০৪৭ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁর মতে, 'যতদিন শিক্ষা ব্যবস্থা পিছিয়ে থাকবে, দেশের ভবিষ্যৎও পিছিয়েই থাকবে।' শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া দেশের প্রগতি অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়াংচুক বলেন,

শান্তিপূর্ণ বিপ্লব

'ঠিক নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত গোটা দেশ ভুল পথে চালিত হবে।' পার্লামেন্টের প্রায় অর্ধেক সদস্যের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা এবং এক-তৃতীয়াংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকায় ভারতের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মেঘের লুকোচুরির মাঝেই গলে গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৪ অগাস্ট : সকাল থেকেই গলের আকাশে মেঘ-রোদের অদ্ভুত লুকোচুরি। কখনও ঝেঁপে বৃষ্টি, আবার পরক্ষণেই এমন চড়া রোদ যে চোখ মেলে তাকানো দায়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ শ্রীলঙ্কা দল যখন অনুশীলনে নামল, তখন রোদ ঝলমল করছে চারপাশ। কিন্তু ক্রিকেটারদের গা ঘামানোর মাঝেই আচমকা হাওয়া বদল। ভারত মহাসাগরের দিক থেকে আসা কালো মেঘের সমারোহে ঢেকে গেল আকাশ। ঠিক সেই সময় উইকেটের একটু দূরে দাঁড়িয়ে অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভার সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন হতে দেখা গেল কোচ গ্যারি কার্স্টেনকে। মিনিট দশেকের নিবিড় আলোচনার মাঝেই কয়েক ফোঁটা জল পড়তেই দ্রুত সাজঘরের দিকে পা বাড়ালেন দুইজনে। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি।

দুপুরে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আসরেও ঠিক একই দৃশ্য। ঘড়ির কাঁটায় তখন সওয়া ২টা। পিচের ধারে দাঁড়িয়ে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা সারছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল। তার মাঝেই আকাশ কালো করে ফের শুরু হল বৃষ্টি। দ্রুত সাজঘরে সেঁধিয়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ ও অধিনায়ক।

শ্রীলঙ্কা বনাম ভারত
প্রথম টেস্ট আজ
সময় : সকাল ১০টা, **স্থান :** গল
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

মাঠকর্মীরা যখন নীল ত্রিপল দিয়ে পিচ ঢাকতে তুমুল ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় প্রেস বক্স থেকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। মাঠের ধারে পড়ে থাকা কিটব্যাগ তুলতে গেলেন কোচ গম্ভীর। দেখামাত্রই দৌড়ে এলেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকার। তিনি কোচের হাত থেকে ব্যাগ নিতে চাইলেন। কিন্তু গম্ভীর ইশারায় বোঝালেন, পাশে আরও একটা ব্যাগ আছে। শেষমেশ দুইজনেই একটা করে কিটব্যাগ তুলে নিয়ে সাজঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

দৃশ্যটা অসম্ভব প্রতীকী। ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে গম্ভীর-আগরকার জুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন বিস্তর জল্পনা। টেস্টে স্পিনের বিরুদ্ধে দলের টানা ব্যর্থতা, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের কাছে টি২০ সিরিজে হার এবং ওডিআই দলের সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে না পাওয়া- সব মিলিয়ে এই জুটির ওপর প্রবল চাপ। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার অঙ্কে এই গল টেস্ট তাই গম্ভীরদের কাছে কার্যত লাইফলাইন।

ঠিক এমন একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে গম্ভীরের লড়াইটা তাঁর প্রাক্তন ‘গুরু’ গ্যারি কার্স্টেনের বিরুদ্ধে। ২০১১ সালের ২ এপ্রিল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কার্স্টেনের কোচিংয়েই ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন গম্ভীর। সেই গ্যারি এখন বিপক্ষ শ্রীলঙ্কার হেডস্যর। তবে শিষ্য যখন প্রবল চাপে, তখন ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন গুরুই। সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়ে গ্যারি স্পষ্ট বলেছেন, ‘গৌতম অসাধারণ কোচ। ও একজন স্মার্ট ক্রিকেটার। ওর কোচিং রেকর্ডই সব কথা বলছে। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০২৬-এর টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। আইপিএলেও সফল। আমি ওর সঙ্গে কাজ উপভোগ করেছি, জানতাম ও কোচ হিসেবে সফল হবে।’ ভারতীয় ড্রেসিংরুমের বিপুল প্রতিভার কথা মনে করিয়ে গ্যারি জানিয়েছেন, ঠিক একইরকম নিষ্ঠা নিয়ে এখন তিনি শ্রীলঙ্কা দলকেও তৈরি করছেন।

শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভার সঙ্গে রণনীতি তৈরিতে গ্যারি কার্স্টেন (বাঁয়ে)। শুভমান গিলের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনায় গৌতম গম্ভীর। গলে শুক্রবার।

গলের ২২ গজে এই গুরু-শিষ্যের কৌশলের লড়াইটাই আসল। শ্রীলঙ্কা দল হিসেবে এখন কিছুটা ব্যাকফুটে থাকলেও ঘরের মাঠে তারা যথেষ্ট বিপজ্জনক। দলে নিরোশন ডিকওয়েলার ফেরা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিনায়ক ধনঞ্জয় শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়েছেন, গলের উইকেটে সফল হতে গেলে নিখুঁত কিপিং ভীষণ জরুরি, আর সেই কারণেই ডিকওয়েলার ওপর ভরসা রাখছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি রয়েছেন প্রভাত জয়সূর্য। এই মাঠে দুরন্ত রেকর্ডের জন্য ইতিমধ্যেই যিনি ‘কিং অফ গল’ তকমা পেয়েছেন। বৃষ্টি নামার ঠিক আগে সকালে কার্স্টেনকে দেখা গেল নেটে প্রভাতকে নির্দিষ্ট লাইনে বল করার তালিম দিতে। অন্যদিকে, বৃষ্টিস্নাত দুপুরে শুভমান, রবীন্দ্র জাদেজা, মানব সুথারদের

প্রবল চাপে থাকা গম্ভীরের পাশে কার্স্টেন

ঐচ্ছিক অনুশীলনের লক্ষ্য ছিল শুধু শেষবেলায় পিচ দেখা আর স্পিন সামলানোর ছক কষা।

দুপুরে ট্রফি হাতে শুভমান ও ধনঞ্জয়ের হাসিমুখের ছবি তোলা হল, পরস্পরকে শুভেচ্ছাও জানালেন তাঁরা। কিন্তু এই ফুরফুরে মেজাজের আড়ালেই যে স্পিন কাঁটায় ভরা গল টেস্টের প্রবল স্নায়ুর চাপ লুকিয়ে, তা সমুদ্রপারের এই গুমোট হাওয়াতেই বেশ স্পষ্ট।

দ্রাবিড়-পূজারার উত্তরসূরির সন্ধানে ভারত

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৪ অগাস্ট : গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সে বসে ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশের খসড়াটা দেখছিলাম। দলগতভাবে সব ঠিক থাকলেও, একটা জায়গায় এসে যেন বারবার হোঁচট খেতে হচ্ছে। টেস্ট ক্রিকেটে একটা দলের আসল ভারসাম্য এবং দাপট লুকিয়ে থাকে তাদের তিন নম্বর ব্যাটারের ওপর। গত কয়েক বছরে এই পজিশনটার জন্যই বারবার দলের অঙ্ক বদলেছে, যার খেসারতও দিতে হয়েছে। আর শনিবার গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার সময় আরও একবার সেই তিন নম্বর পজিশন নিয়েই পরীক্ষানিরীক্ষার রাস্তায় হাঁটতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে।

রাহুল দ্রাবিড় এবং চেতেশ্বর পূজারা- টানা ২৭ বছর এই দুই মহীরুহ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের তিন নম্বর স্তম্ভটাকে নিজেদের কাঁধে বয়ে বেড়িয়েছেন। ভারতের তিন নম্বর পজিশনে যত রান উঠেছে, তার ৪২ শতাংশই এসেছে এই দুইজনের ব্যাট থেকে। কিন্তু ২০২৩ সালের জুনে পূজারা টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ার পর থেকেই এই জায়গায় একটা অদ্ভুত মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে। গত তিন বছরে সাতজন আলাদা ব্যাটার এই পজিশনে খেলেছেন। শুভমান গিল একটা সময় তিন নম্বরে সফল হলেও, গত বছর দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর তিনি চার নম্বরে নেমে এসেছেন। এরপর তরুণ বি সাই সুদর্শন কিছুটা ভরসা দিলেও, চোটের কারণে তিনি এই শ্রীলঙ্কা সফরে নেই। ফলে গলে বর্তমান বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে এই জায়গায় তৃতীয় নতুন ব্যাটার হিসেবে নামতে চলেছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল।

মাঝে বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং করুণ নায়ারকেও এই পজিশনে পরখ করে দেখা হয়েছে। কিন্তু কেউই দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হতে পারেননি। তবে পাডিক্কালকে নিয়ে বেশ আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্ট। কলম্বোয় প্রস্তুতি ম্যাচে শতরান করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, গলের ঘূর্ণি উইকেটে তিনি মানসিকভাবে তৈরি। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন নম্বরে নেমে গত দুই বছরে তাঁর রেকর্ডও বেশ ঝকঝকে, গড় প্রায় ৫৮।

তিন নম্বরে রান খরা শুধু ভারতের একার সমস্যা নয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশ্বজুড়ে তিন নম্বর ব্যাটারদের গড় কমেছে। পরিসংখ্যান বলছে, আগে এই পজিশনে গড় ছিল ৩৮.৬৪, এখন তা নেমে এসেছে ৩৩.২৫-এ। গলের স্পিন-সহায়ক পিচে তাই মারকুটে ব্যাটিংয়ের চেয়েও দলের প্রয়োজন দ্রাবিড় বা পূজারার মতো মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মানসিকতা। পাডিক্কাল কি পারবেন শূন্যস্থান পূরণ করতে?

স্পিনের ফাঁদ কাটতে রিভার্স সুইপে জোর দেবদত্ত পাডিক্কালের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা খুশি আগরওয়াল - কে

21.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92E 61638 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আমি লটারির টিকিট কিনতে আগ্রহী ছিলাম। ডিয়ার লটারি আমার জন্য একটি পরীক্ষা হয়ে উঠেছে এবং এটি রাজ্য জুড়ে অনেক কোটিপতি তৈরি করেছে। এখন আমি আর্থিক স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য কিছু অর্থ বিনিয়োগ করতেও সক্ষম হব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেই নজর শুভমানের

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৪ অগাস্ট : গলের আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্স রুমে যখন তিনি ঢুকলেন, চোখেমুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। কিন্তু কথা বলা শুরু করতেই বোঝা গেল, ওই প্রশান্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে আগ্রাসী এক ব্লু প্রিন্ট। একদিকে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস, আর সেই বিশেষ দিনেই দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে ৬০০তম টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। এমন এক আবেগে মোড়া আবহে গলের মাটিতে টস করতে নামার আগে স্বাভাবিকভাবেই রোমাঞ্চিত ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার অকপটে স্বীকার করে নিলেন, 'স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতের ৬০০তম টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়াটা আমার কাছে বিশাল সম্মানের।'

তবে আবেগে ভেসে গিয়ে আসল লক্ষ্য থেকে যে তিনি একচুলও সরছেন না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গিলের হিসেব খুব সোজা। তাঁর নজর সোজা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দিকে। এই ফাইনালে জায়গা পাকা করতে হলে ভারতকে অন্তত ৫-৬টি টেস্ট জিততে হবে। সদ্য টি২০ খেলে আসা দলের জন্য লাল বলের ক্রিকেটে ফেরাটা কতটা চ্যালেঞ্জিং, তা মেনে নিয়েই শুভমান বলেছেন, 'মানসিকতার দিক থেকে টি২০ থেকে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরাটা বোধহয় সবচেয়ে কঠিন। তবে আমরা এখানে কঠিন ক্রিকেট খেলতে এসেছি। আমাদের লক্ষ্য, এই সিরিজে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করা।'

আধিপত্য বিস্তারের কথা বললেও, বোলিং আক্রমণ সাজানো নিয়ে ভারতীয় শিবির কিছুটা সমস্যায় রয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহর মতো চ্যাম্পিয়ন বোলারের অনুপস্থিতি যে দলের অন্যদের কাছে নিজেদের প্রমাণ করার এক বিরাট সুযোগ, তা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন অধিনায়ক। কিন্তু প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন কে? দ্বিতীয় পেসার হিসেবে পুরোনো বলে দারুণ বাউন্স আর গতি আদায় করা গুরনুর ব্রার খেলবেন, নাকি প্রস্তুতি ম্যাচে ছন্দে থাকা প্রসিধ কৃষ্ণা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় ভারত অধিনায়ক। গিলের কথায়, 'গুরনুর পুরোনো বলে দুর্দান্ত বাউন্স আদায় করে নিচ্ছে। আবার প্রস্তুতি ম্যাচে প্রসিধও দারুণ বল করেছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বেশ কঠিন কাজ।'

বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আগে থেকে কিছুই ঠিক করা নেই, বরং ম্যাচের গতির ওপরই সবটা নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন গিল। সব মিলিয়ে, স্বাধীনতা দিবসের আবেগ আর মাইলস্টোন ছোঁয়ার দিনে শ্রীলঙ্কাকে কোনও ভাবেই জমি ছাড়তে নারাজ ভারতীয় দল। গলের বাইশ গজে শুক্রবার সকাল থেকে এক জমজমাট ক্রিকেটীয় লড়াইয়ের অপেক্ষায় এখন গোটা ক্রিকেট দুনিয়া।

ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক- ধনঞ্জয় ডি সিলভা ও শুভমান গিল।

একান্ত সাক্ষাৎকারে আজহারউদ্দিন

গলের ঘূর্ণি সামলালেই সিরিজ ভারতের

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৪ অগাস্ট : 'কোনও বিতর্কিত প্রশ্ন করবেন না। করলেও জবাব পাবেন না। শুধু ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ নিয়ে জানতে চাইলে বলতে পারি। তবে বেশি সময় দিতে পারব না।'

গলের মাঠের প্রেসবক্স থেকে দুপুরে ফোনে ধরতেই ওপার থেকে এক নিঃশ্বাসে শর্তগুলো চাপিয়ে দিলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। নব্বইয়ের দশকে তাঁর কবজির ধ্রুপদি কাজ বিশ্ব ক্রিকেটে চর্চার বিষয় ছিল। দেশের অন্যতম সফল এবং একইসঙ্গে বিতর্কিত এই প্রাক্তন অধিনায়কের শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রেকর্ড বরাবরই বেশ ঝকঝকে। পরিসংখ্যান বলছে, টেস্টে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর রয়েছে ১২১৫ রান। যার মধ্যে রয়েছে পাঁচটি অনবদ্য শতরান। কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে করা ১৯৯ রানের সেই ঝলমলে ইনিংস আজও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটের

ব্যাকরণ বদলেছে অনেকটাই। তবে ক্রিকেটের সেই নির্যাসটুকু একই রয়ে গিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আজহার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, গলের স্পিন সামলাতে পারলেই সিরিজ ভারতের।

ফেভারিট ভারত, তবে আসল পরীক্ষা টপ অর্ডারের

দীর্ঘ নয় বছর পর শ্রীলঙ্কার মাটিতে টেস্ট খেলতে নেমেছে ভারতীয় দল। আজহারের মতে, এই সিরিজ দারুণ উপভোগ্য হতে চলেছে। কারণ তাঁর সময় ভারত-শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ নিয়মিতই হত। বর্তমান সমীকরণ নিয়ে তাঁর কথায়, 'অবশ্যই ভারত ফেভারিট। কিন্তু একটা কথা বলতেই হচ্ছে, ভারতীয় দলের টপ অর্ডার কেমন পারফর্ম করবে, তার ওপরই সিরিজের ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে।'

টেকনিক আর ঘূর্ণি সামলানোর দক্ষতা

গলের পিচে প্রভাত জয়সূর্যের স্পিন যে ভারতের বড় কাঁটা হতে পারে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা চলছে। আজহার অবশ্য জয়সূর্যকে সেভাবে দেখেননি বলে জানালেন। তবে ব্যাটারদের জন্য তাঁর কড়া বার্তা, 'দ্বীপরাষ্ট্রের বাইশ গজে স্পিনের চ্যালেঞ্জ থাকবেই। আর সেই ঘূর্ণি সামলানোর জন্য উপযুক্ত ক্রিকেটীয় স্কিল থাকাটা খুব জরুরি। টেকনিক ঠিক না হলে কাজটা কঠিন হবে।' দলে কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজার মতো দুর্দান্ত স্পিনার থাকলেও, সিরিজ জেতার মূল দায়িত্ব যে ব্যাটারদেরই নিতে হবে, তা মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

বুমরাহর অনুপস্থিতি

এই সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহর না থাকাটা কতটা প্রভাব ফেলবে? আজহারের সোজাসাপটা জবাব, 'বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন বোলার। চোটের কারণে ওকে না পাওয়া অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু বুমরাহ থাকলেও আমি ভারতীয় ব্যাটারদের বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার কথাই বলতাম। আবারও স্পষ্ট করে বলছি, শ্রীলঙ্কার স্পিন ঠিকঠাক সামলাতে পারলে এই সিরিজ ভারতের।'

গোল করে ইস্টবেঙ্গলের ঘরে এক পয়েন্ট এনে দিলেন অনন্থু এনএস। ছবি : ডি মণ্ডল

পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ভবানীপুর এফসি। একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল লাল-হলুদকে।

ম্যাচের প্রথমার্ধের ফল ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বক্সের বাইরে থেকে চিপ করে বল গোলে পাঠান ভবানীপুরের শ্যামল বেসরা। ছয় মিনিট পরে বাঁ পায়ের শটে দুরন্ত গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান অনন্থু এনএস। এরপর ইস্টবেঙ্গল একাধিক সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। এই নিয়ে লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ ড্র লাল-হলুদের। এই ম্যাচ ড্র করে ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট পেয়ে লিগ শীর্ষে ভবানীপুর। ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল।

ডুরান্ড কোয়ার্টারে আত্মবিশ্বাসী লাল-হলুদ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : কোয়ার্টার ফাইনালে খুব বেশি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নয়। সম্ভবত সেই কারণেই এদিনও গোটা দলকে বিশ্রাম দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বৃহস্পতিবারই পাকা হয়েছে জায়গা। তার আগেই দুইদিনের অনুশীলনে ছুটি দিয়ে দেন লাল-হলুদ কোচ। ফলে পরিকল্পনা বদলে আর ফুটবলারদের মাঠে নামাননি এদিন। বরং বিশ্রাম দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন হাবাস।

মাত্র দুইদিন আগেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্লে-অফ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল বড় ব্যবধানে জেতে আল আরাবির বিপক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই গোটা দলের আত্মবিশ্বাস এই মুহূর্তে তুঙ্গে। আর ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে সেটাই কাজে লাগাতে চান হাবাস। তিনি বলেনও সেই কথা, 'এই ড্র আমাদের বাড়তি মনোবল জোগাবে। তবে এই জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা জরুরি।' কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড। তুলনায় সহজ প্রতিপক্ষ বাকিদের তুলনায়। এই ম্যাচ জিতলে সেমিফাইনালে খেলতে হবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ও এফসি রাংদাজিয়েদ ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ফাইনালে যাওয়া খুব কঠিন নাও হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

ডুরান্ড কাপে কাল
ইস্টবেঙ্গল এফসি
বনাম ইন্ডিয়ান আর্মি
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

স্পিন ফাঁদ সামলাতে তৈরি যশস্বী-রাহুল

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৪ অগাস্ট : গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্র্যাকটিস নেটের পেছনে দাঁড়ালে ক্রিকেটের আসল ব্যাকরণটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূল মাঠে যখন শ্রীলঙ্কার স্পিনাররা পিচ মাপছেন, তখন পাশের প্র্যাকটিস এরিয়ায় চলছে সম্পূর্ণ অন্য এক স্নায়ুর লড়াই। নেটের এক প্রান্তে দুরন্ত এক তরুণ রক্ত, যিনি সুযোগ পেলেই বোলারকে গ্যালারিতে ফেলার অপেক্ষায় থাকেন। অন্য প্রান্তে চরম সংযম আর অভিজ্ঞতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে এই দুই ওপেনার- যশস্বী জয়সওয়াল এবং লোকেশ রাহুলের ব্যাটের ওপর। স্পিন-ফাঁদ হোক বা নতুন বলের সুইং, গলের বাইশ গজে আসল পরীক্ষাটা তো এই ওপেনারদেরই!

আজ নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাক ড্রাইভ ও কাট শটের ধার পরীক্ষা করছিলেন তরুণ যশস্বী। গলের উইকেটে নামার আগে এই মুম্বইকরের সবচেয়ে বড় লড়াইটা তাঁর নিজের ভাবনার সঙ্গেই। আক্রমণ আর রক্ষণাত্মক মানসিকতার মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য তৈরি করাই এখন তাঁর মূল মিশন। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে যেমনটা বলছিলেন, 'ওপেনারদের জন্য শ্রীলঙ্কার পিচ সবচেয়ে কঠিন জায়গা। সামান্য সময়ের মধ্যে উইকেটের চরিত্র বদলে যায়। কখনও পেসাররা বাউন্স পায়, আবার পরক্ষণেই স্পিনারদের বল আচমকা লাফাতে শুরু করে।' ২০২৩ সালে অভিষেকের পর থেকে উপমহাদেশে ১৫ টেস্টে ১৪১৭ রান করে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন যশস্বী, যার পুরোটাই এসেছে ভারতের মাটিতে। প্রস্তুতি ম্যাচেও ৪৬ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর ফর্ম তুঙ্গে। কিন্তু ভারতের বাইরে এশিয়ার অন্য দেশে এই প্রথমবার নামছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কিছু ইনিংসে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে তিনি উইকেট ছুড়ে এসেছেন। বিশেষ করে তাঁর যে কাট শট রানের ফোয়ারা ছোটায়, সেই শটেই টেস্টে আটবার আউট হয়েছেন তিনি। বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই দ্বিশতরানের ইনিংসে যেভাবে ধৈর্য ধরে বলের গতি বুঝে এগিয়েছিলেন, গলেও সেই ধৈর্য আর বিচক্ষণতাই চাইবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

নেটের অন্য প্রান্তে লোকেশ রাহুলের ব্যাটিং ছিল এক নিখুঁত ছবি। অভিজ্ঞতা ও কৌশলে এই মুহূর্তে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম বড় স্তম্ভ তিনি। আয়োজক শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভাও স্বীকার করে নিয়েছেন, রাহুলই এই সিরিজে তাঁদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিগত পাঁচ বছরে কঠিন বিদেশের মাটিতে ওপেন করে প্রায় ৪২ গড়ে রান করা রাহুল বহুবার দলকে সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু রাহুলের সামনে এখন অন্য এক মানসিক চ্যালেঞ্জ- শতরানকে আরও বড় ইনিংসে, বড় শতরানে পরিণত করা।

পরিসংখ্যান বলছে, রাহুলের ১২টি টেস্ট শতরানের মধ্যে মাত্র দুইবার তিনি ১৫০-র গণ্ডি টপকাতে পেরেছেন। ছয়বার আউট হয়েছেন ১০০ থেকে ১১০ রানের মধ্যে। শতরান করার পর রাহুলের গড় রান যেখানে ১২৮.৪৫, সেখানে বীরেন্দ্র শেহবাগ, টম ল্যাথাম কিংবা ক্রেগ ব্রেথওয়েটদের এই গড় অনেকটাই বেশি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরানের পর ওয়াইড বল তাড়া করে আউট হওয়া হোক, বা গত বছর লর্ডসে শতরানের ঠিক পরেই শোয়েব বশিরের লোপ্পা বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে উইকেট দেওয়া- এই ভুলগুলো বারবার ফিরে আসছে তাঁর কেরিয়ারে। প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর যেমন মনে করেন, এই পর্যায়ে শারীরিক ফিটনেসের পাশাপাশি মানসিক কাঠিন্য ভীষণ জরুরি। প্যাডি আপটনও একসময় বলেছিলেন, টেস্ট ক্রিকেটে নামার সময় ক্রিকেটারদের মানসিক জ্বালানি পুরোপুরি ভর্তি থাকা দরকার। কঠিন লাল বলের ক্রিকেটে লম্বা সময় ক্রিজে টিকে থেকে বড় রান তোলার সেই মানসিক শক্তিতে আরও একটু শান দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে রাহুলের।

গলের এই ঘূর্ণি পিচে টেস্ট জেতা সোজা অঙ্ক নয়। প্রথম দুইদিন পেসাররা কিছুটা সাহায্য পেলেও খেলা যত গড়াবে, স্পিন তত বিপজ্জনক হবে। ভারতীয় ইনিংসের সুর বেঁধে দেবে এই দুই ওপেনারের ব্যাটই। একদিকে যশস্বীর বিধ্বংসী আক্রমণ সামলে ধৈর্য বজায় রাখার পরীক্ষা, অন্যদিকে রাহুলের শুরুটাকে বিশাল শতরানে বদলে দেওয়ার লড়াই। এই জোড়া সমীকরণের ওপরই নির্ভর করছে গলে ভারতের ৬০০তম টেস্ট উদযাপনের আসল ছবি।

ভারতকে ভালো শুরু দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে দুই ওপেনার- যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুলের উপর।

এড়িয়ে গেলেন নেতাজি-বিতর্ক

অবিচারের শিকার সামি, অভিযোগের সুর সৌরভের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : রাত ফুরোলেই স্বাধীনতা দিবস।

আবেগের যে স্রোতে গা ভাসিয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। এহেন আবহে শনিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে ভারতীয় দল। আর যে দলে মহম্মদ সামির অনুপস্থিতি নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন তুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতায় আইটেকের নতুন শপিং স্টোরের উদ্বোধনে এসে বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের সামির অবদান অনস্বীকার্য। ওকে দলে নেবে কি নেবে না, সেটা অবশ্য নির্বাচকরা ঠিক করবে। তবে ভুলে গেলে চলবে না, গতবার বাংলার হয়ে দুর্দান্ত খেলেছিল।'

সামি বঞ্চনার শিকার হলেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দাবি, 'ভারত ভালো টিম, ভালো খেলবেও। একইসঙ্গে স্পিনারদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হবে। উপমহাদেশীয় পিচে স্পিন সবসময় ফ্যাক্টর। শ্রীলঙ্কা-ভারত সিরিজেও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

কয়েকদিন আগে সৌরভকে পাঠানো হুমকি চিঠি নিয়ে তোলপাড় হয়েছে। এদিন সে প্রসঙ্গে মুখ খুলে মহারাজ বলেছেন, 'হুমকি পাওয়ার পরই পুলিশকে জানিয়েছিলাম। আশা করি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে। আগেও এরকম হয়েছে, মিটেও গিয়েছে। এবারও হয়ে যাবে।'

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিয়ে বিতর্কে বাংলার রাজনীতি আপাতত সরগরম। প্রথমবার কোনও শপিং স্টোর উদ্বোধনে এসে সেই প্রশ্ন উড়ে আসে সৌরভের দিকে। যদিও বিতর্কে ঢুকতে নারাজ বাংলা ক্রিকেটের সেরা আইকন। সাফ জানিয়ে দেন, কোনও বিতর্কে নিজেকে জড়াতে চান না। একইভাবে এড়িয়ে গেলেন অভিষেক পোড়েল ধর্ষণ মামলা নিয়ে মন্তব্যেও।

কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার।

রোনাল্ডোর বিয়ের চুক্তি

লিসবন, ১৪ অগাস্ট : গত ১১ অগাস্ট জর্জিনা রডরিগেজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিয়ের আগে জর্জিনা এবং রোনাল্ডোর মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী রোনাল্ডোর উপার্জিত সম্পত্তির ওপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কোনও কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হলে সেই সম্পত্তির ওপর অধিকার ফলাতে পারবেন না জর্জিনা। জর্জিনার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। চুক্তিতে আরও উল্লেখ রয়েছে, বিচ্ছেদ হলে জর্জিনাকে আজীবন প্রতি মাসে প্রায় ১ লক্ষ ইউরো খোরপোশ দিতে হবে। সেইসঙ্গে মাদ্রিদের 'লা ফিনকা' প্রাসাদ পাবেন জর্জিনা।

বিশালের চোট, গোলে অভ্র!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : দলে পর্যাপ্ত গোলকিপারের অভাব। অগত্যা দস্তানা হাতে নেমে পড়লেন কোচ অভ্র মণ্ডল। ছবিটা শুক্রবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলনের।

অসুস্থ যুব দলের গোলকিপার দ্বীপ্রভাত ঘোষ। বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগে ম্যাচ খেলায় এদিন বিশ্রামে ছিলেন জাহিদ হুসেন বুখারি। হাঁটুর চোট নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছেন বিশাল কেইথ। এই পরিস্থিতিতে দুই দলে ভাগ করে ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় একদিকে গোলরক্ষকের দায়িত্ব সামলালেন প্রিয়াংশ দুবে, অন্যদিকে গোলকিপার কোচ অভ্র। যদিও বিশালের চোট তেমন গুরুতর নয় বলে খবর।

অনুশীলন করলেন না মিগুয়েল

এদিন অনুশীলনে নেমে পড়লেন বাগানের নবাগত বিদেশি সামির জেলজকোভিচ ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে। দুইজনের কেউই অবশ্য ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের ভাবনায় নেই। এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন করেননি মিগুয়েল ফিগুয়েরা। পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি জেমি ম্যাকলারেনও। সোমবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে জেমি খেলতে পারবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত হবে শনিবার।

বাঘের গর্জনে কাঁপছে অজিরা

ডারউইন, ১৪ অগাস্ট : প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে চালকের আসনে বাংলাদেশ। হাসান মাহমুদ গতকাল বল হাতে কাঁপুনি ধরিয়েছিলেন। আজ তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্তদের পালা। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করেন তানজিদ (১০১)। অধিনায়ক নাজমুল ও মোমিনুল হক যথাক্রমে করেন ৮৪ ও ৪৯। ত্রয়ীর কাঁধে চেপে দিনের শেষে বাংলাদেশ ৩৫১/৬। অস্ট্রেলিয়া (১৯৮) থেকে ১৫৩ রানে এগিয়ে। হাতে এখনও চার উইকেট। বলার কথা, শেষবার প্রথম ইনিংসে একশোর বেশি রানে পিছিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট জিতেছিল দেড় দশক আগে (২০১০, পাকিস্তান, সিডনি)।

ফিটনেস বিতর্কে ছিটকে যাওয়া প্রভাতই এখন লঙ্কার ডন

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১৪ অগাস্ট : প্রথমবার দেখলে প্রভাত জয়সূর্যর বোলিং অ্যাকশনটা বেশ অদ্ভুত ঠেকে। কোনও তাড়াহুড়ো নেই, রানআপে একটা শান্ত, মন্থর ভঙ্গি। যেন দ্বীপরাষ্ট্রের ধীরগতির জীবনেরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। বল রিলিজ করার আগে ব্যাটারকে ক্রিজ ছেড়ে বেরোনোর বা শেষ মুহূর্তে শট বদলানোর পর্যাপ্ত সময় দেন তিনি। কিন্তু ওই মন্থর গতির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে ভয়ংকর এক আর্মার বা আচমকা লাফিয়ে ওঠা টপস্পিন। একসময় গলের এই মাঠেই তাঁর লুপের ফাঁদে পড়ে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে স্টাম্পড হয়েছিলেন খোদ কেন উইলিয়ামসন! শনিবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে এই বাঁহাতি স্পিনারের হাতেই এখন শুভমান গিলদের আটকে রাখার আসল চাবি। পরিসংখ্যান বলছে, টেস্ট কেরিয়ারের ১২৫টি উইকেটের ৮১টিই এই মাঠে পেয়েছেন প্রভাত!

অথচ একটা সময় এই স্পিনারকেই বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের মে মাস। চারদিকে করোনার দাপট। আচমকাই বাংলাদেশ সিরিজের দলে ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু অভিষেকের ঠিক দুইদিন আগে ফিটনেস টেস্টে ডাহা ফেল। শরীরে মেদের পরিমাণ বেশি থাকায় সুযোগ হাতছাড়া হয়। সংবাদমাধ্যমের একাংশ তাঁকে 'অলস' তকমা দিতেও ছাড়েনি। সেবার তাঁর বদলি হিসেবে নেমে প্রবীণ জয়াবিক্রমা ১১ উইকেট তুলে নেন। ওই বছরই নভেম্বরে তিরিশে পা দেন প্রভাত। মনে হচ্ছিল, জাতীয় দলের দরজা বোধহয় চিরতরে বন্ধ।

কিন্তু লড়াকু প্রভাত দমে যাওয়ার পাত্র নন। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন স্পিন কোচ পিয়াল বিজেতুঙ্গে যেমন বলছিলেন, 'চিন্তাটা আমাদের হত, ওর নয়। দল থেকে বাদ পড়লে ও আরও বেশি জেদ নিয়ে ক্লাবের হয়ে অনুশীলনে নেমে পড়ত।' ২০১৮ সালে ওডিআই অভিষেকের পরই পিঠের চোট প্রায় এক বছরের জন্য তাঁকে মাঠের বাইরে ছিটকে দিয়েছিল। সেই ধাক্কা সামলেও ফিরেছিলেন তিনি।

অবশেষে জীবন তাঁকে দ্বিতীয় সুযোগ দেয় ২০২২ সালে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে লঙ্কা শিবিরে করোনা হানা দেওয়ায় ডাক পান প্রভাত। সুযোগ পেয়েই অভিষেকে ১২ উইকেট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দেন। মাতালের মতো ছোট্ট শহর থেকে উঠে আসা প্রভাতের এই যাত্রাটা মোটেও মসৃণ ছিল না। চরম আর্থিক অনটন ছিল, বাবাও চাইতেন না ছেলে ক্রিকেটে এত বড় ঝুঁকি নিক। কিন্তু জেদি প্রভাত কলম্বোয় এসে লুম্বিনি কলেজে ভর্তি হন, শুধু উন্নত পরিকাঠামো আর মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের খোঁজে। ছোটবেলার কোচ রবি পুঞ্চিহেওয়া জানতেন, তাঁর ছাত্র একদিন বড় মঞ্চ কাঁপাবেই।

কেরিয়ারের শুরুতে পদে পদে কিংবদন্তি রঙ্গনা হেরাথের ছায়ায় ঢাকা পড়লেও, প্রভাত এখন নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক ছাঁচে গড়ে তুলেছেন। হেরাথের চেয়ে তিনি লম্বা, তাই বল কিছুটা জোরে এবং ওপর থেকে করেন। শনিবার থেকে গলের ঘূর্ণি পিচে ভারতের ব্যাটারদের সামনে প্রভাতই যে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় কাঁটা হতে চলেছেন, তা নেটের আড়াল থেকে তাঁর এই নিখুঁত বোলিং দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভারতকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলতে তৈরি হচ্ছেন প্রভাত জয়সূর্য।

কোকেনের প্যাকেটে হাল্যান্ডের ছবি

কুয়েটো, ১৪ অগাস্ট : বুধবার এক গোপন অভিযানে ৪৬৯ কেজি কোকেন উদ্ধার করেছে ইকুয়েডর পুলিশ। মোট ৩৭০টি কোকেনের প্যাকেট ছিল। এর মধ্যে কিছু প্যাকেটে নরওয়ে তারকা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের ছবি দেওয়া স্টিকার মারা রয়েছে। প্যাকেটে কেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকার ছবি রয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ অবশ্য এখনও কিছু জানায়নি।

KHOSLA ELECTRONICS
হর ঘর তিরঙ্গা !! ঘরে ঘরে খোসলা !! EXCLUSIVE অফার মানেই খোসলা !!
THE REAL PRICE DROP
COST TO COST OFFER
4 EMI* OFF
DEAL OF THE DAY
BUY ANY PRODUCT & GET 4 Ltr. AIR FRYER
MRP ₹ 9,999
@ Just ₹ 2,499
0 DOWN PAYMENT
UPTO 80% DISCOUNT
CASHBACK* UPTO ₹ 30,000
UPTO ₹ 10,000 EXCHANGE OFFER
WELCOME GIFT WORTH ₹ 3,000*
UP TO ₹ 15,000 INSTANT DISCOUNT*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹15,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 08 Aug - 23 Aug 2026. T&C Apply.
EXCLUSIVE AT KHOSLA CASHBACK ₹ 6,000* on MOBILE & ₹ 11,000* ON LAPTOP
MOBILE
FREE gifts Bag with Earbuds, Screen guard, Cover, Adaptor & Battery pack
iPhone17 (256GB) ₹ 82,900 EASY EMI ₹ 3,454 CASHBACK ₹ 3,000*
SAMSUNG A17 (6/128 GB) ₹ 23,499 EASY EMI ₹ 1,959 CASHBACK ₹ 1,500*
oppo F 33 (8/256GB) ₹ 39,999 EASY EMI ₹ 2,222 CASHBACK 10%*
vivo S2 (8/256GB) ₹ 44,999 EASY EMI ₹ 2,999
realme 16X (6/128GB) ₹ 25,999 EASY EMI ₹ 1,44
mi Note17 (6/128GB) ₹ 27,999 EASY EMI ₹ 1,555 CASHBACK ₹ 2,000*
LAPTOP
FREE Wireless Mouse + Pen Drive + Bag Pack With Every Purchase worth ₹ 3999
DELL Technologies: •CORE ULTRA 5 255H, •8GB RAM •512 GB SSD, •WIN 11 •MSO 24 ₹ 69,900 EMI ₹ 2,913 Cash Back ₹ 4,000*
hp: •i5 13th Gen •16GB RAM •512 GB SSD •3050 6GB Graphic •WIN 11 •MSO 24 ₹ 88,900 EMI ₹ 5,927 Cash Back ₹ 2,500*
Lenovo: •Ryzen 3-7320 •8GB RAM •512GB SSD •WIN 11 •MSO 24 ₹ 52,900 EMI ₹ 4,408 Cash Back ₹ 3,000*
LED TV
LG SAMSUNG SONY Haier KGA LLOYD Hisense ONIDA
3 YEARS WARRANTY
FREE GIFTS
UPTO 60% DISCOUNT
100 MINI LED EMI ₹ 11,994
85 QLED EMI ₹ 3,990
75 QLED EMI ₹ 3,889
65 QLED EMI ₹ 2,889
55 QLED EMI ₹ 2,998
43 SMART LED EMI ₹ 1,083
32 SMART LED EMI ₹ 749
AIR CONDITIONER
DAIKIN LG VOLTAS LLOYD BLUE STAR Panasonic GENERAL Haier HITACHI SAMSUNG Godrej IFB Whirlpool
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
FREE Standard Installation & Bracket worth ₹ 2,500
UPTO 50% DISCOUNT
COPPER INVERTER AC
FREE GIFTS
1 Ton 3* INV EMI ₹ 2,208
1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,374
1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,749
2 Ton 3* INV EMI ₹ 3,041
LG SAMSUNG LLOYD Godrej Whirlpool Haier IFB BOSCH SIEMENS
REFRIGERATOR
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
FREE GIFTS
UPTO 44% DISCOUNT
600 Ltr.SBS EMI ₹ 2,525
238 Ltr. DD EMI ₹ 1,749
237 Ltr. BMR EMI ₹ 1,994
184 Ltr. SD EMI ₹ 1,124
90 Ltr. MINI BAR EMI ₹ 916
WASHING MACHINE
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
FREE GIFTS
UPTO 50% DISCOUNT
8 kg FL EMI ₹ 1,601
10 kg TL EMI ₹ 990
8 kg TL EMI ₹ 1,416
8 kg Semi Auto EMI ₹ 1,083
SAMSUNG
20 YEARS Global No.1 TV
Big celebration
Bigger screen
Biggest emotions
Celebrate this Independence Day with Samsung Vision AI TVs
MADE FOR INDIA
Limited period only
Samsung TV Plus[1] + Samsung Care+ + Samsung Finance+™[2] + OS Upgrade[3] + Sound Plus[4] + Art Plus[5] + Samsung Vision AI
Free* Soundbar worth up to ₹ 102990 (1 unit)
3 year warranty+
Up to 20% cashback#
Image simulated for representational purposes only.Global No.1 Source – Omdia, (Since 2006) For general information only; not an endorsement/certification/recommendation; no liability for reliance. Made for India offers are available on purchase of select Samsung TV. Viewing experience may vary according to types and format. Products sold separately. T&C Apply. 1Samsung TV plus is applicable on C-Series UHD and subsequent line-ups, w.e.f. 28th Nov. 2023. You will need a Samsung Account to access our network-based smart services, Smart TV features and other network based smart services. Use of third party Apps may require separate subscription and Internet connectivity. 2The Financing under Samsung Finance+ is done by DMI finance only. EMI at the sole discretion of the financer and may vary by models/variants etc. Financer terms and conditions apply. Samsung disclaims any liability arising from the same. 3Tizen OS upgrades will be supported for up to 7 years starting from 2025, for the products released in the year 2025. Please note that the upgrade does not cover hardware-related performance, features or durability. 430W sound output available only in selected models. 5Art store subscription free for 3 months and paid thereafter. Art pieces in the Art Store are subject to change without prior notice. This service is available in selected models only and maybe withdrawn anytime without prior notice. *T&C apply. Stated offer is applicable on select TVs. Offer may be revised/withdrawn without prior notice. Prices stated above are inclusive of all taxes. +3 year warranty (1 year standard warranty + 2 year additional Comprehensive Warranty) on selected TV models. #Cashback at sole discretion of Bank/NBFCs and subject to maximum capping limit. Samsung disclaims all claims and losses arising out of it For more details, visit https://www.samsung.com/in
93 + SHOWROOMS
BEST BRANDS BIGGEST RANGE
EASY FINANCE EMI OPTIONS
INSTALLATION & SUPPORT
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
Visit our Nearest Showroom Today !
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank Bank of Baroda
EASY FINANCE BY HDB FINANCIAL SERVICES
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. *Offers are not applicable on Samsung products.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

চার্চিলকে পূর্ণ স্বত্ব হস্তান্তর জেএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : মাত্র ১০০ টাকায় ক্লাব হস্তান্তর। আগামী ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলতে চলেছে চার্চিল ব্রাদার্স।

গোয়ার এই ঐতিহ্যশালী ক্লাব কিনে নিল জামশেদপুর এফসি-কে। গত মাসের শেষেই সিনিয়ার দল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় টাটা গোষ্ঠী। এরপর তাদের কাছে নানা দিক থেকে আবেদন আসতে থাকে দল রেখে দেওয়ার জন্য। এমনকি জামশেদপুরের মানুষও তাঁদের সই করা স্মারকলিপি পাঠান মুম্বইয়ে টাটার প্রধান দপ্তরে। ফুটবলাররা আবেদন জানান, দল রেখে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে হঠাৎই আসরে নামেন আলেমাও চার্চিল। তিনি জামশেদপুর তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আবেদন জানান প্রকাশ্যেই। জেএফসি-র ক্লাব লাইসেন্সিং সহ সবটা কিনে নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে তিনি চিঠিও দেন টাটা কর্তৃপক্ষকে।

১০০ টাকায় বিক্রি টাটা গোষ্ঠীর

এরপরেই ফুটবলের স্বার্থে এগিয়ে আসেন টাটার বড় কর্তারা। তাঁরা স্রেফ ১০০ টাকার বিনিময়ে দলের যাবতীয় স্বত্ব তুলে দেন আলেমাও চার্চিলের হতে। লাইসেন্সিং ছাড়াও ১২ জন চুক্তিবদ্ধ ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফ সবারই চুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে। চার্চিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগে গত মরশুম থেকেই খেলার চেষ্টা চালাচ্ছিল। যা শেষপর্যন্ত সফল হতে চলেছে। এই মরশুমে এফসি গোয়া তাদের হোম গ্রাউন্ড সরিয়ে বাম্বোলিমে নিয়ে যাচ্ছে বলে খবর। ফলে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম পাচ্ছে চার্চিল। স্বাভাবিকভাবেই ওই অঞ্চলে চিরকালই চার্চিলের সমর্থন থাকায় বাড়তি সুবিধা পাবে তারা।

এদিকে, ডায়মন্ড হারবার এফসি-রও মধ্যপ্রদেশ থেকে খেলার সম্ভাবনা বাড়ছে বলে খবর।

জ্যোতির ফুটবল শুরু আজ

চালসা, ১৪ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘ ও গ্রন্থাগারের শচীন্দ্রনাথ রায় ও রাবেন রায় ট্রফি ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল শনিবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে চামুর্চি সিবি ও পুন্ডিবাড়ি এফসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন দেবা রায়। ছবি : অভিরূপ দে

ম্যাচের সেরা হয়ে কমল রায়। ছবি : অমিয়কুমার রায়

জেতালেন রূপম

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ১৪ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে শুক্রবার গ্রুপ ‘এ’-তে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ১-০ গোলে আদিবাসী জনতা ক্লাবকে হারিয়েছে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে গোল করেন রূপম রায়। ম্যাচের সেরা কমল রায়।

সেমিফাইনালে বিশ্বভারতী সংঘ

ময়নাগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দক্ষিণ মৌয়ামারি বটতলা বিশ্বভারতী সংঘ। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে আনন্দনগর বিবেকানন্দ ক্লাবকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা দেবা রায়। আনন্দনগরের গোলস্কোরার সত্যম রায়। মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে মডার্ন বয়েজ ময়নাগুড়ি ও গণপতি ময়নাগুড়ি রোড।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **জশ্রীথা ভৌমিক (রাই) :** তোমার শুভ সপ্তম জন্মদিনে জানাই অপার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। ভালো থেকো। **বাবা, মা ও তোমার প্রিয়জনেরা। - দেবনগর, জলপাইগুড়ি।**

উত্তরের খেলা

ফাইনালে তোতাপাড়া

ক্রান্তি, ১৪ অগাস্ট : নগরডাঙ্গা ইয়ুথ কর্নার ক্লাব ও পাঠাগারের ১৬ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল বানারহাট তোতাপাড়া। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তোতাপাড়া ৩-১ গোলে দোমোহনি তিস্তা এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা দিলীপ সোরেন জোড়া গোল করেন।